Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

38

* শ্রীসদ্‌গুরবে নমঃ *

॥ওঁতৎসদ্‌ব্রহ্মণে নমঃ ॥

11/15 -
11/15
3/19

দীক্ষাতত্ত্ব-বিচার

LIBRARY
No.
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

লেখক ঃ

পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী

শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ

শ্রী ১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

সংবৎ ২০১২। সন ১৩৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ।
সাধনৌঘৈ র্ন সিধ্যন্তি কল্পকোটিশতৈরপি॥"
(পদ্মপুরাণে, গৌতমীয়তন্ত্রে, নারদপঞ্চরাত্রে চ)

—সনাতনগুরুসম্প্রদায়বহির্ভূত মন্ত্র নিষ্ফল। যে ব্যক্তি সম্প্রদায়বিহীন গুরু আশ্রয় করে, শত কোটি কল্প সাধন করিলেও তার সিদ্ধিলাভ হয় না।

"সম্প্রদায়পরিচ্ছিন্নং সদা কুর্য্যাদ্ গুরুং প্রিয়ে।
দেবাস্তমেব শংসন্তি পারম্পর্য্যপুরঃসরম্॥"
(কুলার্ণবতন্ত্রে)

—যে গুরু সনাতন গুরুসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত তাঁহাকেই গুরু করিতে হয়। পরম্পরাগত গুরুকেই দেবতারা প্রশংসা করেন।

[অতএব, যিনি স্বয়ং গুরু ধারণ করেন নাই, সুতরাং, গুরু-ভক্তিপ্রকাশের ও গুরুসেবার সৌভাগ্য কখনও পান নাই—এরূপ আধুনিক 'নিত্যসিদ্ধ' অথবা 'নিত্যসিদ্ধা' নামে প্রচারিত, বেদশাস্ত্রবহির্ভূত, যথেচ্ছাচারী, সম্প্রদায়বিহীন ব্যক্তির দল হইতে দূরে থাকিয়া নিজ পিতৃপিতামহাদির ধর্ম্মমার্গ অনুসরণ করা শাস্ত্রোক্তকল্যাণেচ্ছু মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য।]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

* শ্রীসদ্‌গুরবে নমঃ *

॥ ওঁ তৎসদ্‌ব্রহ্মণে নমঃ ॥

দীক্ষাতত্ত্ব-বিচার

বিদ্যা হ বৈ ব্রাহ্মণমাজগাম গোপায় মাং শেবধিষ্টেঽহমস্মি।
অসূয়াকায়ানৃজবে শঠায় মা মা ব্রূয়া বীর্য্যবতী তথা স্যাম্‌॥
(শাঠ্যায়নীয়োপনিষৎ ৩৩)

লেখক :
পরমারাধ্যপাদ অনিকেতনবাসী
শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য শ্রোত্রিয় ব্রহ্মনিষ্ঠ
শ্রী ১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী
শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ

পুনর্মুদ্রণের জন্য দক্ষিণা—এক টাকা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রার্থনা

দয়াল! মোরে আপন কর॥ (ধ্রুব)
আর কত কাল রাখবে বেঁধে
আমায় অহং-শৃঙ্খলেতে।
ঘুচিয়ে দিয়ে তোমার মায়া
এবার মোরে মুক্ত কর॥ ১

ক্ষুদ্র খাঁচার অভিমানে
কত জনম অদর্শনে
গেছে কেটে তোমা বিনে;
এবার মোরে বুকে ধর॥ ২

স্বরূপ ভুলে আর কতকাল
ঘুরবো আমি হ'য়ে কাঙ্গাল।
ছেদন করে এ মোহ-জাল
ভ্রান্ত ভ্রমণ শান্ত কর॥ ৩

দিয়ে মোরে দিব্য নয়ন
মিটাও তব মায়ার বাঁধন।
চিরতরে স্বরূপদানে
মোর জীব-লীলা সাঙ্গ কর॥ ৪

'লাহিড়ী বাড়ী'
বিলাসী, বৈদ্যনাথ-দেওঘর
১০ই মার্চ্চ, ১৯৫৬।

শ্রীশ্রীগুরুপাদারবিন্দমকরন্দ-লোলুপ
শঙ্করতীর্থ
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি, ১৩৬২ সাল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীগুরুঃ ॥

স্তোত্রম্

ব্রহ্মানন্দে সদাসীন আপ্তকাম নমোঽস্তুতে।
পুনাতু মামকান্ দীনান্ ত্বৎপাদাম্বুজমাধুরী ॥

বেদোঽনন্তো যস্য প্রাণস্য হি প্রাণাঃ
আচারদেবী যস্য স্বয়ং বশগা।
বেদান্তাগমাদ্যখিলমোক্ষ-শাস্ত্রং
স্ফুরত্যপ্রাকৃতপ্রজ্ঞানমেধসা ॥

যস্যাঙ্ঘ্রিযুগলং সেবিতং সজ্জনৈ-
র্নশ্যত্যাশু সংশয়-কুলং নিশ্চিতম্।
দদাতি শান্তিং শাশ্বতীং নির্ম্মলাং চ
ধ্যেয়ং মুমুক্ষুণা-মপুনর্ভবায় ॥

বশিষ্ঠমন্বাদি-মার্গেষু স্থিতো যঃ,
কলিহতজীবে-ষুন্মার্গগামিষু।
ধর্ম্মার্থপীযূষং প্রসিঞ্চন্ মুদৈব ;
তমহং প্রপন্নো জগতাং বরেণ্যম্ ॥

পাপোঽহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ।
ত্রাতু মাং শঙ্করতীর্থ সর্ব্বপাপহরো ভব ॥

বিষ্ণুপদী-সংক্রান্তিঃ
১৩৬২
'লক্ষ্মীবাটী', কাঃ টাউন,
শ্রীবৈদ্যনাথধাম

প্রকাশকস্য
শ্রীলালমোহন দেবশর্ম্মণঃ
শ্রীগুরুশরণাগতস্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিজ্ঞপ্তি

শ্রীগুরুদক্ষিণারূপে এই পুস্তক-মুদ্রণের সম্পূর্ণ ব্যয়ভার সহর্ষ বহন করিয়া পাবনা তাঁতিবন্দের প্রসিদ্ধ জমিদার-বংশীয় অধুনা ৮৮নং, যতীনদাস রোড, কলিকাতা-২৯ নিবাসী কল্যাণাস্পদ শ্রীমান্ প্রতুলচন্দ্র লাহিড়ী স্বীয় আস্তিকতা ও শ্রীগুরুভক্তির পরিচয় দিয়াছে। পরমাত্মার নিকট প্রার্থনা, তিনি শ্রীমানের হৃদয়ে সদাচার, বদান্যতা, বৈরাগ্য ও ভক্তি-রূপে উদিত থাকিয়া উহার সুদুর্লভ সদ্ব্রাহ্মণ-জনম সফল করুন।

'লাহিড়ী বাড়ী'
বিলাসী, দেওঘর-বৈদ্যনাথ (S.P.)
শ্রীশ্রীশিবরাত্রি
২৬শে ফাল্গুন, ১৩৬২।

নিত্যাশীর্ব্বাদক
সর্ব্বশুভানুধ্যায়ী
শ্রীশঙ্করতীর্থ স্বামী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীগুরুঃ শরণং মম ॥

—:*:—

প্রাক্‌কথন

যেমন দৈহিক ব্যাধির উপশম করিতে হইলে আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি চিকিৎসাশাস্ত্ররূপ জড়বিজ্ঞানের অনুশীলনে কৃতবিদ্য কুশল চিকিৎসকের মতানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হয়, নতুবা ব্যাধি নিরাময় হয় না, সেইরূপ মানসিক ব্যাধির হাত হইতে উদ্ধার পাইতে হইলে আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানের অনুশীলনে কৃতবিদ্য ও অগ্রসর, 'ব্রাহ্মণবংশজাত', জিতেন্দ্রিয়, বিনয়ী, নির্লোভ, দয়ার্দ্রচিত্ত, শুদ্ধবেশ, শুদ্ধাচার, সুস্থদেহী, খ্যাতিমান্ ও শাস্ত্র-মর্ম্মজ্ঞ শ্রীশ্রীগুরুদেবের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া 'শাস্ত্র-মতানুবর্ত্তী' হইয়া অগ্রসর হওয়া ভিন্ন গত্যন্তর নাই। সুতরাং দীক্ষা-গ্রহণ মনুষ্যমাত্রেরই কর্ত্তব্য।

দীক্ষা-কার্য্য শাস্ত্রীয় ব্যাপার, সুতরাং ইহাতে শাস্ত্রোক্ত বিধি, নিষেধ-পালন অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রচর্চ্চা, ভগবচ্চর্চ্চা, ভগবন্নামকীর্ত্তন আদি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকল সচ্চরিত্র, সদাচারী ব্যক্তির সহিতই হইতে পারে, পরন্তু দীক্ষাদান 'অধিকারী' ব্রাহ্মণদেহধারী ভিন্ন অপর কাহারও করিবার অধিকার সনাতন বৈদিক ঋষিশাস্ত্রে কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'গুরু, পুরোহিত ব্রাহ্মণই হইয়া থাকেন'—ইহা ত চিরপ্রসিদ্ধ কথা। ধর্ম্মকর্ম্ম-বিষয়ে ঋষিশাস্ত্র ব্যতীত অপর কোনও অবতার বা অবতারকল্পের, সিদ্ধ বা সিদ্ধকল্পের কথা আদরণীয়, গ্রাহ্য অথবা মান্য নহে, যদি সেই বাক্য বেদ অথবা ঋষিশাস্ত্রের বিরুদ্ধ হয়। শ্রীভগবান্ স্বয়ং ডঙ্কা বাজাইয়া বলিতেছেন—"তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্র-বিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥" (গীতা, ১৬।২৪) ইহা করণীয়, উহা অকরণীয় এই বিষয়ে শাস্ত্রই তোমার প্রমাণ। সুতরাং এই কর্ম্মক্ষেত্রে শাস্ত্রবিধান মত যে কর্ম্ম উক্ত হইয়াছে তাহা জানিয়া কার্য্য করাই তোমার উচিত। ইহা শাস্ত্র-ডিণ্ডিম। ব্যাসদেব শাস্ত্রসম্বন্ধে 'মহাভারতে' বলিয়াছেন—"শাস্ত্রই সাধুগণের চক্ষু। তাঁহারা শাস্ত্রপ্রভাবেই সমুদায় অবগত হইয়া থাকেন। অতএব তুমি সেই শাস্ত্রেরই অনুশীলন কর।" (শান্তি ২৮ অঃ)। "শাস্ত্রবুদ্ধি দ্বারাই কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য স্থির করিতে পারা যায়, এই জন্য শাস্ত্র প্রয়োজনীয়।" (শান্তিপর্ব্ব ১২০ অঃ)। "শাস্ত্রজ্ঞানবিহীন অপরিণত-বুদ্ধি মূঢ় ব্যক্তিদিগের কোন বিষয়ে যথার্থ জ্ঞান বা যুক্তি-অনুসারে কোন কার্য্যানুষ্ঠানের ক্ষমতা থাকে না।" (শান্তিপর্ব্ব ১৭৪ অঃ)।

সমাজে দেখা যায়,—গুরুবংশে পুরুষলোক না থাকিলেও সংস্কারবশে অনেকেই উপগুরু দাঁড় করাইয়া বিধবা স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। ইহা অশাস্ত্রীয়। 'যোগিনী তন্ত্র' বলেন—"সাধ্বী চৈব—বিধবা পরিবর্জ্জিতা।" অর্থাৎ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিধবা ভিন্ন স্ত্রীলোকের নিকট দীক্ষাগ্রহণ করিতে পারা যায়, যদি তিনি সাধ্বী, সদাচারশীলা, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, নির্লোভা, দম্ভরহিতা, পরনিন্দাবিমুখা, সকল মন্ত্রের তত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা ও সাধিকা হন। আর সর্ব্বোপরি তাঁহাকে 'ব্রাহ্মণকুলোৎপন্না' হইতে হইবে।

সন্ন্যাসাশ্রম প্রবেশের পূর্ব্বে 'বিরজা হোম' করিতে হয়: তৎকালে শিখা ও সূত্র (যজ্ঞোপবীত) ত্যাগের বিধান আছে। স্ত্রীলোকের ত শিখা ও উপবীত থাকে না; সুতরাং, তাহার শিখা-সূত্র বিসর্জ্জনপূর্ব্বক সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ কিরূপে সম্ভবে? অধিকন্তু, 'শ্রুতি'তে পুরুষ ভিন্ন অপরের সন্ন্যাসগ্রহণের স্পষ্ট নিষেধ রহিয়াছে—"পুংসঃ প্রব্রজনং প্রোক্তং নেতরায় কদাচন" (পৈঙ্গল উপনিষৎ, ৪।৫)। সুতরাং স্ত্রীলোকের সংন্যাস-বেষধারণ অশাস্ত্রীয়। অতএব, বিধবা স্ত্রীলোকের নিকট কদাচ দীক্ষা গ্রহণ করিতে নাই—তা তিনি যে বেষেই থাকুন না কেন।

তারপর, ইহাই প্রাকৃতিক নিয়ম যে, পিপাসু ব্যক্তিই গঙ্গায় উপস্থিত হইয়া জল পান করিয়া পিপাসার শান্তি করেন কিন্তু গঙ্গা পিপাসুর নিকট উপস্থিত হইয়া জলদানে তাহার পিপাসার নিবারণ করেন না। পরন্তু,—বর্ত্তমানে এই প্রাকৃতিক বিধানের বিপরীত খেলা চলিতেছে,—কয়েকটি দল, দালাল মারফতও নিজেদের মনগড়া মহিমা প্রচার করাইয়া, শাস্ত্রীয় নিষেধকে অগ্রাহ্য করিয়া, যেন ভগবদাদিষ্ট হইয়াই, যেন পাতকী উদ্ধারের ভঙ্গিতেই, সদ্‌গুরু 'সাজিয়া' দলে দলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লোককে দীক্ষাদানে সাময়িক কৃতার্থতা দান করিতেছেন। কত প্রচারক প্রচার-পত্র হাতে নিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছেন লোককে জালে ফেলিয়া দলে আনিবার চেষ্টায়। আজ ধর্ম্মের নামে কি ঘৃণ্য বণিগ্‌বৃত্তি চলিয়াছে! যেখানে "নাপৃষ্টঃ কস্যচিদ্‌-ব্রূয়াৎ" বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা না করিলে কিছু বলিবার আদেশ নাই, সে স্থলে প্রচারক-মারফতও শিষ্য-সংগ্রহের লীলা চলিতেছে!

কাম্যকর্ম্মফলত্যাগী সাধু-সন্ন্যাসী আজ সকাম গৃহস্থ শিষ্যের অভিলাষ পূর্ণ করিবার চেষ্টায় ব্যতিব্যস্ত, সকাম দীক্ষাদানের জন্য নানাচ্ছলে শিষ্যসংগ্রহে তৎপর!

কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্‌। ধন্য কলি-কৌতুক! কলির রঙ্গের শেষ নাই বটে!!

নিজে সাবধান না থাকিলে এই সব প্রচারকবেষী প্রতারকদের হাত হইতে রক্ষা পাইবার উপায়ান্তর নাই। যে কোনও অজুহাতে অর্থ ও বিত্ত-প্রার্থী, অর্থ ও বিত্ত-সংগ্রহী সাধুবেষীকে, ত্যাগীবেশধারীকে 'পতিত' জানিয়া এবং দীক্ষা-গ্রহণের জন্য স্বেচ্ছায় আহ্বানকারীকে শাস্ত্রলঙ্ঘনকারী, মনোমুখী, ভোগলিপ্সু, আসুর প্রকৃতির দুর্ব্বুদ্ধি জীব জানিয়া তাহা হইতে দূরে থাকিয়া নিজেকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য।

এই পুস্তকে দীক্ষাতত্ত্বের সর্ব্বদিকই সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে। ইহা পাঠে সনাতন সংস্কারাপন্ন এক ব্যক্তিরও ভ্রম দূর হইয়া কল্যাণ হইলে গ্রন্থ-প্রকাশ সফল হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্তে বিংশশতাব্দীর সাধুগিরির যৎসামান্য দিগ্‌দর্শন করাইয়া 'প্রাক্‌কথন' শেষ করি।

বিশ্বম্ভর নামটি তোমার, বিশ্বের তুমি পেট ভরাও।
কিন্তু, ভোগীর হাতে পড়ে তুমি, 'দরিদ্র নারায়ণ' হও॥
দরিদ্রের নামের বলে অর্থের আগম শত শত।
ছিটে ফোঁটা দিয়ে তাদের, নিজের ভোগে থাকি রত॥
দরিদ্রের ঘরে দেখ, তুবেলা ভাত জোটা ভার।
আমার মঠে চারি বেলায় চব্বচোষ্য রাজ আহার॥
আমি হই যে মহারাজ, কাজেই থাকি রাজমহলে।
যাদের নামে আসে টাকা, খড় জোটেনা তাদের চালে॥
পরণে মোর রেশমী বসন, চরণে মোর কোমল জুতা।
দরিদ্রের গায় ছেঁড়া কাঁথা, চরণ তুটী শত ফাটা॥
গৃহত্যাগীর বেষটী নিয়ে, জমিজমা করি কষে।
অর্থ-অগ্নি-ত্যাগী হয়ে, তাদের নিয়ে থাকি হেসে॥
বলে গেছে সিদ্ধ পুরুষ, শৃগাল কুকুরে থাকে দলে।
তাঁর কথাটী লাথি মেরে, দল বেঁধেছি সেবার ছলে॥
কথায় মোরা সনাতনী, কাজে কিন্তু পরদেশী।
আহার বিহার পরণ পোষাক সবটাতে বিদেশী॥
ত্যাগের মধ্যে আছে মোদের ব্যক্ত ভার্য্যা পরিহার।
বাকী ধর্ম্মে আমরা সবাই গৃহস্থের পরিবার॥
সঞ্চয়েতে নিপুণ মোরা, ব্যয়েতে কুশল।
ঈশ্বরেতে বিশ্বাস মোদের মুখেতে কেবল॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলির সাধু আমি রে ভাই, নিজের ধর্ম্ম গেছি ভুলে।
মুখে আমি পরম উদার, ধর্ম্ম নাশি কথার ছলে॥
সংযমের ধার ধারি না, দেহটি মোর রোগের ঠাঁই।
মনপ্রাণ নিজ বশে নাই, বিশ্বমঙ্গল ঢঙ্ দেখাই॥
মৃত্যুকালে বৈদ্যহাতে রোগের জ্বালায় যেতে হয়।
লাথি মেরে যমের দূতে নরকপুরে লয়ে যায়॥
"ঔষধি জাহ্নবীতোয়ং বৈদ্যো নারায়ণো হরিঃ।"
এ কথাটী এখন কেবল কেতাবেতেই পড়ি॥
বসে বসে কিম্বা শুয়ে ইষ্ট নামটি নিতে নিতে।
সাধুবেষীর দেহত্যাগ বিরল হ'ল এ ভারতে॥
এখনো সময় আছে, সংগ্রহ কর্ সংযম-ধনে।
ডেকে ডেকে কেঁদে কেঁদে বাধ্য কর্ তোর ভগবানে॥
পুনঃ যদি তা পারিস্ হতে, তবেই দেখ্‌বি এ ভারতে।
বইবে আবার উল্টো ধারা, ভাস্‌বি পুনঃ সুখস্রোতে॥
শেষ কথাটি বলে রাখি, গৃহী তুমি চেতন থেকো।
'যেমন সাজ তেমন কাজ', এ কথাটি মনে রেখো॥
কাঞ্চনত্যাগী-বেষীরে ভাই, যদি তুমি কাঞ্চন দাও।
তার ধর্ম্মত্যাগের হেতু হয়ে, তুমিও নারকী হও॥
বিত্তত্যাগীর বেষটি যাহার, তারে যদি বিত্ত দাও।
তার ধর্ম্মহানির সহায় হয়ে, তুমিও নরকে যাও॥
"যতীনাং কাঞ্চনং দত্বা, তাম্বুলং ব্রহ্মচারিণাম্।
চৌরাণামভয়ং দত্বা, দাতাঽপি নরকং ব্রজেৎ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দাসীদাসং গৃহং যানং গো-ভূ-ধান্য-ধনং রসান্।
প্রতিগৃহ্য যতির্গ্রামং হন্যাৎ কুলশতত্রয়ম্॥"
"অন্নদানপরো ভিক্ষুশ্চতুরো হন্তি দানতঃ।
দাতারমন্নমাত্মানং যস্মৈ চান্নং প্রযচ্ছতি॥"
অত্রৈব শিবম্। "সর্ব্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু।"

'লাহিড়ী বাড়ী'
বিলাসী টাউন,
বৈদ্যনাথধাম
(এস, পি)।

সর্ব্বশুভানুধ্যায়ী—
শ্রীশঙ্করতীর্থ স্বামী
উত্তরায়ণ সংক্রান্তি, ১৩৬২।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীক্ষা-তত্ত্ববিচার

[পরমারাধ্য অনিকেত শ্রীমৎপরমহংস-পরিব্রাজকাচার্য্য ব্রহ্মনিষ্ঠ শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামীজী শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ]

'শব্দকল্পদ্রুম' নামক সংস্কৃত অভিধানে 'মন্ত্র' শব্দের অর্থ লিখিবার সময় 'ঋগ্‌বেদীয় মৎস্যসূক্ত' হইতে বচন উদ্ধৃত করিয়া বলা হইয়াছে যে, অদীক্ষিত ব্যক্তি যে সমস্ত জপ-পূজাদি ক্রিয়া করিয়া থাকেন, পাথরের বুকে বীজ বপন করিলে তাহা যেমন অঙ্কুরিত হয় না—বৃথা যায়, সেইরূপ সে সকল কর্ম্মও বিফল হয়। অদীক্ষিত ব্যক্তির দোষের মাত্রা এরূপ অধিক যে, তাহার অন্ন বিষ্ঠাতুল্য এবং জল মূত্রসমান। তাহাদের নিজের জন্য অথবা অপরের জন্য কৃত শ্রাদ্ধাদি যাবতীয় দৈবকার্য্যই অধোগতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ নিষ্ফল হয়—"অদীক্ষিতা যে কুর্ব্বন্তি জপ-পূজাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ন ভবন্তি ফলং তেষাং শিলায়াসুপ্তবীজবৎ॥ অদীক্ষিতানাং মর্ত্ত্যানাং দোষং শৃণু বরাননে। অন্নং বিষ্ঠাসমং তস্য জলং মূত্রসমং স্মৃতম্॥ তৎকৃতং তস্য বা শ্রাদ্ধং সর্ব্বং যাতি হ্যধোগতিম্॥" আবার, 'রত্নেশ্বর তন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে, অদীক্ষিত ব্যক্তির তপস্যা, নিয়ম, ব্রত, তীর্থগমন এবং শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা কৃত কোন দৈবকার্য্যই সিদ্ধি হয় না, অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণ না করিলে তাহার দ্বারা কৃত যাবতীয় দৈবকার্য্য সমস্তই পণ্ড হয়—"নাদীক্ষিতস্য কার্য্যং স্যাৎ তপোভির্নিয়মৈর্ব্রতৈঃ। ন তীর্থগমনোঽপি চ, ন চ শারীরযন্ত্রণৈঃ॥" আবার 'রুদ্রযামল' তন্ত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিখিত আছে যে, অদীক্ষিত ব্যক্তি যদি ভক্তিভাবেও সহস্র সহস্র উপচার দেবতাকে অর্পণ করেন, দেবতা সে সকল কদাচ গ্রহণ করেন না—"উপচারসহস্রৈস্তু আদত্তং ভক্তিসংযুতম্। অদীক্ষিতার্পণং দেবা ন গৃহ্ণন্তি কদাচন॥"

এস্থলে যদি প্রশ্ন কর—অদীক্ষিত ব্যক্তি যদি সহস্র সহস্র উপচার লইয়া ভক্তিভাবে দেবতাকে অর্পণ করেন, দেবতা তাহা গ্রহণ করেন না; ইনি কেমন দেবতা, ইহা কেমন শাস্ত্র? ইহার উত্তর এই যে—দেবতা ঠিক দেবতা, শাস্ত্রও যথার্থ শাস্ত্র; ইহা বুঝিবার মত সাত্ত্বিক বুদ্ধির উন্মেষ এখনও তোমার হয় নাই, তাই তুমি অসন্তুষ্ট হইতেছ। একটু শাস্ত্র-শ্রদ্ধা নিয়া শুন — তুমি যে উৎকৃষ্ট দ্রব্যসামগ্রী নিয়া গিয়া অজ্ঞেয় দেবতাকে অর্পণ কর, দেবতা যে উহা গ্রহণ করেন তার প্রমাণ তো তুমি প্রত্যক্ষ দেখ নাই; তবে কোন্ বিশ্বাসে তুমি তোমার ক্লেশার্জিত অর্থ ব্যয় করিয়া দেবতার উদ্দেশ্যে ভোগ নিবেদন করিতে যাও? তুমি বলিবে, শাস্ত্রে লেখা আছে, ভক্তিভাবে দেবতাকে অর্পণ করিলে দেবতা তাহা গ্রহণ করেন। ভাল কথা—তাহা হইলে যে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিয়া তুমি দেবতাকে নানা উপচার দিতে যাইতেছ, যে শাস্ত্রকে বিশ্বাস করিয়া তীর্থগমনে পুণ্য সঞ্চয় করিতে ছুটিয়াছ, পিতৃপুরুষের শ্রাদ্ধতর্পণ, দান-ধ্যান, জপ-পূজা প্রভৃতি করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছ, সেই শাস্ত্রই যখন ঊর্দ্ধ্ববাহু হইয়া ডঙ্কা বাজাইয়া বলিতেছেন—অদীক্ষিত ব্যক্তির অনুষ্ঠিত যাবতীয় দৈব কর্ম্ম পণ্ড হয়, তাহার প্রদত্ত উপচার দেবতা গ্রহণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন না, তাহার কৃত শ্রাদ্ধতর্পণ দ্বারা পিতৃলোক তৃপ্ত হন না, তাহার প্রদত্ত দ্রব্যসামগ্রী মলমূত্রসম পরিত্যক্ত হয়,—তখন এই সমস্ত শাস্ত্রবাক্যগুলি অবিশ্বাস করিবার কি কারণ আছে? শাস্ত্রের যে আদেশ তোমার মনের সঙ্গে মিলিল, তাহা তুমি বিশ্বাস করিলে, মানিয়া চলিলে; যে আদেশ মনের সঙ্গে মিলিল না বা তোমার পক্ষে স্থবিধাজনক হইল না, তাহা মানিলে না। এরূপ স্থবিধাবাদের স্থান সনাতন ধর্ম্মে নাই। এরূপ স্থবিধাবাদ ধার্ম্মিক কর্ম্মে অচল অফলপ্রসূ অনর্থক। কিবা জড়জগতে কিবা আধ্যাত্মিক জগতে কোথাও হঠকারিতার—উচ্ছৃঙ্খলতার—মনোমুখিতার—স্থবিধাবাদের স্থান নাই, সর্ব্বত্রই নিয়মানুবর্ত্তিতা বিরাজিত। নিয়মানুবর্ত্তিতাই শক্তির উদ্দীপিকা, সিদ্ধিলাভের প্রথম ও প্রধান সাধনা। শাস্ত্রই সংস্কাররূপে আমাদের ধর্ম্মে প্রেরণা দিতে থাকেন। শাস্ত্রই জনগণের মনকে শাসন করিয়া থাকেন। মন কখনও সত্যদর্শী ঋষির শাস্ত্রকে শাসন করিতে পারে না। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে ঔষধসেবনাদিরূপ প্রক্রিয়াগুলি যেমন অবশ্য করণীয়, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞানে দীক্ষাদিগ্রহণরূপ প্রক্রিয়াগুলি ঠিক তেমনই করণীয়। তোমার যথার্থ ভক্তিভাবই যদি আসিয়া থাকে, তবে দীক্ষা গ্রহণে অভক্তি কেন? 'রত্নেশ্বর তন্ত্রে' কথিত হইয়াছে—"উপপাতকলক্ষাণি মহাপাতককোটয়ঃ। ক্ষণাদ্দহতি দেবেশি দীক্ষা হি বিধিনা কৃতা॥" অর্থাৎ যদি কেহ বিধিপূর্ব্বক দীক্ষা গ্রহণ করেন, তবে তাঁহার লক্ষ লক্ষ উপপাতক ও কোটি কোটি মহাপাতক তৎক্ষণাৎ ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং, মনুষ্যমাত্রেরই 'বিধিপূর্ব্বক' দীক্ষা গ্রহণ অবশ্য কর্ত্তব্য। যে নিয়মের মধ্য দিয়া উপস্থিত হইলে দেবতা তোমার প্রদত্ত উপচার গ্রহণ করিবেন, তোমাকে সেই নিয়মগুলি প্রতি-পালন করিয়া আসিতে হইবে। অতএব দীক্ষাগ্রহণ করিয়াই যাবতীয় ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে হইবে, নতুবা সমস্তই পণ্ড হইয়া যাইবে। এস্থলে যদি বল—অসীম অনন্ত বিরাট্ ভগবানের নিকট শুচি বা অশুচি সবই তো সমান। বেশ কথা, তাহা হইলে তুমি অত অর্থ ব্যয় করিয়া ভোগ অর্পণ করিতে যাইতেছিলে কাহাকে? বিরাট্ অসীম অনন্ত ভগবানের আবার ক্ষুধা তৃষ্ণা কি, তাঁর আবার প্রীতি অপ্রীতি কি? "নিজানন্দৈক-তৃপ্তস্য নৈবেদ্যং কিং ভবেদিহ?" "ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।" "নাহহং প্রাণঃ ক্ষুৎপিপাসে কুতো মে"?

মন্ত্রগ্রহণ-সংস্কারকে 'দীক্ষা' বলে। তন্ত্রশাস্ত্রজ্ঞ মুনিগণ বলেন—"দীয়তে বিমলং জ্ঞানং ক্ষীয়তে কর্ম্মবাসনা। তস্মা-দ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা মুনিভিস্তন্ত্রবেদেভিঃ॥" (কুলার্ণবে) অর্থাৎ যে সংস্কার নির্ম্মল জ্ঞান (একমাত্র অখণ্ড চৈতন্য সত্তাই বিরাজ করিতেছেন সুতরাং আমিও অদ্বৈততত্ত্বস্বরূপ—"সোঽহমস্মি" এই অখণ্ড অনুভব) দান করে আর কর্ম্মবাসনা ক্ষয় করে, তাহা 'দীক্ষা' নামে কথিত। যদিও দ্বিজাতিদিগের (বেদোক্ত ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই তিন জাতির পুরুষগণের) উপনয়ন-সংস্কারে বৈদিক দীক্ষা হইয়া থাকে, তথাপি কলিযুগে তন্ত্রমতের প্রাধান্য বলিয়া, এবং স্ত্রী ও শূদ্রের বৈদিক দীক্ষায় অধিকার নাই বলিয়া,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকলের পক্ষেই তান্ত্রিক দীক্ষা আবশ্যক। কলিকালে তান্ত্রিক দীক্ষা ব্যতিরেকে জপপূজাদি সকল ধার্ম্মিক কর্ম্ম নিষ্ফল হয়, এবং তদবস্থায় মৃত্যু হইলে নরকে গমন হয় ও প্রেতত্ব পরিহার হয় না। যে গুরুর নিকট হইতে তান্ত্রিক দীক্ষা গ্রহণ করা হয়, তাঁহাকে "দীক্ষাগুরু" বলে। দীক্ষাগুরু সকল গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। গুরুর মৃত্যু হইলে ত্রিরাত্র অশৌচ হইয়া থাকে।

কলিযুগে আগমোক্তবিধানে দীক্ষা গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রজপ করিলে দেবগণ বিশেষরূপে প্রসন্ন হ'ন, তন্ত্র ভিন্ন অন্য বিধানে মন্ত্রজপ করিলে দেবগণ প্রসন্ন হ'ন না। সত্যযুগে বেদোক্ত মার্গের, ত্রেতাযুগে স্মৃতিপ্রোক্ত মার্গের, দ্বাপরে পুরাণোক্ত মার্গের এবং কলিযুগে আগমোক্ত মার্গের প্রধানতা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"আগমোক্তবিধানেন কলৌ মন্ত্রং জপেৎ সুধীঃ। ন হি দেবাঃ প্রসীদন্তি কলৌ চান্যবিধানতঃ॥ কৃতে শ্রুত্যুক্তমার্গঃ স্যাৎ ত্রেতায়াং স্মৃতি-সম্ভবঃ। দ্বাপরে তু পুরাণোক্তঃ কলাবাগম-সম্ভবঃ॥" (কুলার্ণব তন্ত্রে)।

পরমভক্ত ধ্রুবচরিত্রেও দেখা যায়, শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকেও দীক্ষাগ্রহণে বাধ্য হইতে হইয়াছিল; তবেই তিনি পদ্মপলাশ লোচনের দর্শন পাইয়া তাঁহাকে পদ্মপলাশলোচন বলিয়া চিনিতে পারিয়াছিলেন। ভগবান্ অবতাররূপে আসিয়া গুরু ধারণ করিয়া গুরু ধারণের অবশ্যকর্ত্তব্যতার দৃষ্টান্ত রাখিয়া গিয়াছেন। আবার 'পদ্মপুরাণে, গৌতমীয়তন্ত্রে ও নারদ পঞ্চরাত্রে' উপদিষ্ট হইয়াছে —"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ। সাধনৌ-ঘৈ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

র্ন সিধ্যন্তি কোটিকল্পশতৈরপি ॥” অর্থাৎ গুরুসম্প্রদায়-বহির্ভূত মন্ত্র নিষ্ফল হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি সম্প্রদায়বিহীন গুরু আশ্রয় করে, কোটি কল্প সাধন করিলেও তাহার সিদ্ধি লাভ হয় না। ‘কুলার্ণব তন্ত্রে’ উক্ত হইয়াছে—“সম্প্রদায়-পরিচ্ছিন্নং সদা কুর্য্যাদ্ গুরুং প্রিয়ে। দেবাস্তমেব শংসন্তি পারম্পর্য্যপুরঃসরম্ ॥” অর্থাৎ যে গুরু সনাতন গুরুসম্প্রদায়ের অন্তর্ভূক্ত তাঁহাকেই গুরু করিতে হয়। পরম্পরাগত গুরুকেই দেবতারা প্রশংসা করেন। ‘মোক্ষধর্ম্মে’ও বলা হইয়াছে—“ন বিনা গুরুসম্বন্ধং জ্ঞানস্যাধিগমঃ স্মৃতঃ” (৩২৬।২২) অর্থাৎ গুরু-শুশ্রূষা না করিলে জ্ঞান লাভ হয় না॥ “আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ” (শ্রুতিঃ)। [অতএব, যিনি স্বয়ং গুরুধারণ করেন নাই সুতরাং গুরুভক্তি প্রকাশের ও গুরুসেবার সৌভাগ্য কখনও পান নাই—এরূপ আধুনিক ‘নিত্যসিদ্ধ’ অথবা ‘নিত্যসিদ্ধা’ নামে প্রচারিত, বেদশাস্ত্র-বহির্ভূত, যথেচ্ছাচারী, আপাপন্থী সম্প্রদায়বিহীন ব্যক্তির দল হইতে দূরে থাকিয়া নিজ পিতৃ-পিতামহের ধর্ম্মমার্গ অনুসরণ করা শাস্ত্রোক্তকল্যাণেচ্ছু মনুষ্যের অবশ্য কর্ত্তব্য। কেমন মজা, এইরূপ মনোমুখী অশাস্ত্রীয় নিত্য-সিদ্ধ ব্যক্তির গুরুধারণের প্রয়োজন না থাকিলেও দল বাঁধিবার (সম্প্রদায় গড়িবার) প্রয়োজনটি বেশ আছে। ধন্য কলিলীলা !]

(১) যিনি সনাতন গুরুশিষ্য-পরম্পরাগত আচার্য্যের নিকট হইতে শাস্ত্রজ্ঞান প্রাপ্ত হন নাই এবং ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন নহেন, তিনি যুক্তি, তর্ক, দৃষ্টান্ত ও শাস্ত্র-প্রমাণাদি দ্বারা শিষ্যের সংশয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবারণপূর্ব্বক অপরোক্ষ জ্ঞানসাধনের উপদেশ দানে অসমর্থ, সুতরাং তিনি গুরু হইবার অনধিকারী; এবং (২) যিনি উক্তলক্ষণ আচার্য্যকৃপায় শাস্ত্রজ্ঞ পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন নহেন, তাঁহারও গুরু হইবার শাস্ত্রীয় অধিকার নাই; (৩) আর যিনি সনাতন গুরু পরম্পরাগত শাস্ত্রজ্ঞানজ্ঞ নহেন পরন্তু ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন তিনিও গুরু হইবার শাস্ত্রোক্ত অধিকারী নহেন; যেহেতু 'শ্রুতি' বলিতেছেন—"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরু-মেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্" (মুণ্ডকোপনিষৎ, ১।২।১২) অর্থাৎ সেই সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন 'ব্রাহ্মণ' হোমের জন্য তৃণকাষ্ঠাদি ও গব্য ঘৃতাদি উপহার হস্তে গ্রহণপূর্ব্বক নিত্য-সত্য-নির্গুণ ব্রহ্মকে স্বাত্মরূপে অপরোক্ষ অনুভবের নিমিত্ত শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন গুরুকেই [অন্য গুরুকে নহে 'এব' শব্দদ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে] আশ্রয় করিবে। 'গীতাস্মৃতি'তেও ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ" (৪।৩৪) অর্থাৎ যাঁহারা বেদাদিশাস্ত্রজ্ঞানী এবং ব্রহ্মানুভব করিয়া ব্রহ্মকে আত্মরূপে অনুভব করিয়াছেন, সেইরূপ জ্ঞানী ও তত্ত্বদর্শী গুরুগণই তোমাকে ব্রহ্মাত্মৈক্যজ্ঞানের উপদেশ করিবেন। গ্রন্থ দেখিয়া একরূপ জ্ঞান লাভ হয় কিন্তু সে জ্ঞানের উপদেশ করিলে শিষ্যের ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয় না। সুতরাং গুরু শুধু শাস্ত্রজ্ঞ হইলে হইবে না অধিকন্তু যাঁহার ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারও হইয়াছে (সম্যগ্দর্শনও যাঁহার হইয়াছে), সেইরূপ শাস্ত্রজ্ঞ ও ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকট হইতে উপদেশ পাইলে তবে জ্ঞান কার্য্যক্ষম হইবে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তদিতর হইতে প্রাপ্ত জ্ঞান কার্য্যক্ষম হইবে না। ব্রহ্মনিষ্ঠ (তত্ত্বজ্ঞ) না হইলে কেহ অপরোক্ষ জ্ঞানের সার্থক উপদেশ করিতে পারেন না; এবং শাস্ত্রজ্ঞ (শ্রোত্রিয়) না হইলে শিষ্যের সমস্ত সন্দেহ দূর করিতেও কেহ সমর্থ হয়েন না। এইজন্য শ্রোত্রিয় ও ব্রহ্মবেত্তা পুরুষই প্রকৃত সদ্‌গুরু।

'ও সব চার দেওয়ালের কথা' বলিয়া শাস্ত্রজ্ঞানকে উড়াইবার চেষ্টা করিয়া, নিত্যসিদ্ধের ভাণ ধরিয়া ভক্ত-সংগ্রহপূর্ব্বক দল বাঁধিতে গেলে, তাহা যে 'অশাস্ত্রীয়' হইয়া পড়ে, তাহা উপযুক্ত শ্রুতি ও স্মৃতি প্রমাণ হইতে সিদ্ধ হইতেছে।

বর্ত্তমানে আর একটি কলিমহোৎসব চলিতেছে। কর্ণে মন্ত্র দান করিয়া দীক্ষা দেন একজন আর গুরু হ'ন অন্য জন। ইহা পূর্ণ অশাস্ত্রীয়। 'শিবপুরাণ বিদ্যেশ্বরসংহিতা'তে কথিত হইয়াছে—"শিষ্যঃ পুত্র ইতি প্রোক্তঃ সদা শিষ্যত্বযোগতঃ। জিহ্বা-লিঙ্গাৎ মন্ত্র-শুক্রং কর্ণ-যোনৌ নিষিচ্য বৈ। জাতঃ পুত্রো মন্ত্র-পুত্রঃ পিতরং পূজয়েদ্ গুরুম্॥" অর্থাৎ শিষ্যকে পুত্র বলা হয়, কারণ উভয়ই সদা শাসনের যোগ্য। শ্রীগুরু নিজের জিহ্বা-রূপ লিঙ্গদ্বারা মন্ত্র-রূপ শুক্র শিষ্যের কর্ণ-রূপ যোনিতে নিক্ষেপ করতঃ মন্ত্র-পুত্রের জন্মদান করেন। এইজন্য ঐ মন্ত্র-পুত্র পিতারূপ শ্রীগুরুর সেবা করেন।—অতএব, শাস্ত্রমতে যিনি কর্ণে মন্ত্র শ্রবণ করান তিনিই তো গুরু; প্রতিনিধি বা 'ঋত্বিক্' বা এজেন্ট গুরু হইবেন কোন্ শাস্ত্রোক্ত বিচারে বা বিধানে? "মন্ত্রদাতা গুরুঃ স্বয়ম্"—ইহাই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু-নির্ব্বাচন সম্বন্ধে শাস্ত্রে বহু বিচার করা হইয়াছে। পিতার নিকট হইতে গুরুমন্ত্র-গ্রহণ নিষিদ্ধ। মাতামহ, সোদর কনিষ্ঠ এবং শত্রুপক্ষাবলম্বীর নিকট হইতে দীক্ষা-গ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। পতি পত্নীকে, পিতা পুত্রকে অথবা কন্যাকে, এবং ভাই ভাইকে দীক্ষা দিবেন না। পরন্তু, পতি যদি সিদ্ধমন্ত্র হন, তবে তিনি পত্নীকে দীক্ষা দিতে পারেন ; পত্নী শক্তিস্বরূপ হওয়াতে সিদ্ধমন্ত্রের প্রতাপে দীক্ষা দেওয়ার জন্য কন্যাসদৃশ হইয়া যায় না, তিনি ভার্য্যারূপেই থাকেন ; অথচ অন্যান্য স্ত্রীলোককে দীক্ষাদান করিলে তাহারা কন্যাস্বরূপ হইয়া যায় —"পিতুর্মন্ত্রং ন গৃহ্ণীয়াৎ তথা মাতামহস্য চ। সোদরস্য কনিষ্ঠস্য বৈরিপক্ষাশ্রিতস্য চ॥ ন পত্নীং দীক্ষয়েদ্ভর্ত্তা ন পিতা দীক্ষয়েৎ সুতাম্। ন পুত্রং, তথা ভ্রাতা ভ্রাতরং ন চ দীক্ষয়েৎ॥ সিদ্ধমন্ত্রো যদি পতিস্তদা পত্নীং স দীক্ষয়েৎ। শক্তিত্বেন বরারোহে ন চ সা কন্যকা ভবেৎ॥" (রুদ্রযামলে)

বিধবা স্ত্রীলোকের নিকট কদাচ দীক্ষা গ্রহণ করিতে নাই। 'যোগিনী তন্ত্রে' কথিত হইয়াছে—"সাধ্বী চৈব......বিধবা পরিবর্জ্জিতা।" অর্থাৎ বিধবা ভিন্ন সকল নারীর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারা যায়, যদি তিনি সাধ্বী, সদাচারবিশিষ্টা, গুরুভক্তা, জিতেন্দ্রিয়া, নির্লোভা, দয়ার্দ্রচিত্তা, সকল মন্ত্রের তত্ত্বজ্ঞা, সুশীলা ও সাধিকা হ'ন। উপর্য্যুক্তগুণান্বিতা সধবা নারীই দীক্ষাদানের অধিকারিণী, অন্য সধবা নারী অথবা কোনও বিধবা স্ত্রীলোক কিম্বা কুমারী দীক্ষাদানের অধিকারিণী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহেন ; এই কারণে 'স্ত্রীগুরুধ্যানমন্ত্রে' আছে—"....স্বনাথবামভাগস্থাং বরাভয়করাম্বুজাম্ ॥" অর্থাৎ ইনি নিজ পতির বামভাগে অবস্থান করিতেছেন। ইঁহার হস্তদ্বয়ে বর ও অভয় মুদ্রা।

পিতৃপিতামহের গুরুবংশে যদি নির্লোভ আচারবান্ দয়ার্দ্রচিত্ত সাধক ব্যক্তি বর্ত্তমান থাকেন, তাহা হইলে কোনমতেই তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অন্যত্র গুরুকরণ করিতে নাই—করিলে মহাপাপ ও অনিষ্ট হয়। এই কারণে 'পিঙ্গিলা তন্ত্রে' শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন—"পৈত্রং গুরুকুলং যস্তু ত্যজেদ্বৈ ধর্ম্মমোহিতঃ। স যাতি নরকং ঘোরং যাবচ্চন্দ্রার্কতারকম্ ॥" অর্থাৎ পিতৃপিতামহের গুরুকুল ত্যাগ করিতে নাই, তাহাতে ঘোর নরকে যাইতে হয়। কিন্তু মঙ্গলরূপ শ্রীসদাশিব আবার পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছেন যে, অশেষদোষদুষ্ট ব্যক্তি, আক্রান্ত-শ্বাস-কাশ-যক্ষ্মা-গলিতকুষ্ঠ ব্যক্তি, লোভী চরিত্রহীন অসাধক ব্যক্তি, মূর্খ আচারহীন কুসঙ্গী ব্যক্তি, দেব-অগ্নি-গুরু-বিপ্রাদি-পূজাবিধি-পরাঙ্মুখ ব্যক্তি, আয়ুর্ব্বেদ-ব্যবসায়ী ব্যক্তি, ব্রাহ্মণ-বৃত্তিত্যাগী ব্যক্তি, সন্ধ্যা-তর্পণ-পূজাদি-মন্ত্রজ্ঞান-বিবর্জ্জিত ব্যক্তির নিকট কদাচ দীক্ষা গ্রহণ করিবে না। অর্থাৎ যদি গুরুবংশে যোগ্য ব্যক্তি না থাকেন অর্থাৎ গুরুপুত্রগণ আছেন বটে কিন্তু কেহ চাকুরীজীবী, কেহ ব্যবসায়ী বা অন্যবৃত্তি-গ্রহণকারী, দীক্ষা দিবার সময় উপস্থিত হইলে গুরুদেব সাজিয়া দীক্ষা দিয়া থাকেন, ঐ বিষয়ে তাঁহাদের চর্চ্চা বা অনুশীলন কিছুই নাই—পাছে গুরুবংশের ত্যাগ হইয়া যায় বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মন্ত্রত্যাগাদ্ভবেন্মৃত্যু-র্গুরুত্যাগাদ্দরিদ্রতা। গুরুমন্ত্র পরিত্যাগাদ্ রৌরবং নরকং ব্রজেৎ॥" (জ্ঞানার্ণব তন্ত্র) অর্থাৎ মন্ত্র ত্যাগ করিলে মৃত্যু হয়, গুরু ত্যাগ করিলে দারিদ্র্য ঘটে, এবং মন্ত্র ও গুরু উভয় ত্যাগ করিলে রৌরব নরকে যাইতে হয়। —এরূপ শাস্ত্রীয় প্রমাণে অযোগ্য ব্যক্তির নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিলে পাপ হয়, অনিষ্টও হয়, আত্মারও অধোগতি হয়, ইহকালে আধ্যাত্মিক উন্নতি কিছুই হয় না।

জন্মতঃ ব্রাহ্মণের নিকট হইতেই মন্ত্রগ্রহণ করিতে হয়—(অন্তবর্ণের নিকট নহে)। মুখজ (বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন) ব্রাহ্মণই 'মুখসাধ্য' মন্ত্রদানে শাস্ত্রোক্ত অধিকারী এবং চারি বর্ণের গুরু—"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ"। ব্রাহ্মণকে বয়ঃকনিষ্ঠের নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিতে নাই (ব্রাহ্মণী করিতে পারেন)। গুরুকুলে বয়োজ্যেষ্ঠ পুরুষ কেহ না থাকিলে সেক্ষেত্রে তাদৃশ বয়ঃকনিষ্ঠ গুরুপুত্রাদির অনুমতি লইয়া অন্য ব্রাহ্মণের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ করিতে হয়। স্বামীর অনুমতি লইয়া মাতা পুত্রকে মন্ত্র দিতে পারেন। গর্ভিণীর পঞ্চম মাস অতীত হইলে দেবকার্য্যাদিতে তাহার অধিকার থাকে না বটে, কিন্তু মন্ত্রগ্রহণে অধিকার আছে; তবে দশম মাসে উহা নিষিদ্ধ। যদি কেহ স্বপ্নে কোনও মন্ত্র প্রাপ্ত হন, তাহা হইলে গুরুকে, তদভাবে অন্য সদ্ব্রাহ্মণকে ঐ মন্ত্র বলিয়া তাঁহার নিকট হইতে উহা পুনর্গ্রহণ করিতে হয়, অন্যথা উহা সিদ্ধ হয় না—নির্বীর্য্য থাকিয়া যায়। পরন্তু কুলগুরু ও সদ্ব্রাহ্মণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অভাবে জলপূর্ণ কলসে গুরুর আবাহন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়া বটপত্রে কুঙ্কুমের রসে সেই মন্ত্র লিখিয়া ঐ কলসের জলে নিক্ষেপ করিয়া তৎপরে উহা তুলিয়া গ্রহণ করিবার বিধান শাস্ত্রে আছে। উপযুক্ত কুলপুরোহিত ও উপযুক্ত কুলগুরু যেমন পরিত্যাগ করিতে নাই, সেইরূপ কুলদেবতাও পরিত্যাগ করিতে নাই (অর্থাৎ পূর্ব্বপুরুষেরা যে দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, সেই দেবতারই মন্ত্র গ্রহণ করিবে, অন্য দেবতার মন্ত্র গ্রহণ করিবে না)—ইহাই শাস্ত্রাদেশ। তাৎপর্য্য এই যে, যদিও সকল দেবতাই এক (অর্থাৎ যদিও এক অখণ্ড চৈতন্যই সর্ব্বদেবতারূপে বিরাজিত), তথাপি পূর্ব্বপুরুষদিগের শারীরিক ও মানসিক ভাব সন্তানপরম্পরায় প্রতিফলিত হয় বলিয়া পূর্ব্বপুরুষদিগের আরাধিত দেবতা (দেবতারূপী অখণ্ড চৈতন্য) তাঁহাদের সন্তানপরম্পরার প্রতি স্বাভাবিক প্রসন্ন থাকেন; এই কারণে তাঁহাদের আরাধিত মূর্ত্তির উপাসনায় অল্পায়াসে সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে। ইষ্টদেবতা ও ইষ্টমন্ত্র কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে নাই।

অধিকন্তু, কুলগুরুর অভাবে গৃহস্থগণ যদি যতি (সন্ন্যাসী), পিতা, বনবাসী ও উদাসীনের নিকট দীক্ষিত হন, তাহা হইলে তাহা কল্যাণদায়িনী হয় না অর্থাৎ সেইরূপ দীক্ষা সুফল প্রদান করে না—"যতে র্দীক্ষা পিতুর্দীক্ষা দীক্ষা চ বনবাসিনঃ। বিবিক্তাশ্রমিণাং দীক্ষা ন সা কল্যাণদায়িকা॥" (তন্ত্রসারধৃত গণেশবিমর্ষিণীতন্ত্রবচন)। 'কুলচূড়ামণিতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"উদাসীনো হ্যুদাসীনাং বনস্থো বনবাসিনাম্। যতীনাং চ যতিঃ প্রোক্তো গৃহস্থানাং গুরুর্গৃহী ॥" অর্থাৎ উদাসীনদিগের উদাসীন গুরু, বানপ্রস্থাশ্রমীদিগের বানপ্রস্থাশ্রমী গুরু, যতিদিগের যতি (সন্ন্যাসী) গুরু, এবং গৃহস্থদিগের গৃহী গুরুই উক্ত হইয়াছে।

পরন্তু, কোন নিয়মই সার্ব্বভৌম নহে, এই কারণে—কুলগুরুর অভাবে জ্ঞানবান্ যতির নিকটেও মন্ত্রগ্রহণ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। গৃহস্থ যদি সৌভাগ্যবশতঃ সিদ্ধমন্ত্র লাভ করিবার সুযোগ পান, তাহা হইলে [সাধারণ নিয়ম অনুসারে] গুরু-নির্দ্ধারণবিচার ত্যাগ করিয়া যে কোন আশ্রম হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবেন—

যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধবিদ্যাং লভেৎ প্রিয়ে।
তদৈব তাং তু দীক্ষেত ত্যক্ত্বা গুরুবিচারণম্ ॥"

(সিদ্ধযামলে)

'মন্ত্রযোগসংহিতা'তে বলা হইয়াছে—

যদি ভাগ্যবশেনৈব সিদ্ধো হি পুরুষো মিলেৎ।
তদৈব দীক্ষাং গৃহ্লীয়াৎ ত্যক্ত্বা কালবিচারণম্ ॥

অর্থাৎ যদি ভাগ্যবশে সিদ্ধপুরুষ মিলিয়া যান, তাহা হইলে কালাকাল বিচার না করিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার নিকট হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিবে।

'শিবপুরাণ বায়বীয় সংহিতা'তে উক্ত হইয়াছে—

বহুনাত্র কিমুক্তেন যোঽপি কোঽপি শিবাশ্রয়ঃ।
সংস্কারো গুর্ব্বধীনশ্চেৎ সংস্ক্রিয়া তু প্রভিদ্যতে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ আর অধিক বলিবার কি প্রয়োজন? যে কেহই ভগবান্ শিবের আশ্রয় গ্রহণে অধিকারী। এক গুরুই সকলকে দীক্ষা দিতে পারেন, কিন্তু অধিকারীভেদে দীক্ষার বিধি ভিন্ন ভিন্ন হয়, এই মাত্র প্রভেদ।

'শিবপুরাণ' উত্তরখণ্ড পঞ্চম অধ্যায়ে এবং 'স্কন্দপুরাণ' উত্তরখণ্ড ব্রহ্মোত্তর খণ্ড প্রথম অধ্যায়ে 'দাশার্হ ও কলাবতী'র উপাখ্যান রহিয়াছে। তাহাতে একস্থানে রাণী কলাবতী নিজ পতিকে বলিতেছেন—আমার বাল্যাবস্থায় দুর্ব্বাসা ঋষি আমাকে পঞ্চাক্ষরী মন্ত্র (নমঃ শিবায়) দিয়াছিলেন, এবং কিছুকাল পরে শুভদিনে শুভক্ষণে যথাবিধি মন্ত্রশাস্ত্রের মন্ত্রদানে আমাকে কৃতার্থ করিয়াছিলেন।

'মহাভারত' আদিপর্ব্বে দেখা যায়, 'জিতেন্দ্রিয়, ব্রতশীল, উগ্রস্বভাব ও ধর্ম্মের গূঢ়তত্ত্বজ্ঞ' দুর্ব্বাসা ঋষির নিকট হইতে কুমারী অবস্থাতে কুন্তীদেবী সূর্য্যমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়াছিলেন—

"তস্মৈ স প্রদদৌ মন্ত্রম্।" (১১১।৬)

—এই দৃষ্টান্ত দুইটী হইতে জানা যাইতেছে যে, উপযুক্ত 'ব্রাহ্মণ-শরীরী' অবধূত সন্ন্যাসীর নিকট হইতেও গৃহস্থগণ দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারেন।

'পদ্মপুরাণ' উত্তরখণ্ড ২৫৪ অধ্যায়ে মহামুনি অবধূত বামদেবের নিকট হইতে মাতা পার্ব্বতীর মন্ত্রগ্রহণের প্রসঙ্গ রহিয়াছে —"শিব উবাচ—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরূপদেশমার্গেণ পূজয়িত্বৈব কেশবম্।
প্রাপ্নোতি বাঞ্ছিতং সর্ব্বং নান্যথা ভূধরাত্মজে ॥
সমেত্য তং গুরুং দেবী পূজয়িত্বা প্রণম্য চ।
বিনীতা প্রাঞ্জলির্ভূত্বা উবাচ মুনিপুঙ্গবম্ ॥
ভগবংস্তৎপ্রসাদেন সম্যগারাধনং হরেঃ।
করিষ্যামি দ্বিজশ্রেষ্ঠ ত্বমনুজ্ঞাতুমর্হসি ॥
ইত্যুক্তস্তু তদা দেব্যা বামদেবো মহামুনিঃ।
তস্যৈ মন্ত্রবরং শ্রেষ্ঠং দদৌ স বিধিনা গুরুঃ ॥”

অর্থাৎ শিব বলিলেন—হে পর্ব্বতনন্দিনি! শ্রীশ্রীগুরুদেবের উপদেশ অনুসারে শ্রীকেশব ভগবানের পূজন করিলে সর্ব্বপ্রকার মনোবাঞ্ছিত ফল লাভ হইয়া থাকে, অন্যথা নহে। এই কথা শুনিয়া পার্ব্বতী দেবী মুনিপুঙ্গব বামদেবের যথাবিধি পূজন-পূর্ব্বক তাঁহাকে প্রণাম করিলেন এবং কৃতাঞ্জলি হইয়া বিনয়-পূর্ব্বক কহিলেন—‘ভগবন্! আপনার কৃপায় আমি ভগবান্ কেশবের আরাধনা সম্যক্প্রকারে করিব, আপনি আমাকে আদেশ প্রদান করুন।’ পার্ব্বতী এইরূপ প্রার্থনা করিলে পর, গুরুদেব মহামুনি বামদেব তাঁহাকে বিধিপূর্ব্বক শ্রেষ্ঠ মন্ত্ররাজ প্রদান করিলেন।—ইহার দ্বারাও প্রমাণিত হইতেছে যে উপযুক্ত ‘ব্রাহ্মণশরীরী’ শিষ্ট গৃহত্যাগীর নিকট হইতেও গৃহস্থগণ দীক্ষা নিতে পারেন।

এখন দেখিতে হইবে ‘সিদ্ধগুরু’ কাহাকে বলে এবং ‘সিদ্ধ-মন্ত্র’ কি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'সিদ্ধগুরু' সম্বন্ধে 'মেরুতন্ত্রে' কথিত হইয়াছে—

"যঃ ক্ষণেনাত্মসামর্থ্যং স্বশিষ্যায় দদাতি হি।
ক্রিয়া-য়াসাদি-রহিতঃ স গুরুর্দেবতুর্ল্লভঃ॥

অর্থাৎ যিনি বাহ্য পূজা-হোমাদি ব্যাপারের আয়াস (কষ্ট) স্বীকার না করিয়া, ক্ষণকালমধ্যে নিজসামর্থ্য স্বাশ্রিত শিষ্যে সঞ্চার করিতে পারেন, সেই গুরু দেবতারও তুর্ল্লভ।

'যোগবাশিষ্ঠে' উক্ত হইয়াছে—

"দর্শনাৎ স্পর্শনাৎ শব্দাৎ কৃপয়া শিষ্যদেহকে।
জনয়েদ্ যঃ সমাবেশং শাম্ভবং স হি দেশিকঃ॥"

অর্থাৎ যিনি কৃপাপূর্ব্বক দৃষ্টি, স্পর্শ ও শব্দদ্বারা শিষ্যের দেহমধ্যে মঙ্গলময় শৈবভাব উৎপাদন করিতে পারেন তিনিই যথার্থ গুরুঃ।

'শিবপুরাণ' বায়বীয় সংহিতায় উপদিষ্ট হইয়াছে—

"গুরোরালোকমাত্রেণ স্পর্শাৎ সম্ভাষণাদপি।
সদ্যঃ সংজ্ঞা ভবেজ্ জন্তোঃ পাশোপক্ষয়কারিণী॥"

অর্থাৎ গুরুর দৃষ্টি, স্পর্শ ও বাক্য-দ্বারা সদ্য (তৎক্ষণাৎ) সংজ্ঞা (সম্যক্ জ্ঞান আন্তর অনুভব) লাভ হয়; তাহা জীবের বন্ধনসমূহকে সম্যক্ নাশ করিয়া ফেলে।

'কুলার্ণবে' জ্ঞানবতী আন্তর দীক্ষার বিবরণপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে—

"স্পর্শাখ্যা দেবি দৃগ্‌দীক্ষা মানসাখ্যা মহেশ্বরি।
ক্রিয়া-য়াসাদি-রহিতা দেবি দীক্ষা ত্রিধা স্মৃতা॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথা পক্ষী স্বপক্ষাভ্যাং শিশূন্ সমুদ্ধরেচ্ছনৈঃ।
স্পর্শদীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ কথিতঃ প্রিয়ে॥
স্বাপত্যানি যথা মৎস্যো বীক্ষণেনৈব পোষয়েৎ।
দৃগ্‌ভ্যাং দীক্ষোপদেশশ্চ তাদৃশঃ পরমেশ্বরি॥
যথা কূর্ম্মঃ স্বতনয়ান্ ধ্যানমাত্রেণ পোষয়েৎ।
বেধদীক্ষোপদেশশ্চ মানসঃ স্যাত্তথাবিধঃ॥"

অর্থাৎ হোমাদি বাহ্য ক্রিয়ার সাহায্য না লইয়াও যে দীক্ষা দান করা হয়, তাহা তিন প্রকার ;—স্পর্শদীক্ষা, দৃগ্‌দীক্ষা ও মানসদীক্ষা॥ পক্ষী যেমন নিজের পাখার স্পর্শদ্বারা তা দিয়া ডিম্বকোষ হইতে শাবক বাহির করিয়া, ঐ স্পর্শযোগেই শাবককে পোষণ করে, সেইরূপে শ্রীগুরু স্বীয় হস্তাদিদ্বারা শিষ্যকে স্পর্শ করিয়া (সংসাররূপ ডিম্বকোষ হইতে শিষ্যকে উদ্ধার করিবার মানসে) যে দীক্ষা দান করেন, তাহাকে 'স্পর্শ-দীক্ষা' নামক উপদেশ বলে॥ মৎস্য যেমন ডিমের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ডিম ফুটাইয়া পোনাকে ঐ দৃষ্টি দ্বারাই পোষণ করে, সেইরূপ শ্রীগুরু শিষ্যের প্রতি এক বিশিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া যে দীক্ষা দান করেন, তাহাকে 'দৃগ্‌দীক্ষা' নামক উপদেশ বলে॥ কচ্ছপ যেমন নিজে জলমধ্যে থাকিয়া তীরস্থ মৃত্তিকা-মধ্যে প্রোথিত ডিম্বগুলিকে কেবলমাত্র মননরূপ চিন্তনদ্বারা ফুটাইয়া থাকে, এবং ঐ চিন্তনযোগেই শাবকগুলিকে পোষণ করে, সেইরূপ সদ্‌গুরু কেবলমাত্র ধ্যান অবলম্বন করিয়া যে দীক্ষাদান করেন, তাহাকে 'মানসদীক্ষা' বা 'বেধদীক্ষা' নামক উপদেশ বলে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'বাহ্য' দীক্ষার উপকরণ প্রধানতঃ ক্ষিতি ও জলে নির্ম্মিত; সুতরাং উহা স্থূল ব্যাপার, পরন্তু 'আন্তর' দীক্ষার উপকরণ তেজ, বায়ু, আকাশ বা মন-দ্বারা গঠিত। তেজে 'দৃষ্টি', বায়ুতে 'স্পর্শ', আকাশে 'শব্দ' এবং মনে 'ধ্যান' উৎপন্ন হইয়া চক্ষু, হস্ত, মুখ ও মন-দ্বারা এই দীক্ষাকার্য্য সম্পন্ন হয়। ইহাদের পর পর সূক্ষ্মতা-হেতু দৃগ্‌দীক্ষা, স্পর্শ-দীক্ষা, মন্ত্রদীক্ষা এবং মানসী-দীক্ষা ক্রমান্বয়ে সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতর ব্যাপার।—

"দীক্ষা চ দ্বিবিধা প্রোক্তা বাহ্যা-ভ্যন্তর-ভেদতঃ।
ক্রিয়াদীক্ষা ভবেদ্বাহ্যা বেধাখ্যাভ্যন্তরী মতা॥"
(কুলার্ণব তন্ত্রে)

'সিদ্ধশঙ্করতন্ত্রে' শক্তিপাতের অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত্র লাভের লক্ষণ এইভাবে বর্ণিত হইয়াছে—

"লক্ষণং শক্তিপাতস্য প্রবোধানন্দসম্ভবঃ।
সা যস্মাৎ পরমা শক্তিঃ প্রবোধানন্দরূপিণী॥
আনন্দ-বোধয়োর্লিঙ্গ-মন্তঃস্ফুরণবিক্রিয়া।
যয়া স্যুঃ কম্প-রোমাঞ্চ স্বরনেত্রাদি-বিক্রিয়া॥"

অর্থাৎ শক্তিপাতের (সিদ্ধমন্ত্র লাভের) চিহ্ন প্রবোধ ও আনন্দ কারণ সেই পরমাশক্তি প্রবোধস্বরূপা ও আনন্দস্বরূপা। প্রবোধ ও আনন্দের চিহ্ন অন্তরে স্ফুরণরূপ বিক্রিয়া। ইহার দ্বারা কম্প, রোমাঞ্চ এবং স্বর ও নেত্রাদি অঙ্গের বিক্রিয়া হয়। অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তি গুরুর মাধ্যমে শিষ্যে সঞ্চারিত হইলে শিষ্য প্রবোধ ও আনন্দ লাভ করে, অর্থাৎ শিষ্য এক অপূর্ব্ব জ্ঞান ও নির্ব্বিষয় আনন্দ অনুভব করে, অর্থাৎ শিষ্য তখন বুঝিতে পারে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, তাহার দেহমধ্যে এক অপূর্ব্বশক্তির 'প্রবোধ' অর্থাৎ জাগরণ হইয়াছে এবং সে উহাতে এক নির্ব্বিষয় 'আনন্দ' পাইতেছে। শিষ্যের দেহমধ্যে তখন বিদ্যুতের স্ফুরণ, অকস্মাৎ চমকিয়া উঠা, অন্তঃস্থ বায়ুর নানারূপ গমন, অন্তঃস্থ অঙ্গের কম্পন, গাত্রে সূচীর ফোঁড়ের ন্যায় বোধ, গাত্র ঝিম্ ঝিম্ করা, পৃষ্ঠের মস্তকের বা অন্য অঙ্গের ভিতর পিড়্-পিড়্ বা সিড়্-সিড়্ অনুভব, লোমকূপের ভিতরে সামান্য-সামান্য তাপযুক্ত স্পন্দন ইত্যাদি প্রকারের এক বা একাধিক বা সমগ্র অন্তঃস্ফুরণ প্রকাশ পাইতে থাকে ; আর তাহার দেহের বাহিরে কম্প, রোমাঞ্চ, স্বর-বিক্রিয়া (অর্থাৎ মুখ, নাক দিয়া নানা-প্রকার শব্দ বাহির হওয়া) এবং নেত্রাদি-বিক্রিয়া (অর্থাৎ চক্ষু, মুখ, হস্ত, পদ আদি অঙ্গের নানারূপ ভাবভঙ্গী ও অস্বাভাবিক ক্রিয়া) প্রত্যক্ষ অনুভূত হয়। ইহাতে সে অতিমাত্র 'আনন্দ' লাভ করে এবং এক ~~অতিপূর্ব্ব শর~~ অপূর্ব্ব শক্তির 'প্রবোধ' (জাগরণ) সুস্পষ্ট-রূপে বুঝিতে পারে।

'কুলার্ণবতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে—

"আনন্দশ্চৈব কম্প-শ্চোদ্ভবো ঘূর্ণা কুলেশ্বরি।
নিদ্রা মূর্চ্ছা চ বেধস্য ষড়বস্থাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
দৃশ্যন্তে ষড়্গুণা হ্যেতে বেধনেন কুলেশ্বরি।
বেধিতো যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠন্মুক্তো ন সংশয়ঃ॥"

অর্থাৎ বেধদীক্ষা লাভ হইলে (অর্থাৎ সিদ্ধমন্ত্রদ্বারা দীক্ষিত হইলে পর). আনন্দ, কম্প, উদ্ভব (ভূমি হইতে উত্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা ভেকগতি বা বায়ুর ঊর্দ্ধ্বগমন), ঘূর্ণা, যোগনিদ্রা ও মূর্চ্ছা এই ছয়টী অবস্থা প্রকাশ পায়। এই ছয় গুণ যাঁহার মধ্যে দেখা যায়, তিনি যে কোন অবস্থায় থাকিয়াই নিশ্চয় মুক্ত।

গুরু-পরম্পরা-আগত যে শক্তি শিষ্যের মধ্যে সঞ্চারিত হয়, তাহা চৈতন্যস্বরূপ পরম শৈবশক্তি। শ্রীগুরুর মধ্য দিয়া শিষ্যে উহা সম্পাতিত হইলে, উহা সুস্পষ্ট চৈতন্যরূপে প্রকাশ পায়; তখন উহা 'আজ্ঞা' নাম ধারণ করে (কারণ ভৃত্য যেমন প্রভুর আজ্ঞায় কর্ম্ম করিয়া থাকে, শিষ্যও সেইরূপ এই সম্পাতিত শক্তির আন্তর সঙ্কেতরূপ আজ্ঞাদ্বারাই সর্ব্বত্র কর্ম্ম করিতে থাকে)। এই গুরুশক্তি সম্পাতিত না হইলে তত্ত্বসমূহের স্বরূপ, ব্যাপ্তি এবং বিশুদ্ধির উপায় কেহই জানিতে সমর্থ হয় না—

"শক্তিপাতসমাযোগাদৃতে তত্ত্বানি তত্ত্বতঃ।
তদ্ব্যাপ্তিস্তদ্বিশুদ্ধিশ্চ জ্ঞাতুমেব ন শক্যতে॥
শক্তিরাজ্ঞা পরা শৈবী চিদ্রূপা পরমেশ্বরী।"

(শিবপুরাণ, বায়বীয় সংহিতা, পূর্ব্বভাগ)

সিদ্ধমন্ত্র লাভ হইলে শিষ্যের অন্তরে ও বাহিরে আনন্দ, পুলক, কম্পাদি লক্ষণ প্রকাশ পাইতে থাকে। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া শ্রীগুরু জানিয়া নেন যে, 'ঈশ্বরের শক্তি শিষ্যে প্রবুদ্ধ হইয়াছে' এবং ইহা বুঝিয়া তিনি দীক্ষাদানের কৃতকৃত্যতায় নিশ্চিত হন, আর শিষ্যও এই সকল চিহ্ন দেখিয়া স্থিরনিশ্চয় ও বিশ্বাসবান্ হন যে, তাঁহার দীক্ষা ঠিক হইয়াছে এবং তাঁহার 'সদ্‌গুরু-কৃপা লাভ হইয়াছে'।

মন্ত্রদীক্ষা বিশুদ্ধ ধার্ম্মিক ব্যাপার; অতএব এই বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্র-প্রমাণই সর্ব্বোপরি গ্রাহ্য। শাস্ত্র-প্রামাণ্য হইতে বিচলিত হইলে পর দীক্ষার মাহাত্ম্য হীন হইয়া যায়। শাস্ত্রবিধি লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারী হইয়া ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে তাহা নিষ্ফল হয় এবং দুঃখের কারণ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতার ষোড়শ অধ্যায়ের "যঃ শাস্ত্রবিধি-মুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধি-মবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্‌"—এই শ্লোকে শ্রীভগবানের বাণীতে সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ পাইয়াছে যে, দুর্জ্ঞেয় আত্মতত্ত্ব জানিতে হইলে শ্রদ্ধার সহিত শাস্ত্রের বিধি ও নিষেধ-গুলিকে গ্রহণ ও ত্যাগ করিতেই হইবে। শাস্ত্র বলিয়াছেন, দীক্ষা গ্রহণে আত্মোন্নতি হয়, পরমার্থ লাভ হয়। তুমি শাস্ত্রের এই কথায় বিশ্বাসী হইয়া দীক্ষা-গ্রহণে উদ্যোগী হইলে। কোথা হইতে দীক্ষা গ্রহণ করা উচিত, কোথা হইতে উচিত নহে, এই সকল বিধি-নিষেধমূলক শাস্ত্র তোমার বুদ্ধির সহিত মিলিল না বলিয়া, তুমি স্বেচ্ছাচারী হইয়া শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া যথেচ্ছ দীক্ষা গ্রহণ করিলে। কি লাভ করিলে? কিছুই না। উল্টা 'আমি অমুকের নিকট হইতে দীক্ষা নিয়াছি' এই গর্ব্বে ফুলিয়া অপরকে হীন দেখিতে ও জানিতে শিখিয়া পাপের বোঝা বহিয়া বেড়াইতে লাগিলে। "ইতো ভ্রষ্টস্ততো নষ্টঃ" হইলে। যতদিন না ভাবাতীত অবস্থায় যাইতেছ, ততদিন শাস্ত্রের বিধি-নিষেধগুলিকে অভ্রান্ত মনে করিয়া মানিয়া না চলিলে সাধন-সোপানে একটুও উঠিতে পারিবে না, চিরজীবন যে তিমিরে সেই তিমিরেই থাকিয়া যাইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ত্তমানে বাস্তবক্ষেত্রে এই সত্য দেখিতে পাওয়া যায় যে, অনেক গৃহস্থের শাস্ত্রজ্ঞান না থাকায় অথবা স্বেচ্ছায় শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া, গৃহস্থ-গুরুর অনুসন্ধান না করিয়া, অন্য আশ্রম হইতে দীক্ষা গ্রহণ করিতেছেন। ইহাতে কেবল শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘন করিয়া অবিধিপূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণে একটা প্রত্যবায়ের (পাপের) সৃষ্টি হয় মাত্র। গত ৫০।৬০ বৎসর হইতে বঙ্গদেশে একটা তরঙ্গের মত চলিয়াছে; গৃহস্থেরা বিনা বিচারে দেখাদেখি শুনাশুনি 'যেখানে চমৎকার, সেখানে নমস্কার' করিয়া চলিয়াছেন; চমৎকার আসল কি নকল তাহা দেখিবারও যেন তাহাদের অবসর নাই, অজ্ঞাতকুলশীলদিগের নিকট হইতেও শীঘ্রগতি-শীঘ্র দীক্ষা নিয়া সাময়িক কৃতার্থতা বোধ করিতেছেন! অজ্ঞাতকুলশীল গুরুকরণ-সম্বন্ধে 'কৌশিক সংহিতা'র শ্রীমদ্ভাগবত-মাহাত্ম্য-প্রকরণে একটি শিক্ষাপ্রদ সংবাদ দেখিতে পাওয়া যায়।—

একজন বৈশ্য নিজের নির্ধনতা, বাণিজ্যে নিষ্ফলতা ও পারিবারিক দুরবস্থায় অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া মহর্ষি সাঙ্খ্যায়নের নিকট ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে মহর্ষি বলিলেন তুমি পূর্ব্বজন্মেও বৈশ্য ছিলে। সেই জন্মে তুমি সন্ন্যাস নিয়া বহু ব্রাহ্মণকে শিষ্য করিয়া বহু ধন সংগ্রহ করিয়াছিলে। মরণের পর, সেই পাপের ফলে, তোমাকে লালাভক্ষ, শূকরমুখ প্রভৃতি বহুপ্রকার নরক ভোগ করিতে হইয়াছিল। এইবার, তুমি দরিদ্র বৈশ্যকুলে এই জন্ম পাইয়াছ। এই সম্বন্ধে 'কৌশিক সংহিতা'র উক্তি এই—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"উচ্ছিষ্টং প্রাশয়েদ্ বিপ্রান্ মোহাৎ স্নেহাদ্ধঠাচ্চ যঃ।
সর্ব্বাগ্রভোজী বৈ মূঢ়ো লালাভক্ষং প্রযাতি সঃ॥
যো হীনশ্চোত্তমং বর্ণং শিষ্যত্বে বিনিযোজয়েৎ।
স শূকরমুখং যাতি তাড্যমানো যমানুগৈঃ॥
আত্মোদ্ধারকতাশক্তিঃ পরোদ্ধারকতা চ যা।
শক্তী দ্বে ঈশ-রচিতে, স্বোদ্ধারঃ সর্ব্বসংস্থিতঃ॥
পরোদ্ধারো ন সর্ব্বত্র বৈশ্য! হি ব্রাহ্মণং বিনা।
বিপ্রেন্দ্র এব বর্ত্ততে, তস্মাদ্ (বিপ্রো গুরুর্ভবেৎ)॥
অতঃ সর্ব্বং কৃতং বিপ্রৈর্জপহোমার্চ্চনাদিকম্।
লভতে সর্ব্বলোকোঽয়ং নান্যজাতিকৃতং ক্বচিৎ॥
অলাভে বিদুষি বিপ্রে জাতিমাত্রপরিগ্রহঃ।
অতঃ বিপ্রঃ সর্ব্বপূজ্যঃ সর্ব্বদা সুখহেতবে॥
কিঞ্চেদমপি জানাসি ন বিপ্রঃ শূদ্রপূজকঃ।
বিপ্রস্যৈব প্রব্রজ্যাস্তি নান্যবর্ণস্য কর্হিচিৎ॥
আচার্য্যত্বং ব্রাহ্মণস্য স্থাপিতং পদ্মযোনিনা।
নান্যবর্ণস্য জায়তে তপআদিভিরত্র যৎ॥
ন হি জাতিপরা বৃত্তিশ্চিহ্নমাত্রপরিগ্রহাৎ।
ন নাপিতো ব্রাহ্মণতাং যাতি সূত্র-পরিগ্রহাৎ॥"

অর্থাৎ যে মূঢ় ব্যক্তি মোহ, স্নেহ অথবা হঠকারিতাবশতঃ সকলের আগে স্বয়ং ভোজন করিয়া ব্রাহ্মণদিগকে উচ্ছিষ্ট ভোজন করায়, সে লালাভক্ষ-নরকে পতিত হয়। যে হীনবর্ণ মনুষ্য নিজাপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেষ্ঠবর্ণের মনুষ্যকে নিজের শিষ্য করে, সে যমরাজের দূতগণ কর্ত্তৃক প্রহার খাইতে খাইতে শূকরমুখ-নরকে উপস্থিত হয়। নিজ আত্মার উদ্ধারকারিণী এবং অপরের আত্মার উদ্ধারকারিণী —এই উভয়প্রকার শক্তি ঈশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট। ইহাদের মধ্যে আত্মোদ্ধারকতা-শক্তি সকলের পক্ষে সমান; কিন্তু, হে বৈশ্য! পরোদ্ধারকতা-শক্তি সকলের পক্ষে সমান নহে, এই শক্তি ত একমাত্র শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণেই বিদ্যমান থাকে; এই কারণে 'ব্রাহ্মণই গুরু হইয়া থাকেন'। এইহেতু ব্রাহ্মণদ্বারা কৃত জপ, হোম, দেবপূজা প্রভৃতির ফল সকল লোকের জীবই প্রাপ্ত হইয়া থাকে, কিন্তু অন্যজাতিদ্বারা কৃত জপাদির ফল সকলে প্রাপ্ত হয় না। শাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণের অভাবে জাতিমাত্র ব্রাহ্মণদ্বারা জপহোমাদি করাইবার আদেশ শাস্ত্রে রহিয়াছে। অতএব, সর্ব্বদা সুখলাভের নিমিত্ত ব্রাহ্মণজাতি সকল লোকেরই পূজ্য। হে বৈশ্য! ইহা ত তুমি জানই যে, ব্রাহ্মণ কখন শূদ্রের সেবা করেন না। প্রব্রজ্যা (অর্থাৎ সন্ন্যাসবিধি) একমাত্র ব্রাহ্মণের জন্যই শাস্ত্রে নিশ্চিত আছে ["ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ" ইতি শ্রুতিঃ,] অন্য জাতির জন্য সন্ন্যাসের বিধান শাস্ত্রে নাই। পদ্মযোনি প্রজাপতি ব্রহ্মা আচার্য্যত্বের (গুরুত্বের) স্থাপনা একমাত্র ব্রাহ্মণেই করিয়াছেন। এই জন্মে তপস্যা আদি দ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতির আচার্য্যত্ব লাভ হইতে পারে না। যেমন উপবীত ধারণ করিলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাপিত ব্রাহ্মণ হইয়া যায় না, তেমনি ব্রাহ্মণের বহিশ্চিহ্ন উপবীতাদি ধারণ করিলেই ব্রাহ্মণেতর জাতির জাতি-পরিবর্ত্তন হয় না।

যিনি সর্ব্বত্র অধিষ্ঠান-চৈতন্যকে দেখিতে পান না, 'বাসুদেবঃ সর্ব্বমিতি' এই অনুভবে এখনও যিনি পৌঁছিতে পারেন নাই, যিনি সন্ন্যাসবেষ ধারণ করিয়া এবং নিজেকে সন্ন্যাসী বলিয়া পরিচয় দিয়াও নিজ দেহরক্ষার নিমিত্ত মৎস্য, মাংস, ডিম্বাদি ভক্ষণরূপ প্রত্যক্ষ হিংসাবৃত্তি রাখেন—অতএব, 'অদ্বেষ্টা সর্ব্ব-ভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ' হইতে পারেন নাই, যাহার হর্ষ, অমর্ষ, ভয়, উদ্বেগ এখনও যায় নাই, যিনি এখনও অন্যের অপেক্ষা রাখেন, হিংসা-দ্বেষাদি আসুরিক ভাবপূর্ণ সংবাদপত্র পাঠ না করিলে বা না শুনিলে এখনও যাহার দিন কাটে না, যিনি ভিতরে বাহিরে এখনও শুচি হইতে পারেন নাই, যিনি 'অনিকেতঃ' নহেন—'মৎপ্রতিষ্ঠিত মঠ বা আশ্রম' বলিতে এখনও যিনি গর্ব্ব অনুভব করেন, ভবিষ্যতের জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতে এবং তজ্জন্য শিষ্য সংগ্রহ করিতে ও ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে অর্থ জমা রাখিতে এখনও যিনি পটু—অতএব যিনি ভগবানের 'যোগক্ষেমং বহাম্যহম্' প্রতিজ্ঞায় বিশ্বাসী নহেন, এবং ধন, জন ও স্থানের আধিক্যে যিনি কৃতার্থতা ও গৌরব বোধ করেন,—তাহার এখনও চিত্তশুদ্ধি হয় নাই [তাহার চিত্তে এখনও সদা শুদ্ধতত্ত্ব (অদ্বিতীয় ঈশ্বরতত্ত্ব) জাগ্রত থাকে না], তাহার এখনও মূর্ত্তিই হউক বা জ্যোতিঃই হউক অথবা বিশ্বাসে যাহাই কেন না হউক,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোনও অবলম্বন-আশ্রয়ে পূজা করিবার বিশেষ আবশ্যকতা আছে; তিনি এখনও যোগী বা ভক্ত হইতে পারেন নাই, সন্ন্যাসী হওয়া ত বহুদূরের কথা; তাহার পক্ষে সন্ন্যাসবেষ ধারণ স্ব-পর-প্রতারণামাত্র, স্ত্রী হইয়া পুরুষবেষ ধারণ করার মত প্রহসনমাত্র। পরন্তু,—কালপ্রভাবে বর্ত্তমানে এইরূপ শাস্ত্র-নিষিদ্ধ অখাদ্য-কুখাদ্য-ভোজনকারী, অসংযত আহার-বিহারের প্রতিমূর্ত্তি, প্রায়শ্চিত্তার্হনানারোগাক্রান্ত, ডাক্তারী চিকিৎসাধীনে থাকিয়া নিত্য নানা ঔষধসেবী, শীত উষ্ণ ক্ষুধা তৃষ্ণা আদি কোনও প্রকার দ্বন্দ্বসহনে অসমর্থ, 'বাবুকে বাবু সাধুকে সাধু' বেষী, অর্থ ও বিত্ত-সংগ্রহচতুর, মামলা-মোকদ্দমানিপুণ, বাণিজ্যিক বৃত্তিক, সুবিধাবাদী (বরের মাসী কনের পিষী), মনোমুখী, কথার পুটুলি অব্রাহ্মণ-শরীরী [অতএব শাস্ত্রোক্ত অনধিকারী] সাধুসন্ন্যাসীর বেষধারীগণ মন্ত্রদীক্ষা দিয়া সকলকে 'আলো' দেখাইবার ধৃষ্টতা ও দুঃসাহস প্রকাশ করিতেছে!! 'ভবিষ্যপুরাণে' এই সময়ের কেমন সুন্দর বর্ণন রহিয়াছে!—

"গৃহে গৃহে পুস্তকভারভারং,
পুরে পুরে পণ্ডিতযূথযূথম্।
মঠে মঠে তাপসবৃন্দবৃন্দং,
ন ব্রহ্মবেত্তা ন চ কর্ম্মকর্ত্তা॥"

অর্থাৎ গৃহে গৃহে পুস্তক-সংগ্রহের পর সংগ্রহ রহিয়াছে, নগরে নগরে পণ্ডিত-মণ্ডলীর পর মণ্ডলী রহিয়াছেন, মঠে মঠে যোগী,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সন্ন্যাসী ও ব্রহ্মচারী-বেষীর পর বেষী রহিয়াছেন, পরন্তু কোথাও ব্রহ্মজ্ঞানী অথবা শাস্ত্রানুষ্ঠান-পরায়ণ ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায় না।—আজ অর্থ-সঞ্চয়ী, বিত্ত-সঞ্চয়ী ও শিষ্য-সঞ্চয়ী সাধু ও সন্ন্যাসবেষধারীদের দ্বারা ভারতভূমি ভরিয়া উঠিতেছে, ত্যাগ ও সন্ন্যাসের পবিত্র আদর্শ দিন-দিন লুপ্ত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপ স্থিতিতে এইরূপ সাধুবেষীদের ছায়া হইতে দূরে থাকা পরকাল-ভীরু সদ্‌গৃহস্থের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অভ্যাসযোগ-সাধনার (সাকার ব্রহ্মোপাসনার) পরিপক্বাবস্থায় যে বৈরাগ্যবান্ নীরোগদেহী (স্বাস্থ্যবান্) ব্রাহ্মণ-শরীরী পুরুষ বিশ্বরূপ-উপাসনার (সগুণব্রহ্মোপাসনার) অধিকার প্রাপ্ত হন, তিনি 'সন্ন্যাসাশ্রম-'প্রবেশের অধিকারী—"অহমেবাক্ষরং ব্রহ্ম (অহমেব পরং ব্রহ্ম) বাসুদেবাখ্যমব্যয়ম্। ইতি ভাবো ধ্রুবো যস্য তদা ভবতি ভৈক্ষভুক্॥" (অত্রিঃ) "স্মরণং চাদ্বিতীয়স্য স কৈবল্যাশ্রমে বসেৎ।" (বৃহস্পতিঃ) [অব্রাহ্মণ-শরীরী কাহারও (অর্থাৎ যে জন্মতঃ ব্রাহ্মণ নহে, এরূপ কাহারও) 'সন্ন্যাসবেষ' ধারণ করিবার অধিকার বেদবিধানে কুত্রাপি নাই।] সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়া, সাধনচতুষ্টয়সম্পন্ন হইয়া, যিনি গুরুমুখে তত্ত্বমস্যাদির বিচার শ্রবণ করেন,—করিয়া যিনি সগুণব্রহ্মভাবে প্রবিষ্ট হইয়া 'আমিই সমস্ত' এইভাবে স্থিতিলাভ করিতে পারেন, তিনিই বিশ্বরূপের উপাসক। সগুণব্রহ্মোপাসনা ইহাই। সগুণব্রহ্মোপাসনার পরিপক্বাবস্থাতে যিনি 'আপনাতে আপনি'-ভাবে স্থিতিপ্রাপ্তি করিতে সমর্থ হন—"স্বমহিম্নি" স্থিতিলাভ করিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্থ হন, তিনি নির্গুণব্রহ্মোপাসক—তাঁহার জন্য কর্ম্মও আবশ্যক নহে, উপাসনাও আবশ্যক নহে।

এই বেদোক্তকর্ম্মভূমি ভারতবর্ষে অধুনা কিছুকাল হইতে অনেক স্ত্রী ও পুরুষ, বিশেষ কিছু তপস্যা না করিয়াই বলিয়া থাকেন 'আমি ব্রহ্ম'। আর কিছুই নাই—আমিই আছি; বহির্জগৎও মিথ্যা, দেহও মিথ্যা, মনোজগৎও মিথ্যা—এই তাহাদের কথা; অথচ বহির্জগৎ, দেহজগৎ ও মনোজগৎ ছাড়িয়া একক্ষণও তাহারা থাকিতে পারেন না! 'ব্রহ্ম সত্য, জগন্মিথ্যা' এইটি যখন যথার্থ জ্ঞান আর আমি যখন এই জ্ঞান শুনিলাম, তখনই আমার বিশ্বাস জন্মিল যে, একমাত্র সত্যবস্তুই ব্রহ্ম, অন্য সমস্তই মিথ্যা,—এই হইলেই "সোঽহং" জ্ঞান আমার হইল। —এইরূপ যাহাদের বিচার, তাহারা যে নিতান্ত মূঢ়বুদ্ধি ও নিতান্ত ভ্রান্ত, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। কঠোর সাধনাদ্বারা 'আমি ব্রহ্ম' এই অবস্থায় স্থিতি লাভ হয়। কিন্তু কঠোরতা ত দূরের কথা—যৎসামান্য সখের চিন্তা ভিন্ন কোনরূপ সাধনাই নাই অথচ আমি "সোঽহং" হইয়া গিয়াছি—এইরূপ যাহারা মনে করে, তাহারা আত্মবঞ্চক, আত্মঘাতী, মূঢ়াত্মা, জগতের অহিতের জন্যই উহাদের জন্ম হয় "ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ"।

প্রশ্ন—ব্রাহ্মণের বহিশ্চিহ্ন উপবীত আদি ধারণপূর্ব্বক তাঁহার অন্তশ্চিহ্ন সদাচার, তপস্যাআদি পালনকারী ব্রাহ্মণেতর জাতিকে ব্রাহ্মণ বলিয়া স্বীকার করা হইবে না কেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উত্তর—ব্রাহ্মণবর্ণে জন্মই প্রধান, তপস্যা প্রভৃতি ব্রাহ্মণত্বের সহায়ক, উন্নায়ক। এই কারণে অত্রি বলিয়াছেন—"জন্মনা ব্রাহ্মণো জ্ঞেয়ঃ" (১৪০) অর্থাৎ ব্রাহ্মণের বীর্য্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে যিনি জন্মগ্রহণ করেন, তিনি জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণ। অধিকন্তু, পতঞ্জলি বলিয়াছেন—"সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ"। (যোগদর্শন, ২।১৩) অর্থাৎ যে কর্ম্ম ফলে জাতি, আয়ু ও ভোগ প্রাপ্তি হইয়াছে, যতকাল ঐ কর্ম্মসংস্কার থাকিবে (অর্থাৎ যতকালে না ঐ কর্ম্মের ভোগ শেষ হইবে), ততকালে জাতি, আয়ু ও ভোগের পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। "জন্" ধাতু হইতে 'জাতি' শব্দ নিষ্পন্ন, অতঃ জন্মই জাতির পরিচায়ক। ভগবান্ মনু বলিয়াছেন—

"সর্ব্ববর্ণেষু তুল্যাষু পত্নীষ্ব-ক্ষতযোনিষু।
আনুলোম্যেন সম্ভূতা জাত্যা জ্ঞেয়াস্ত এব তে ॥"

(মনুসংহিতা, ১০।৫)

অর্থাৎ ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণকন্যা বিবাহ করিয়া, ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কন্যা বিবাহ করিয়া, বৈশ্য বৈশ্য-কন্যা বিবাহ করিয়া এবং শূদ্র শূদ্র-কন্যা বিবাহ করিয়া নিজ নিজ 'ধর্ম্মপত্নী'তে যে সন্তান উৎপন্ন করেন, সেই সন্তান পিতৃবর্ণই প্রাপ্ত হয়। এইস্থলে ভগবান্ মনু স্পষ্ট শব্দে বলিলেন, জাতি জন্মগত। ভগবান্ বেদব্যাসও বলিয়াছেন—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণাজ্জাতো ব্রাহ্মণঃ স্যান্ন সংশয়ঃ"।

(মহাভারত, অনু ৪৭।২৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ বিবাহিতা ব্রাহ্মণ-কন্যাতে ব্রাহ্মণ-বীর্য্যদ্বারা উৎপন্ন সন্তান 'ব্রাহ্মণ'-সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া থাকে, ইহাতে সংশয় নাই।

'হারীত স্মৃতি'তেও উক্ত হইয়াছে—

"ব্রাহ্মণ্যাং ব্রাহ্মণেনৈব উৎপন্নো ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।"

বিষ্ণুস্মৃতি (১৬।১), যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতি (৯।৯০), গৌতমস্মৃতি (৪।৭), বৌধায়নস্মৃতি (১।৮।৬) প্রভৃতি স্মৃতিশাস্ত্র সকলেরও এই সিদ্ধান্ত —"সবর্ণাসু পুত্রাঃ সবর্ণা ভবন্তি।" "সবর্ণেভ্যঃ সবর্ণাসু জায়ন্তে হি সজাতয়ঃ।" অতএব, জাতি জন্মগত।

"ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাং চ পরন্তপ!
কর্ম্মাণি প্রবিভক্তানি স্বভাবপ্রভবৈর্গুণৈঃ॥"
(গীতা, ১৮।৪১)

—এস্থলে ব্রাহ্মণাদির বিভিন্ন কর্ম্ম (ব্রাহ্মণত্বাবচ্ছিন্নীয়োদ্দেশ্য-তানিরূপিতবিধেয়তাশ্রয়কর্ম্ম) স্বভাবজগুণসমূহ হইতে বিভক্ত বলা হইয়াছে। আহার-নিদ্রা-ভয়াদি প্রাণিমাত্রে সাধারণ হওয়াতে বিশেষক নহে। ব্রাহ্মণোদ্দেশক বিহিতকর্ম্মানুষ্ঠানে অধিকার প্রাপ্তির নিমিত্ত তদনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই ব্রাহ্মণত্বাদি অপেক্ষিত; অতএব সেই সেই কর্ম্মদ্বারা ব্রাহ্মণত্বাদিসিদ্ধি বলা যায় না, কারণ তাহা হইলে উহাতে সিদ্ধ-সাধন-দোষ উপস্থিত হইবে। ব্রাহ্মণত্বাদি ত অনুষ্ঠানের পূর্ব্বেই সিদ্ধ রহিয়াছে, তাহা আবার অনুষ্ঠানের দ্বারা কিরূপে সিদ্ধ হইবে? একেতে সিদ্ধত্ব-সাধ্যত্ব পূর্ব্বাপরকালবৃত্তিবিরুদ্ধ ধর্ম্ম থাকিতে পারে না। শম, দম, শৌর্য্য, তেজ ইত্যাদি ব্রাহ্মণত্ব, ক্ষত্রিয়ত্বাদি জাতির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রযোজক নহে কিন্তু ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি প্রযোজ্য ; এই হেতু উক্ত শ্লোকে "স্বভাবজম্" বলা হইয়াছে। অধিকন্তু "যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাঃ" (৯।৩২)।—এই ভগবদ্বচনে জন্ম হইতেই জাতিভেদ অভিমত, ইহাতে ত সংশয়-লেশই নাই। তারপর 'সৃজ্' ধাতু এবং 'শাস্' প্রত্যয়ের সারস্য দ্বারা গুণ কর্ম্মের বিভাগ করিয়া ঈশ্বর চাতুর্ব্বর্ণ্যের সৃষ্টি করিয়াছেন, ইহাই ত "চাতুর্ব্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্ম্মবিভাগশঃ" (৪।১৩)—এই কথন হইতে পাওয়া যাইতেছে। 'মহাভারতে'ও এই অর্থই পুষ্ট করা হইয়াছে—

"প্রজাপতিঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা তাসু কর্ম্ম বিধায় চ।
বর্ণে বর্ণে সমাধত্ত একৈকং গুণভাগ্ গুণম্॥
ব্রাহ্মণে বেদগ্র্যংজ্জং তু ক্ষত্রিয়ে তেজ উত্তমম্।
দাক্ষ্যং বৈশ্যে চ শূদ্রে চ সর্ব্ববর্ণানুকূলতাম্॥"

—এই স্থলে বর্ণসৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে গুণ কর্ম্মবিভাগের আধান করা হইয়াছে, ইহা ত সুস্পষ্ট। সুতরাং, মহাভারতেরও জন্ম-সিদ্ধ ব্রাহ্মণত্বাদি অভিপ্রেত জানা যাইতেছে। কণ্ঠরবেও এই কথা বলা হইয়াছে—

"জন্মনৈব মহাভাগ ব্রাহ্মণো নাম জায়তে॥"

(মহাভারত, ১৩।৩৫।১)

"বহ্বীস্তু সংসরন্ যোনীঃ জায়মানঃ পুনঃ পুনঃ।
পর্য্যায়ে তাত কস্মিংশ্চিদ্ ব্রাহ্মণো নাম জায়তে॥"

(মহাভারত, ১৩।২৮।১২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ তেজঃস্বরূপ আত্মা বার বার বহুযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া সময়ে কোন যোনিতে ব্রাহ্মণ নামে জন্মপ্রাপ্ত হন॥ হে মহাভাগ জন্ম হইতেই ব্রাহ্মণ নাম হইয়া থাকে॥

শঙ্কা—মহাভারতে অজগররূপী নহুষ যুধিষ্ঠিরকে প্রশ্ন করিতেছেন—"ব্রাহ্মণঃ কো ভবেদ্রাজন্ ?" হে রাজন্ (যুধিষ্ঠির)! ব্রাহ্মণ কে ? ইহার উত্তরে যুধিষ্ঠির বলিতেছেন—

"সত্যং দানং ক্ষমা শীলমনালস্যং তপো ঘৃণা।
দৃশ্যতে যত্র নাগেন্দ্র স ব্রাহ্মণ ইতি স্মৃতঃ॥
শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।
ন বৈ শূদ্রো ভবেচ্ছূদ্রো ব্রাহ্মণো ন চ ব্রাহ্মণঃ॥
যত্রৈতল্লক্ষ্যতে সর্প বৃত্তং স ব্রাহ্মণঃ স্মৃতঃ।
যত্রৈতন্ন ভবেৎ সর্প তং শূদ্রমিতি নির্দ্দিশেৎ॥"

(৩।১৮।২১-২৩)

অর্থাৎ সত্য, দান, ক্ষমা, সদাচার, অনালস্য, তপস্যা, দয়া—এই সমস্ত গুণ যে মনুষ্যে দৃষ্ট হয় (দেখা যায়), তিনিই ব্রাহ্মণ নামে কথিত হন। কোন কোন স্থলে শূদ্রে যে সমস্ত ব্রাহ্মণের গুণ দেখা যায়, তাহা ব্রাহ্মণে দেখা যায় না। শূদ্রবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই শূদ্র হয় না কিম্বা ব্রাহ্মণবংশে জন্মগ্রহণ করিলেই ব্রাহ্মণ হয় না; হে সর্প! যে ব্যক্তিতে শমদমাদি ব্রাহ্মণ-লক্ষণ লক্ষিত হয়, তিনিই ব্রাহ্মণ নামে পরিচিত হন; আর হে সর্প! যাহাতে তাহা দৃষ্ট হয় না, তাহাকে শূদ্র বলিয়া জানিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ স্বগুণশূন্য ব্রাহ্মণ ব্রাহ্মণ নহেন, যাহাতে ব্রাহ্মণোচিত গুণ থাকে তিনিই ব্রাহ্মণ।—এই উত্তরের গতি কি হইবে?

সমাধান—"ন বিষং বিষমিত্যাহুঃ ব্রহ্মস্বং বিষমুচ্যতে।" এই স্থলে যেমন ব্রহ্মস্বত্বে (ব্রাহ্মণত্বে) দৃঢ়বিষত্ব আরোপের জন্য বিষে বিষত্বের নিষেধ করা হইয়াছে, সেইরূপ শূদ্রত্বের আরোপের জন্যই ব্রাহ্মণে ব্রাহ্মণত্বের নিষেধ করা হইয়াছে। আরোপ্যমান ও আরোপ্যাধিকরণ—এই উভয়ের ভেদ সর্ব্বজন-প্রসিদ্ধ। অতএব, জন্মতঃ ব্রাহ্মণত্ব-নিষেধে উক্ত বচনের তাৎপর্য্য নহে কিন্তু সত্ত্বাদিগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রশংসায় উহার তাৎপর্য্য ; অন্যথা "শূদ্রে তু যদ্ভবেল্লক্ষ্ম দ্বিজে তচ্চ ন বিদ্যতে।" এই শ্লোকার্দ্ধে দ্বিজ (ব্রাহ্মণ) ও শূদ্র এই শব্দদ্বয়ের কোনও অর্থ না থাকাতে উক্ত শব্দদ্বয় নিরর্থক হইয়া পড়িবে। এস্থলে গুণহীন ব্রাহ্মণে শূদ্রসাধর্ম্যমাত্র বিবক্ষিত, বস্তুতঃ শূদ্রত্বের বিধান করা হয় নাই। এই কারণে উক্ত স্থলে ৩।১৮।৩৩ শ্লোকে বলা হইয়াছে—"তাবচ্ছূদ্রসমো হ্যেষ যাবদ্বেদে ন জায়তে।" (মহাভারত বনপর্ব্ব ১৮।৩৩) অর্থাৎ যতদিন পর্য্যন্ত উপনয়ন-সংস্কার হইয়া এই ব্রাহ্মণ-কুমারের বেদপাঠে অধিকার না হয়, ততদিন সে 'শূদ্রসম' [শূদ্র নহে]। এই কথা 'মনুসংহিতা'তেও বলা হইয়াছে—

"শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে।"

(২।১৭৩)

'মীমাংসা দর্শনের' ২।৪।২১ সূত্রের ভাষ্যে উক্ত হইয়াছে—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ন হি নিন্দা নিন্দ্যং নিন্দিতুং প্রযুজ্যতে। কিং তর্হি? নিন্দিতাদিতরৎ প্রশংসিতুম্। তত্র ন নিন্দিতস্য প্রতিষেধো গম্যতে। কিং তু ইতরস্য বিধিঃ।" অর্থাৎ সর্ব্বত্র নিন্দা নিন্দনীয় পদার্থের নিন্দার জন্য ব্যবহৃত হয় না, পরন্তু নিন্দিতাতিরিক্ত বিষয়ের প্রশংসার উদ্দেশ্যেও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অতএব মহাভারত বনপর্ব্বে ১৮।২২, ২৩ শ্লোকদ্বয় জন্মতঃ ব্রাহ্মণত্ব-নিষেধে উক্ত হয় নাই কিন্তু শমদমাদিগুণবিশিষ্ট ব্রাহ্মণের প্রশংসায় ব্যবহৃত হইয়াছে। এইভাবে শূদ্রপক্ষেও জানিতে হইবে। আর এইভাবেই 'ভাগবতের'

"যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তং পুংসো বর্ণাভিব্যঞ্জকম্।
যদন্যত্রাপি দৃশ্যেত তত্তেনৈব বিনির্দ্দিশেৎ॥"

—এই শ্লোকেও শৌর্য্যাদিবিশিষ্ট ব্রাহ্মণে গুণসাদৃশ্যে ক্ষত্রিয়ত্ব গৌণ বলা হইয়াছে, জন্মসিদ্ধ ব্রাহ্মণের অভাবদ্যোতক এই বাক্য নহে।

সংসারেও দেখা যায় যে, "সিংহো দেবদত্তঃ",—এই স্থলে ক্রৌর্য্য-শৌর্য্যাদির সাদৃশ্যে 'সিংহ' শব্দের প্রয়োগ হইয়া থাকে: ইহার তাৎপর্য্য সাদৃশ্যে, বস্তুতঃ সিংহে নহে, কারণ মনুষ্য বস্তুতঃ সিংহ হইতে পারে না। শাস্ত্রেও গৌণ ব্যবহার দেখা যায়; যেমন 'অত্রিসংহিতা'তে উক্ত হইয়াছে—

"অস্ত্রহস্তাঃ সুধন্বানঃ সংগ্রামে সর্ব্বসম্মুখে।
আরম্ভে নির্জ্জিতা যেন স বিপ্র ক্ষত্র উচ্যতে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষিকর্ম্মপরো যশ্চ গবাং চ প্রতিপালকঃ।
বাণিজ্যং ব্যবসায়শ্চ স বিপ্রো বৈশ্যরুচ্যতে॥"

(১২।৪।৮)

উক্ত শ্লোকে জাতি-ব্রাহ্মণই শৌর্য্যাদি ও কৃষি-বাণিজ্যাদি-গুণ-বিশেষের সম্বন্ধে ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য-পদে ব্যবহৃত হইয়াছেন। পরন্তু, গৌণ ব্যবহারমাত্রে ব্রাহ্মণ বাস্তবিক ক্ষত্রিয় বা বৈশ্য বা শূদ্র হইয়া যান না, তাদৃশ ব্যবহারমাত্র বিবক্ষিত। ব্যবহার প্রকৃতিতে গৌণই হইয়া থাকে, মুখ্য নহে। এই কারণে দ্রোণাচার্য্য, কৃপাচার্য্য, অশ্বত্থামা প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণ ক্ষত্রিয় হইয়া যান নাই, তাঁহারা ব্রাহ্মণই ছিলেন এবং ব্রাহ্মণরূপেই পূজিত হইয়াছেন।

শাস্ত্রে মনুষ্য ব্যতিরিক্ত সর্প, হস্তী, মৃত্তিকা, তৃণ প্রভৃতিতেও ব্রাহ্মণত্বাদি-ভেদ বলা হইয়াছে—

[সর্প-সম্বন্ধে]

"দশাষ্ট পঞ্চ ত্রিগুণশত-মূর্দ্ধান্বিতৌ ক্রমাৎ।
বিপ্রৌ নৃপৌ বিশৌ শূদ্রৌ দ্বৌ দ্বৌ নাগেষু কীর্ত্তিতৌ॥"

[হস্তী-সম্বন্ধে] (অগ্নিপুরাণ, ২৯৪।৩)

"বিপ্রঃ শুচিমধুময়ঃ পরমান্নসর্পিঃ। চূতপ্রসূনসমগন্ধ-
সুগন্ধিতাঙ্গঃ স ক্ষত্রিয়ো, বিবিধশাস্ত্রনিপাতে শূরঃ
শূদ্রোঽপি, তূর্ণমুর্ব্যশাম্যতি বৈশ্যজাতিঃ।"

(মাতঙ্গলীলা, ৮।৯।১১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[ভূমি-সম্বন্ধে]

"সুগন্ধা ব্রাহ্মণী ভূমিঃ রক্তগন্ধা তু ক্ষত্রিয়া।
মধুগন্ধা ভবেদ্বৈশ্যা মদ্যগন্ধা ন শূদ্রিণী॥"

(বিশ্বকোষ, ১।৩৫১)

আর 'মনু'-বচন রহিয়াছে— "চাতুর্বর্ণ্যময়ী সৃষ্টিঃ।" অর্থাৎ সৃষ্টিতে সমস্ত প্রাণী বা পদার্থে চার বর্ণ (জাতি) বিদ্যমান।

বিপ্রাদিসংজ্ঞক সর্প-হস্তী আদি অথবা অচেতন ভূমি-তৃণ-আদি ব্রাহ্মণাদি-কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না, কিম্বা ব্রাহ্মণাদির সহিত তাহাদের বিবাহাদিও দেখা যায় না। এইভাবে মনুষ্যবিষয়েও জানিতে হইবে। বিভিন্ন জাতির মধ্যে গুণ ও কর্ম্মের ব্যভিচার প্রকৃতিসিদ্ধ ব্যাপার, কারণ সোপাধিক সৃষ্টিতে গুণ ও কর্ম্মের ভেদ নিত্যসিদ্ধ, অন্যথাসিদ্ধ। 'পূর্ব্বমীমাংসা দর্শনে'—"ভূমা" (১।৪।২৮) সূত্রেও এই সিদ্ধান্ত রহিয়াছে এবং সে স্থলে শ্রুতি হইতে "সৃষ্টীরুপদধাতি" (তৈত্তিরীয় সংহিতা—৫।৩।৪) এই প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে। গুণের ব্যভিচার দেখিলেও 'একদেশবিকৃতন্যায়' অনুসারে 'জাতি-ব্রাহ্মণত্ব' থাকিয়াই যায়। 'মহাভাষ্যে' বলা হইয়াছে—

"তপঃ শ্রুতং চ যোনিশ্চেত্যেতদ্ব্রাহ্মণলক্ষণম্।
তপঃ-শ্রুতাভ্যাং যো হীনো জাতিব্রাহ্মণ এব সঃ॥"

(২।২।২৬)

অর্থাৎ তপ (শমদমাদিগুণোচিত কার্য্য), শ্রুত (বেদজ্ঞান) এবং যোনি (ব্রাহ্মণের বীর্য্যে ব্রাহ্মণীর গর্ভে জন্ম) এই তিনটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[পূর্ণ] ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ ; পরন্তু যে ব্রাহ্মণ শমদমাদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও বেদজ্ঞান-রহিত, তিনি 'জাতি-ব্রাহ্মণ'।—এই ব্রাহ্মণ-লক্ষণেও বর্ণব্যবস্থা জন্মসিদ্ধ বলা হইয়াছে। 'সূতসংহিতা'তেও উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বেষাং জন্মনা জাতি র্নান্যথা কর্ম্মকোটিভিঃ।
পশ্বাদীনাং যথা জাতি র্জন্মনৈব ন চান্যথা ॥"

(শিবমাহাত্ম্যখণ্ড, ১৫।৫১)

অর্থাৎ যেরূপ পশু-পক্ষী আদির জাতি জন্মদ্বারাই সিদ্ধ, কর্ম্মের দ্বারা নহে, সেইরূপ মানুষের জাতিও জন্মের দ্বারাই সিদ্ধ, কর্ম্মের দ্বারা নহে অর্থাৎ ভিন্ন বর্ণের কর্ম্ম করিলেই জাতির পরিবর্ত্তন হয় না।

সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতিহাসের ইহাই সিদ্ধান্ত যে জাতি জন্মগত।

কলিযুগে তপস্যা প্রভৃতির হ্রাস হইয়া যাইবে, এই হেতু শাস্ত্রে বীর্য্যের (জন্মের) প্রধানতার উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে—

"কলৌ ব্রাহ্মণতা বীর্য্যাত্তপশ্চর্য্যাদিনা ন হি।
শুদ্ধং ত্বশুদ্ধতামেতি শোধনাচ্ছুধ্যতে পুনঃ॥
যচ্চ স্বভাবতোঽশুদ্ধং তস্য শুদ্ধি র্ন জায়তে।
যথা ভস্মাগ্নিসংযোগাত্তৈজসং শুধ্যতে পুনঃ॥
মূত্রং শুদ্ধিং ন বাপ্নোতি গঙ্গান্তঃপ্লবনাদপি ॥"

(কৌশিক সংহিতা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ কলিযুগে বীর্য্য হইতেই (জন্ম হইতেই, জন্ম দ্বারাই) ব্রাহ্মণতা মান্য। যে ব্যক্তি বীর্য্যদ্বারা (অর্থাৎ জন্ম হইতে) ব্রাহ্মণ নহে, সে এই জন্মেই তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যাহা স্বভাবতঃ (জন্ম হইতে) শুদ্ধ, তাহা যদি কোন কারণে অশুদ্ধ হইয়া পড়ে, শোধন করিলে পর তাহা পুনঃ শুদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু যাহা স্বভাবতঃ (জন্ম হইতে) অশুদ্ধ, কোনও প্রকারে তাহার শুদ্ধি হইতে পারে না। যেমন তৈজস পদার্থ সুবর্ণ, রজত, তাম্র আদি মলের সংযোগে অশুদ্ধ হইলে পর ভস্ম, অগ্নি, জল প্রভৃতির সংসর্গে পুনঃ শুদ্ধি হইয়া যায় পরন্তু স্বভাবতঃ অশুদ্ধ মলমূত্রাদি গঙ্গাজলে [শত বার] ধুইলেও শুদ্ধ হইতে পারে না॥

ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি যে জন্মগত, উহা যে গুণগত নহে, এবং তাহা যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে "শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ" (মীমাংসাদর্শন ১।২।২) এবং "স্ত্র্যপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনম্॥" (ঐ ১।২।১৩) সূত্রদ্বয়ের তন্ত্রবার্ত্তিক দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রকারগণের মতে যোগ্যবৃত্তি গোত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিও প্রত্যক্ষগম্য এবং ইহা জন্মগত। যদি ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিকে জন্মগত বলা না হয়, তাহা হইলে দৃষ্টি-বিরোধ, শাস্ত্রবিরোধ, অন্যোইন্যাশ্রয়, অব্যবস্থা এবং যুগপৎ বৃত্তিদ্বয়-বিরোধ প্রভৃতি বহু দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি জন্মগত ইহা প্রত্যক্ষগম্য বলিয়া তাহার অপলাপ করিলে দৃষ্টিবিরোধ হইয়া থাকে। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[পূর্ণ] ব্রাহ্মণত্বের লক্ষণ ; পরন্তু যে ব্রাহ্মণ শমদমাদি ব্রাহ্মণোচিত গুণ ও বেদজ্ঞান-রহিত, তিনি 'জাতি-ব্রাহ্মণ'।—এই ব্রাহ্মণ-লক্ষণেও বর্ণব্যবস্থা জন্মসিদ্ধ বলা হইয়াছে। 'সূতসংহিতা'তেও উক্ত হইয়াছে—

"সর্ব্বেষাং জন্মনা জাতি র্নান্যথা কর্ম্মকোটিভিঃ।
পশ্বাদীনাং যথা জাতি র্জন্মনৈব ন চান্যথা॥"
(শিবমাহাত্ম্যখণ্ড, ১৫।৫১)

অর্থাৎ যেরূপ পশু-পক্ষী আদির জাতি জন্মদ্বারাই সিদ্ধ, কর্ম্মের দ্বারা নহে, সেইরূপ মানুষের জাতিও জন্মের দ্বারাই সিদ্ধ, কর্ম্মের দ্বারা নহে অর্থাৎ ভিন্ন বর্ণের কর্ম্ম করিলেই জাতির পরিবর্ত্তন হয় না।

সমস্ত শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণেতিহাসের ইহাই সিদ্ধান্ত যে জাতি জন্মগত।

কলিযুগে তপস্যা প্রভৃতির হ্রাস হইয়া যাইবে, এই হেতু শাস্ত্রে বীর্য্যের (জন্মের) প্রধানতার উপর অধিক জোর দেওয়া হইয়াছে—

"কলৌ ব্রাহ্মণতা বীর্য্যাত্তপশ্চর্য্যাদিনা ন হি।
শুদ্ধং ত্বশুদ্ধতামেতি শোধনাচ্ছুধ্যতে পুনঃ॥
যচ্চ স্বভাবতোঽশুদ্ধং তস্য শুদ্ধি র্ন জায়তে।
যথা ভস্মাগ্নিসংযোগাত্তৈজসং শুধ্যতে পুনঃ॥
মূত্রং শুদ্ধিং ন বাপ্নোতি গঙ্গাম্ভঃপ্লবনাদপি॥"
(কৌশিক সংহিতা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ কলিযুগে বীর্য্য হইতেই (জন্ম হইতেই, জন্ম দ্বারাই) ব্রাহ্মণতা মান্য। যে ব্যক্তি বীর্য্যদ্বারা (অর্থাৎ জন্ম হইতে) ব্রাহ্মণ নহে, সে এই জন্মেই তপস্যা প্রভৃতি দ্বারা ব্রাহ্মণ হইতে পারে না। যাহা স্বভাবতঃ (জন্ম হইতে) শুদ্ধ, তাহা যদি কোন কারণে অশুদ্ধ হইয়া পড়ে, শোধন করিলে পর তাহা পুনঃ শুদ্ধ হইয়া থাকে। পরন্তু যাহা স্বভাবতঃ (জন্ম হইতে) অশুদ্ধ, কোনও প্রকারে তাহার শুদ্ধি হইতে পারে না। যেমন তৈজস পদার্থ সুবর্ণ, রজত, তাম্র আদি মলের সংযোগে অশুদ্ধ হইলে পর ভস্ম, অগ্নি, জল প্রভৃতির সংসর্গে পুনঃ শুদ্ধি হইয়া যায় পরন্তু স্বভাবতঃ অশুদ্ধ মলমূত্রাদি গঙ্গাজলে [শত বার] ধুইলেও শুদ্ধ হইতে পারে না॥

ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি যে জন্মগত, উহা যে গুণগত নহে, এবং তাহা যে প্রত্যক্ষসিদ্ধ, ইহা জানিতে হইলে "শাস্ত্রদৃষ্টবিরোধাচ্চ" (মীমাংসাদর্শন ১।২।২) এবং "স্ত্র্যাপরাধাৎ কর্ত্তুশ্চ পুত্রদর্শনম্॥" (ঐ ১।২।১৩) সূত্রদ্বয়ের তন্ত্রবার্ত্তিক দ্রষ্টব্য।

শাস্ত্রকারগণের মতে যোগ্যবৃত্তি গোত্ব প্রভৃতি জাতির ন্যায় ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিও প্রত্যক্ষগম্য এবং ইহা জন্মগত। যদি ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিকে জন্মগত বলা না হয়, তাহা হইলে দৃষ্টি-বিরোধ, শাস্ত্রবিরোধ, অন্যোহন্যাশ্রয়, অব্যবস্থা এবং যুগপৎ বৃত্তিদ্বয়-বিরোধ প্রভৃতি বহু দোষ উপস্থিত হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণত্বাদি জাতি জন্মগত ইহা প্রত্যক্ষগম্য বলিয়া তাহার অপলাপ করিলে দৃষ্টিবিরোধ হইয়া থাকে। "অষ্টবর্ষং ব্রাহ্মণ-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুপনয়ীত” অর্থাৎ আট বৎসর বয়স্ক ব্রাহ্মণকে উপনীত (উপনয়ন সংস্কারযুক্ত) করিবে’—এই শাস্ত্রবাক্যে যে অনুপনীত ব্রাহ্মণ-পুত্রকে ব্রাহ্মণ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে, জাতি জন্মগত না হইলে তাহা হয় না, কারণ আট বৎসর বয়সের বালকের মধ্যে সাধারণতঃ ব্রাহ্মণোচিত কোন গুণেরই অভিব্যক্তি হয় না। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যের সম্বন্ধেও ঐভাবে উপনয়নের বয়স নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া আছে। যদি জাতিকে জন্মগত বলা না হয়, তাহা হইলে ঐ শাস্ত্র-বচনের সহিত বিরোধ হয়। আবার ব্রাহ্মণত্বাদি জাতিকে আচার জন্য বলিলে ‘অন্যোন্যাশ্রয়’ নামক দোষ হয়। যেহেতু যে স্থলে চারিবর্ণের আচারের বিষয় উপদিষ্ট হইয়াছে, তথায় ব্রাহ্মণত্বাদি জাতির পরিচয় দেওয়া শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আচারের বিধান করাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য। সুতরাং—‘যে ব্যক্তি এতাদৃশ আচারসম্পন্ন, সে ব্রাহ্মণ’, ইহা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে ; কিন্তু ‘যে ব্রাহ্মণ তাহার পক্ষে এই আচার অনুষ্ঠেয়’—ইহাই শাস্ত্রের প্রতিপাদ্য। ধর্ম্ম প্রতিপাদন করাই শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং তাদৃশ আচার থাকিলে ব্রাহ্মণ হইবে, আবার ব্রাহ্মণত্ব পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ হইলে তবেই তাদৃশ আচার অনুষ্ঠেয় হইবে ; এই প্রকারে ব্রাহ্মণত্ব ও আচার উভয়ের উৎপত্তি পরস্পর-সাপেক্ষ হইতেছে বলিয়া, ‘অন্যোন্যা-শ্রয়’ দোষ উপস্থিত হয়। কারণ, ব্রাহ্মণত্ব প্রভৃতি যদি পূর্ব্ব হইতে সিদ্ধ না থাকে, তাহা হইলে তাহার উদ্দেশ্যে কোনও আচারের বিধান হইতে পারে না। জাতিকে জন্মগত না বলিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচারজন্য বলিলে 'অব্যবস্থা'ও হয়; কারণ, একই ব্যক্তি কখনও সদাচার করে, এবং কখনও কদাচার করিয়া থাকে বলিয়া সে সদাচারের সময় ব্রাহ্মণ থাকে, আবার পরক্ষণে কদাচারকালে শূদ্র হইয়া পড়ে। এই প্রকারে একই ব্যক্তিতে ব্রাহ্মণত্বাদি কখনও ব্যবস্থিত থাকিতে পারে না—মুহুর্মুহু তাহার জাতি-পরিবর্ত্তন হয়। আর সে ব্রাহ্মণ কি ব্রাহ্মণেতর তাহার পাতি দিবার লোক মেলা দুর্ঘট হইয়া পড়ে। ফলে শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধগুলির অনুষ্ঠানের লোপ হইয়া যায়।

ব্রাহ্মণ অথবা বৈশ্য রাজা হইলে পরও রাজসূয় যজ্ঞ করিতে পারেন কিনা, এই বিষয়ে সংশয় উপস্থিত হইলে, রাজসূয় যজ্ঞ-বিধায়ক শ্রুতিবাক্য পর্য্যালোচনা আবশ্যক হইয়া থাকে। "রাজা রাজসূয়েন যজেত"—ইহা রাজসূয়-যজ্ঞবিষয়ক শ্রুতি-বাক্য। এই বাক্যে 'রাজা' এই পদ অধিকারীর বিশেষণ। 'রাজা'-শব্দদ্বারা 'ক্ষত্রিয়'ই বোধগম্য হইয়া থাকে। 'রাজা'-শব্দ ক্ষত্রিয়-পরকই,—ব্রাহ্মণ, বৈশ্য অথবা অন্য কোন জাতি-পরক নহে। এই বিষয়ে মীমাংসাদর্শনের 'অবেষ্টি প্রকরণে' বিচার করা হইয়াছে। মীমাংসাদর্শন, দ্বিতীয় অধ্যায়, তৃতীয় পাদ, দ্বিতীয় অধিকরণের তৃতীয় সূক্তে যে বিচার দেখা যায়, তাহার রাজসূয় যজ্ঞ-প্রকরণে উপদিষ্ট 'অবেষ্টি' নামক যজ্ঞে ক্ষত্রিয়ের সমান ব্রাহ্মণ এবং বৈশ্যেরও অধিকার আছে কিনা, এই সংশয়ের মীমাংসায় সিদ্ধান্তরূপে বলা হইয়াছে যে, ক্ষত্রিয়ত্ব-জাতিই রাজা-শব্দের প্রবৃত্তির হেতু হওয়াতে, "রাজা রাজসূয়েন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যজেত” এই শ্রুতিবাক্যদ্বারা বিহিত রাজসূয় যজ্ঞে ক্ষত্রিয়পদ-বোধিত ক্ষত্রিয়জাতি ভিন্ন ব্রাহ্মণ অথবা বৈশ্যের অধিকার নাই। সুতরাং উক্ত শ্রুতি হইতে “রাজকর্ত্তৃকেন রাজসূয়েন যজেত” অর্থাৎ ক্ষত্রিয়কর্ত্তৃক (ক্ষত্রিয়ই যাহার কর্ত্তা বা অধিকারী) রাজসূয় যজ্ঞে স্বরাজ্যকামী ব্যক্তির (ক্ষত্রিয়ের) অধিকার, এইরূপ অর্থ ই উপলব্ধ হইয়া থাকে। অতএব, এইস্থলে ইহাই সিদ্ধান্ত হইতেছে যে, রাজ্য থাকিলেই রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করা যাইতে পারে এরূপ নহে, কিন্তু রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা ব্যক্তি ক্ষত্রিয় হওয়া চাই, উহার ক্ষত্রিয়জাতিসম্ভূতত্ব আবশ্যক। এইভাবে “ব্রাহ্মণোঽস্য মুখমাসীৎ” (ঋগ্বেদ সংহিতা, ৮।১০।৯০; শুক্ল যজুঃ, ৩১।১১) অর্থাৎ বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হইলেন—‘ব্রাহ্মণজাতি’-বিষয়ক এই শ্রুতিবাক্যে “মুখম্” এই বিশেষণাংশ থাকাতে এবং ‘মুখ’ই উপদেশ ও মন্ত্রদানের প্রত্যক্ষ দ্বার হওয়াতে অর্থাৎ ‘মুখ’-দ্বারাই উপদেশ ও মন্ত্রদান করা হয় বলিয়া, ইহার দ্বারা এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে যে, যে ব্যক্তি শাস্ত্রোপদেশ এবং মন্ত্রদান করিবেন, তাঁহার ‘মুখজ’ হওয়া অর্থাৎ ‘জাতিব্রাহ্মণ’ হওয়া অর্থাৎ ব্রাহ্মণকুলে জন্ম হওয়া আবশ্যক ;—কেবলমাত্র লৌকিক সামর্থ্য থাকিলেই অর্থাৎ এম-এ, পি-এচ্-ডি, পি-আর-এস, ডি-লিট্, পঞ্চ বা সপ্ততীর্থ, ষড়্‌দর্শনাচার্য্য, মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতি উপাধি-ভূষিত হইলেই অর্থাৎ শাস্ত্র পড়িবার ও পড়িয়া শুনাইবার ক্ষমতা থাকিলেই শাস্ত্রীয় আচার্য্যত্বে (যথাবিধি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রাধ্যাপনে) এবং শাস্ত্রীয় গুরুত্বে (মন্ত্রদানে—দীক্ষাপ্রদানে) শাস্ত্রীয় অধিকারলাভ হয় না। শাস্ত্রাধ্যাপন ও দীক্ষাদান শাস্ত্রীয় অর্থাৎ ধার্ম্মিক ব্যাপার, এই বিষয়ে শাস্ত্রীয় অধিকার-লাভ অত্যাবশ্যক, কেবলমাত্র পাণ্ডিত্য এই বিষয়ে অধিকার-কারণ নহে।

'বেদমন্ত্রে' ব্রাহ্মণাদি চারিবর্ণের উদ্ভব বিরাট্‌পুরুষের মুখাদি অবয়বচতুষ্টয় হইতে বর্ণিত হইয়াছে—"ব্রাহ্মণোঽস্য মুখ-মাসীদ্বাহূ রাজন্যঃ কৃতঃ। ঊরূ তদস্য যদ্বৈশ্যঃ, পদ্ভ্যাং শূদ্রো অজায়ত॥" (ঋগ্বেদ সংহিতা, ৮।১০।৯০ ; শুক্লযজুঃ ৩১।১১)। এই চারি বর্ণের নিমিত্ত-কারণ একই ঈশ্বর ; পরন্তু উপাদান-কারণ গুণভেদে সকলের ভিন্ন ভিন্ন। এই হেতুই চারি বর্ণে ভেদ বিদ্যমান। এই ভেদ প্রকৃতিগত ; অতএব যতদিন সৃষ্টি থাকিবে, ততদিন এই ভেদ থাকাও অনিবার্য্য।

'শতপথে' ব্রাহ্মণকে 'মুখ্য' বলা হইয়াছে—"তস্মাৎতে মুখ্যাঃ। মুখতো হ্যসৃজ্যন্ত" (তৈত্তিরীয় সংহিতা—২।৬।৩)। বিরাট্ পুরুষের মুখ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণকে 'মুখ্য' বলা হইয়াছে। "শরীরাবয়বাদ্যৎ"—এই পাণিনীয় সূত্র হইতে 'মুখ্য'-পদ সাধিত হয়—'মুখে ভবো মুখ্যঃ'। ভগবান্ মনুও "মুখ-বাহূরূপজ্জানাম্" বলিয়া ব্রাহ্মণকে 'মুখজ' বলিয়াছেন,[ক্ষত্রিয়কে 'বাহুজ', 'বৈশ্যকে 'ঊরূজ' এবং শূদ্রকে 'পদজ' বলিয়াছেন]।

আবার, ব্রাহ্মণ অগ্নিপ্রধান অগ্নিসম্বন্ধযুক্ত—"আগ্নেয়ো বৈ ব্রাহ্মণঃ" (২।৬।৩) ইতি তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ, "অগ্নির্বৈ ব্রাহ্মণঃ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তৈঃ সং—৫।২।৮) [ক্ষত্রিয় বায়ুপ্রধান, বৈশ্য জলপ্রধান, শূদ্র পৃথ্বীপ্রধান]। "মুখাদগ্নিরজায়ত" এই বেদবাক্যও অগ্নিকে 'মুখজ' বলিতেছেন। ব্রাহ্মণও মুখ হইতে জাত। এই কারণে অগ্নিতে ও ব্রাহ্মণে সমানগুণতা, যেহেতু উভয়ের জাতি অর্থাৎ জন্ম সদৃশ অর্থাৎ একস্থানসম্ভূত। শ্রুতি বলেন—"অগ্নির্বাগ্ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ। অতস্তেজোময়ী বাক্। (ঐঃ আঃ—২।৪।২।৪) অর্থাৎ অগ্নি বাণীর স্বরূপ ধারণ করিয়া মুখে প্রবিষ্ট হইয়াছেন; অতএব বাণী তেজঃস্বরূপ। সুতরাং 'মুখজ' না হইলে মুখের কাজ—বাণীর কাজ—বাক্যের কাজ (শাস্ত্রোপদেশ ও মন্ত্রদান) করিবার শাস্ত্রীয় অধিকার কোথা হইতে কিরূপে প্রাপ্ত হওয়া যাইবে? আর মুখ্যই ত গৌণকে উপদেশ করিবেন, গৌণ মুখ্যকে কোন্ অধিকারে উপদেশ করিবে? তবে, গলার জোরের অথবা দলের জোরের কথা স্বতন্ত্র।

দ্বিতীয়তঃ—যেহেতু সেই সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম (বিরাট্ পুরুষ প্রজাপতি ব্রহ্মা) দেবতাদিগের মধ্যে অগ্নিরূপ-ব্রাহ্মণজাতিরূপে 'অবিকৃতভাবে' সাক্ষাৎসম্বন্ধে উৎপন্ন হইয়া শাস্ত্রীয় কর্ম্মের অধিকরণ হইয়াছিলেন এবং মনুষ্যের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতিরূপে শাস্ত্রীয় কর্ম্মের কর্ত্তারূপে 'অবিকৃতভাবে' সাক্ষাৎসম্বন্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, ক্ষত্রিয়াদি জাতিমধ্যে সাক্ষাৎসম্বন্ধে উৎপন্ন হন নাই পরন্তু অন্যবিকার প্রাপ্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন অর্থাৎ মনুষ্যক্ষত্রিয় ইন্দ্রাদিক্ষত্রিয়দেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, মনুষ্য-বৈশ্য বসুআদিবৈশ্যদেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত, এবং মনুষ্যশূদ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূষানামকশূদ্রদেবতাকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়া উৎপন্ন হইয়াছিল অর্থাৎ যেহেতু স্রষ্টা ব্রহ্ম ক্ষত্রিয়াদিতে বিকারাপন্ন এবং ব্রাহ্মণ জাতিতে অবিকৃত, সেই হেতু—অবিকৃত আত্মতত্ত্বের উপদেশ-দানে এবং মন্ত্রপ্রদানে (দীক্ষাদানে) অবিকৃত স্রষ্টা ব্রহ্মরূপী ভূদেবতা ব্রাহ্মণজাতিই শাস্ত্রে অধিকৃত রহিয়াছেন। অগ্নির ন্যায় ব্রাহ্মণজাতিও প্রজাপতির মুখ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, এজন্য অগ্নি ও ব্রাহ্মণ উভয়েই এককারণ হইতে সমুদ্‌ভূত বলিয়া জ্যেষ্ঠকর্ত্তৃক অনুগৃহীত কনিষ্ঠের ন্যায় অগ্নিকর্ত্তৃক ব্রাহ্মণ অনু-গৃহীত হন। আর এই কারণেই শ্রুতি ও স্মৃতিতে ব্রাহ্মণজাতি অগ্নির উপাসক ও মুখবীর্য্যসম্পন্ন (অর্থাৎ মুখদ্বারা শাপস্বরূপ নিগ্রহক্ষম এবং বরদান ও মন্ত্রদানস্বরূপ অনুগ্রহক্ষম) বলিয়া প্রসিদ্ধ—"তদেতদ্‌ব্রহ্ম অগ্নিনৈব দেবেষু ব্রহ্মাভবদ্ ব্রাহ্মণো মনুষ্যেষু, ক্ষত্রিয়েন ক্ষত্রিয়ো, বৈশ্যেন বৈশ্যঃ, শূদ্রেণ শূদ্র-স্তস্মা-দগ্নাবেব দেবেষু লোকমিচ্ছন্তি, ব্রাহ্মণে মনুষ্যেষ্বেতাভ্যাং হি রূপাভ্যাং ব্রহ্মাভবৎ।" (বৃহদারণ্যক উপনিষৎ ১।৪।১৫) ইহার 'শাঙ্করভাষ্যে' বলা হইয়াছে—"যত্তৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্ম তদগ্নিনৈব নান্যেন রূপেণ দেবেষু ব্রহ্ম ব্রাহ্মণজাতিরভবৎ। ব্রাহ্মণো ব্রাহ্মণরূপেণ মনুষ্যেষু ব্রহ্ম অভবৎ, ইতরেষু বর্ণেষু বিকারান্তরং প্রাপ্য, ক্ষত্রিয়েন ক্ষত্রিয়ঃ অভবৎ ইন্দ্রাদিদেবতাধিষ্ঠিতঃ, বৈশ্যেন বৈশ্যঃ, শূদ্রেণ শূদ্রঃ। যস্মাৎ ক্ষত্রাদিষু বিকারাপন্নম্, অগ্নৌ ব্রাহ্মণে এব চ অবিকৃতং স্রষ্টৃ ব্রহ্ম, তস্মাৎ অগ্নৌ এব দেবেষু দেবানাং মধ্যে লোকং কর্মফলম্ ইচ্ছন্তি অগ্নিসংবদ্ধং কর্ম কৃত্বা ইত্যর্থঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

...তস্মাৎ ব্রাহ্মণত্বে এব মনুষ্যেষু লোকং কর্ম্মফলম্ ইচ্ছন্তি। যস্মাৎ এতাভ্যাং হি ব্রাহ্মণাগ্নিরূপাভ্যাং কর্ম্মকর্ত্র্যধিকরণরূপাভ্যাং যৎ স্রষ্টৃ ব্রহ্ম সাক্ষাৎ অভবৎ॥" "তস্মাৎ ব্রাহ্মণঃ অগ্নিদেবত্যঃ মুখবীর্য্যশ্চ ইতি শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধম্।" (১।৪।৬ বৃহদারণ্যক উপনিষৎ শাঙ্করভাষ্য)।

কেবল লৌকিক সামর্থ্য থাকিলেই অর্থাৎ লৌকিক গুণ ও লৌকিক বিদ্যা-ভূষিত হইলেই (অর্থাৎ এম-এ, পি-এইচ্-ডি, পি-আর-এস, ডি-লিট্, সপ্ততীর্থ, ষড়্দর্শনাচার্য্য, শাস্ত্রী বা আচার্য্য কিম্বা মহামহোপাধ্যায় উপাধিযুক্ত হইলেই অথবা উত্তম বক্তা বা লেখক অথবা প্রসিদ্ধ দাতা আদি হইলেই) শাস্ত্রীয় কর্ম্মে অধিকার লাভ হয় না। শাস্ত্রীয় বিষয়ে (অর্থাৎ শাস্ত্রাধ্যাপনে, শাস্ত্রোক্ত দানগ্রহণে, অপরের নিমিত্ত যজ্ঞাদি-করণে এবং মন্ত্রদানাদিকার্য্যে) শাস্ত্রীয়সামর্থ্যের (শাস্ত্রোক্ত অধিকারলাভের) অপেক্ষা আছে অর্থাৎ শাস্ত্রীয় বিষয়ের অধিকার শাস্ত্রীয় সামর্থ্যের উপর নির্ভর করে—"সামর্থ্যমপি ন লৌকিকং কেবলম্ অধিকারকারণং ভবতি, শাস্ত্রীয়ে অর্থে শাস্ত্রীয়স্য সামর্থ্যস্য অপেক্ষিতত্বাৎ।" (ব্রহ্মসূত্রের ১।৩।৮।৩৪ সূত্রের শাঙ্করভাষ্য)। সনাতনশাস্ত্রসমূহে কুত্রাপি অব্রাহ্মণকে (অর্থাৎ জন্মতঃ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতির কোনও ব্যক্তিকে) মন্ত্রদানের অধিকার দেওয়া হয় নাই।

যেমন নিজ অপেক্ষা উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে দীক্ষাদানকারী ব্রাহ্মণেতর মনুষ্য নরকগামী হইয়া থাকে, তেমনি নিজ অপেক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকৃষ্ট বর্ণের নিকট দীক্ষাগ্রহণকারী ব্রাহ্মণও কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকে পতিত হয়। সাঙ্খ্যায়ন মহর্ষি বলিয়াছেন—"তে শিষ্যা নিখিলা জগ্মুর্হীনগুরুধারণাৎ। ক্রমশো নরকান্ বৈশ্য কুম্ভীপাকমুখান্ বহূন্॥" অর্থাৎ হে বৈশ্য! তোমার সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ-শিষ্যও হীনবর্ণের গুরু ধারণ করার দরুণ কুম্ভীপাক প্রভৃতি নরকে পতিত হইয়াছিল। তুমিও নরকভোগের পর এই দুর্দ্দশা প্রাপ্ত হইয়াছ। এই কারণেই 'নারদপঞ্চরাত্রে' কথিত হইয়াছে—

"বর্ণোত্তমেঽথবা গুরৌ সতি বা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথবাঽন্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাদ্ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্।
তস্যেহামুত্র নাশঃ স্যাৎ তস্মাৎ শাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥
ক্ষত্র-বিট্-শূদ্র-জাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥"

অর্থাৎ স্বদেশে কিম্বা বিদেশে ব্রাহ্মণবর্ণীয় গুরু বিদ্যমান থাকিলে অথবা বিদ্যমান আছেন শুনিলে পর আত্মকল্যাণকামী শ্রেষ্ঠ-বর্ণের ব্যক্তির পক্ষে নীচবর্ণের ব্যক্তির নিকট দীক্ষাগ্রহণ কর্ত্তব্য নহে। প্রতিলোমক্রমে দীক্ষাদান করিলে অথবা দীক্ষাগ্রহণ করিলে উভয়ের ইহলোক ও পরলোকে সর্ব্বনাশ হয়। অতএব, শাস্ত্রোক্ত বিধি অবশ্য পালন করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র জাতীয় ব্যক্তির প্রতিলোমক্রমে দীক্ষাদান কর্ত্তব্য নহে অর্থাৎ নীচবর্ণের ব্যক্তির পক্ষে উচ্চবর্ণের ব্যক্তিকে দীক্ষাদান উচিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে। যেহেতু এইরূপ নিষিদ্ধ কার্য্য এই প্রকার মনোমুখী গুরু ও শিষ্য উভয়পক্ষে ইহলোকে ও পরলোকে হানিকর।

যে গুরু, শ্রেষ্ঠ বর্ণের জন্য নির্দ্দিষ্ট মন্ত্র হীনজাতীয় ব্যক্তিকে দান করে, সেই নিন্দনীয় নীচ গুরু সেই শিষ্যের সহিত অধোগতি প্রাপ্ত হয়। কে কোন্ মন্ত্রের অধিকারী, ইহার ধ্যান রাখা পরমাবশ্যক। মন্ত্রপ্রদাতা গুরু এবং মন্ত্রগ্রহীতা শিষ্য উভয়েরই অধিকার শাস্ত্রে নিয়মিত রহিয়াছে। সকলেই সকল মন্ত্রের অধিকারী নহে। বৈদিক, তান্ত্রিক, মিশ্র এবং লৌকিক মন্ত্র অধিকারভেদে শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। দ্বিজবর্ণের উপনীত পুরুষ-গণের জন্য বৈদিক মন্ত্র; শূদ্র ও অনুলোম সঙ্করজাতিদিগের জন্য তান্ত্রিক অথবা পৌরাণিক মন্ত্র; এবং সর্ব্বপ্রকার প্রতিলোম সঙ্করজাতির জন্য লৌকিক মন্ত্র বিহিত। এই সম্বন্ধে 'ভারদ্বাজ সংহিতা' প্রথম অধ্যায়ে উক্ত হইয়াছে—

"দ্বিজানামুপবীতানাং মন্ত্রাঃ স্যুর্বৈদিকাঃ পরম্।
শূদ্রানুলোমজাতিনাং, মন্ত্রাঃ স্যুস্তান্ত্রিকাঃ পরম্॥
ভাষাখ্যা লৌকিকা মন্ত্রাঃ প্রপত্ত্যর্থবিভাবনাঃ।
সর্ব্বেভ্যঃ প্রতিলোমেভ্যো দেয়াঃ কামা দ্বিজাতিভিঃ॥
মন্ত্রং নিয়তমন্ত্রাণাং যো হীনায় প্রযচ্ছতি।
স বৈ হীনগুরুর্নিন্দ্য স্তেন সার্দ্ধং পতত্যধঃ॥"

(৫৩, ৫৪, ৫৫)

যে কোন অধিকারী পুরুষ শ্রদ্ধাভক্তিসহ নিজ অধিকার-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুসারে 'অধিকারী' গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণপূর্ব্বক উপাসনা করিলে শাস্ত্রোক্ত সম্পূর্ণ ফললাভে ধন্য হইতে পারেন ॥ অধিকারে ভেদ থাকিলেও অধিকার-অনুসারে অনুষ্ঠান করিলে পর চিত্তশুদ্ধিরূপ ফলে কোন ভেদ থাকে না। ইহাই সনাতন বৈদিক হিন্দুধর্ম্মের পরম উদার বিশিষ্টতা।

সনাতন বৈদিক হিন্দুধর্ম্মানুসারে 'জন্মতঃ' ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কেহই মন্ত্রদাতা গুরু অথবা ধর্ম্মকর্ম্ম-কর্ত্তা পুরোহিত হইতে পারেন না, এবং সন্ন্যাসাশ্রম-প্রবেশের ও সন্ন্যাসবেষ ধারণ করিবার অধিকারও 'জন্মতঃ' ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর কাহারও নাই। হাঁ, যাহাতে বেষ-পরিবর্ত্তনের প্রয়োজন পড়ে না, কেবলমাত্র মন ও ব্যবহার পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা হয়, সেই ত্যাগ-সন্ন্যাসে—মানসসন্ন্যাসে—অলিঙ্গ সন্ন্যাসে—গুপ্ত সন্ন্যাসে, তীব্রবৈরাগ্য উদয় হইলে, জাতিবর্ণ-নির্ব্বিবশেষে স্ত্রী বা পুরুষ সকলেরই অধিকার আছে।

কলিকালে দুষ্ট শূদ্রেরা যে সমস্ত শাস্ত্রবিরুদ্ধ দুষ্কর্ম্ম করিয়া নিজেদের ও অপরদের নরক-গমনের কারণ হইবে, তাহার বর্ণন-প্রসঙ্গে আস্তিক মনুষ্যদিগকে সাবধান করিয়া 'নারদ-মহাপুরাণ' বলিতেছেন—

> "ধর্ম্মান্ গৃহ্নন্তি পাখণ্ডা দ্বিজলিঙ্গধরাধমাঃ।
> কাষায়পরিবৃতাশ্চ জটিলা ভস্মধূলিতাঃ॥
> ন হি দ্বিজাতিশুশ্রূষাং কুর্ব্বন্তি চরণোদ্ভবাঃ।
> শূদ্রা ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যন্তি কূটযুক্তিপরায়ণাঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবিষ্যন্তি দুরাত্মনঃ শূদ্রাঃ প্রব্রজিতাস্তথা।
শূদ্রা ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যন্তি আরুহ্যোত্তমমাসনম্॥"
(নারদমহাপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৪১।৫৩--৫৫)

অর্থাৎ [কলিযুগে] অধম শূদ্রেরা পাষণ্ডচিহ্ন ধারণ করিয়া দ্বিজদিগের ধর্ম্ম আচরণ করিবে। গেরুয়া কাপড় পরিয়া, জটা রাখিয়া এবং দেহে ভস্ম মাখিয়া শূদ্রেরা কূটযুক্তি (অর্থাৎ শ্রুতিমধুর মিথ্যাযুক্তি) দেখাইয়া ধর্ম্ম-প্রচার করিবে। তাহারা দ্বিজদিগের সেবা করিবে না। দুরাত্মা (দূষিতান্তঃকরণ) শূদ্রগণ সন্ন্যাসী সাজিবে। তাহারা উচ্চাসনে বসিয়া দ্বিজদিগকে ধর্ম্মের উপদেশ করিবে॥

'বিষ্ণুমহাপুরাণে'ও কথিত হইয়াছে—

ভৈক্ষব্রতপরাঃ শূদ্রাঃ প্রব্রজ্যালিঙ্গিনোঽধমাঃ।
পাষণ্ডসংশ্রয়াং বৃত্তিমাশ্রয়িষ্যন্তি সৎকৃতাঃ॥"
(ষষ্ঠ অংশ ১।৩৭)

অর্থাৎ [কলিযুগ আসিলে পর] অধম শূদ্রগণ সন্ন্যাস আশ্রমের চিহ্ন ধারণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তিতে তৎপর থাকিবে এবং সাধারণ লোকের দ্বারা সম্মানিত হইয়া পাষণ্ড-বৃত্তি অবলম্বন করিবে॥

অতএব নিজের পরকাল রক্ষা করিবার জন্য সাবধান হওয়া বিশেষ দরকার। যাহারা ব্রাহ্মণেতর কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াও সন্ন্যাসবেষ ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগ হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিয়া নিজ নিজ বর্ণ ও আশ্রমোচিত কর্ম্মে (ধর্ম্মে) নিষ্ঠিত থাকা আস্তিক সনাতনধর্ম্মীমাত্রেরই অবশ্য কর্ত্তব্য। শাস্ত্রে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহুজ (অর্থাৎ ক্ষত্রিয়) ও উরুজের (অর্থাৎ বৈশ্যের) সন্ন্যাসাশ্রম-গ্রহণের উপদেশ কুত্রাপি নাই, দৃষ্টান্তও কুত্রাপি নাই, [শূদ্র, ম্লেচ্ছ, যবনাদির ত বহু দূরের কথা]; স্বয়ম্ভু ব্রহ্মা নিজের মুখ হইতে উৎপন্ন ব্রাহ্মণজাতির জন্যই (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-কুলোৎপন্ন বৈরাগ্য ও ভক্তিযুক্ত নীরোগদেহী সদাচারী পূর্ণাঙ্গ-শরীর সুন্দরদর্শন পুরুষের পক্ষেই) সন্ন্যাসাশ্রম-প্রবেশের আদেশ করিয়াছেন —

"গতিস্তুর্য্যাশ্রমে নাস্তি বাহুজোরুজয়োঃ ক্বচিৎ।
তুর্য্যাশ্রয়ে গতিঃ প্রোক্তা মুখজানাং স্বয়ম্ভুবা ॥"

(দত্তাত্রেয়ঃ)

"মুখজানাময়ং ধর্ম্মঃ সন্ন্যাসলিঙ্গ-ধারণম্।
বাহুজাতোরুজাতানাং নায়ং ধর্ম্মো বিধীয়তে ॥"

(বিষ্ণুঃ)

"চীর্ণবেদব্রতো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণো মোক্ষমাশ্রয়েৎ।"

(যমঃ)

"আত্মন্যগ্নীন্ সমারোপ্য ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেদ্ গৃহাৎ।"

(মনুঃ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"কাষায়ং ব্রাহ্মণস্যোক্তং নান্যবর্ণস্য কস্যচিৎ।
মোক্ষাশ্রমে সদা প্রোক্তং ধাতুরক্তং তু যোগিনাম্ ॥"

(অত্রিঃ)

পরন্তু—

"আরূঢ়পতিতাপত্যং কুনখী শ্যাবদন্তকঃ।
ক্ষয়ক্ষীণোঽঙ্গবিকলো ন তু সন্ন্যাসমর্হতি ॥"

(দক্ষঃ)

* ইতি 'দীক্ষা-তত্ত্ববিচার' সমাপ্ত *

* ওঁ তৎ সৎ *

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

(ক)

ধর্ম্মতত্ত্ব-নিরূপণের উপায়

বেদে বিধি আছে "অগ্নিহোত্রং জুহুয়াৎ"। কিন্তু এই বিধির অধিকারী কে তাহার উল্লেখ নাই। সুতরাং ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সকলেই অগ্নিহোত্র করিতে পারে। আবার অনুষ্ঠানবিধির দ্বারা তদ্বিষয়ক জ্ঞানও অর্থতঃ প্রাপ্ত হয়, কারণ, অনুষ্ঠেয় বিষয়-সম্বন্ধে জ্ঞান না থাকিলে তাহার অনুষ্ঠান করা অসম্ভব। আবার তদ্বিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে বেদাধ্যয়নও আবশ্যক হইয়া পড়ে। এইরূপে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় শূদ্রও বেদাধ্যয়ন করিয়া যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান করিতে পারে। কারণ, স্বর্গার্থে অগ্নিহোত্র-হোম প্রভৃতি যজ্ঞ বিহিত হইয়াছে বলিয়া এবং তাহার অধিকারী নির্দ্দিষ্ট নাই বলিয়া, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের ন্যায় শূদ্রেরও স্বর্গকামনা হইতে পারে এবং তজ্জন্য শূদ্রও অগ্নিহোত্র-হোম প্রভৃতি যজ্ঞ কর্ম্ম করিতে পারে। আর তজ্জন্য তাহাকে বেদাধ্যয়নও করিতে হয়। অথচ মীমাংসা-দর্শন ষষ্ঠ অধ্যায় প্রথম পাদ সপ্তম অধিকরণে উপপাদন করা হইয়াছে যে, "অসম্বন্ধঃ ক্রতুষু" (৬।১।২৬) অর্থাৎ 'শূদ্র যজ্ঞে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকারী নহে'; সে অধিকরণের নাম 'অপশূদ্রাধিকরণ'। এই যে অধিকারি-নিয়ম অর্থাৎ যজ্ঞাদিতে শূদ্রের অধিকার-নিষেধ, ইহা তবেই সিদ্ধ হয় যদি অধ্যয়ন-বিধির অধিকারী নিয়মিত করা হয়। এই অধিকারিনিয়ম "স্বধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" এই অধ্যয়ন-বিধি দ্বারা ব্যবস্থাপিত হইয়াছে।

শ্রুতিমধ্যে "স্বধ্যায়োঽধ্যেতব্যঃ" (তৈত্তিরীয় আরণ্যক—২।১৫।১) এইরূপ একটি বিধি আছে। ইহার অর্থ—স্বাধ্যায় অধ্যয়ন কর্ত্তব্য। স্বাধ্যায় অর্থ বেদ বা বেদত্রয়ের অন্তর্গত স্ব স্ব সম্প্রদায়ানুসৃত একটি শাখা। এই বিধি দ্বারা যে বেদাধ্যয়নরূপ কর্ম্ম বিহিত হইয়াছে তাহার কোনও অধিকারী বা কর্ত্তার উল্লেখ নাই। আবার স্থানান্তরে "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনীয়, গ্রীষ্মে রাজন্যং, শরদি বৈশ্যম্" (তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ—১।১।১) অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণের উপনয়ন দিবে বসন্তকালে, ক্ষত্রিয়ের গ্রীষ্ম-কালে এবং বৈশ্যের শরৎকালে',—এই যে বিধি ইহার দ্বারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকের উপনয়নরূপসংস্কার কথিত হইয়াছে। এই যে সংস্কার, ইহা গুণ-কর্ম্ম বলিয়া ইহাকে অবশ্যই কোনও প্রধান কর্ম্মের অঙ্গ বলিতে হইবে। অথচ এস্থলে কোনও প্রধান কর্ম্মের নির্দ্দেশ নাই। পূর্ব্বে দেখা গেল, স্বাধ্যায়রূপ প্রধান বিধির কর্ত্তা নাই বলিয়া তাহা কর্ত্তৃসাপেক্ষ অর্থাৎ কর্ত্তার অপেক্ষা করিতেছে। আবার পরে দেখা যাইতেছে যে, "বসন্তে ব্রাহ্মণমুপনয়ীত" ইত্যাদি বিধিবিহিত সংস্কারকর্ম্মতাযুক্ত ব্রাহ্মণাদি ত্রৈবর্ণিক 'আমাদের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপনীত হইয়া কি করিতে হইবে' এইরূপে কর্ম্মের অপেক্ষা করিয়া রহিয়াছে। সুতরাং এই বিধিটি কর্ম্মসাপেক্ষ। এইরূপে "গুণকর্ম্ম" এবং "প্রধানকর্ম্ম" উভয়ের পরস্পারের প্রতি অপেক্ষা থাকায় এবং গুণকর্ম্মসংস্কৃত ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়েরও প্রধানকর্ম্ম যে অধ্যয়ন, তাহা সম্পাদন করিবার যোগ্যতা থাকায়, এবং উক্ত বিধিদ্বয় পরস্পর অন্বিত হইবারও যোগ্য হওয়ায়, ইহাই নিরূপিত হয় যে, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্য এই ত্রৈবর্ণিকেরই বেদাধ্যয়ন কর্ত্তব্য, কেন না, তাহাদেরই উপনয়ন হইয়াছে। আর এইরূপ হইলে উপনয়নরূপ 'সংস্কারকর্ম্ম' অধ্যয়নের অঙ্গ হইয়া থাকে, এবং অধ্যয়নের যোগ্যতা সম্পাদন করাই তাহার প্রয়োজন হইয়া পড়ে; যেহেতু তাহা অধ্যয়নের কর্ত্তা যে মাণবক তাহার সংস্কার সাধন করিতেছে। যেমন "ব্রীহীন্ প্রোক্ষতি" বলিলে 'প্রোক্ষণ' রূপ 'সংস্কারকর্ম্ম' প্রধান কর্ম্মেরই অঙ্গ হয়, যে হেতু প্রোক্ষণের দ্বারা সংস্কৃত ব্রীহিই প্রধান কর্ম্মের উপকারক হইয়া থাকে, এস্থলেও সেইরূপ বুঝিতে হইবে। অধ্যয়নের প্রয়োজন আবার দৃষ্ট যে অর্থজ্ঞান—তাহা লাভ করা। আর অর্থজ্ঞানের উদ্দেশ্য অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সম্পাদন করা। অতএব অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম আর শূদ্রের অধিকারে যাইতে পারিবে না, কারণ, তাহা অধিকারী বিধির দ্বারাই ব্যবস্থিত হইয়া রহিয়াছে আর "শূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ" (তৈত্তিরীয় সংহিতা—৭।১।১।৬) অর্থাৎ শূদ্র যজ্ঞে অনধিকারী,—এই বলিয়া বেদ শূদ্রের বৈদিক কর্ম্মের অনুষ্ঠানেরও নিষেধ করিয়াছেন। যদি অগ্নিহোত্রাদির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অধিকারী বিধিসামর্থ্যলভ্য না হইত, তাহা হইলে তাহাতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের ন্যায় শূদ্রেরও অধিকার হইতে পারিত।

স্বর্গ, নরক, পাপ, পুণ্য, ধর্ম্ম, অধর্ম্ম—এগুলি অলৌকিক বস্তু। কেহও কোনও প্রমাণের সাহায্যে কখনও উহাদের সত্তা অথবা বিশেষ সম্বন্ধ অবগত হইতে পারে না। এই কারণে কি করিলে পুণ্য হয় এবং কি করিলে পাপ হয়, পাপের ফলই কি স্বর্গ কিংবা পুণ্যের ফলই স্বর্গ, পুণ্যের প্রভাবেই কি নরকগমন হয় অথবা পাপের পরিণামেই নরকপ্রাপ্তি ঘটে —এই সমস্ত তত্ত্ব কোনও প্রমাণের দ্বারাই অবগত হওয়া যায় না। সুতরাং ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, পাপ, পুণ্য, স্বর্গ, নরক,—এই সমস্ত বস্তুর সত্তা এবং তৎ তৎ ক্রিয়ার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ বেদাতিরিক্ত কোনও প্রমাণের সাহায্যেই বিদিত হওয়া যায় না বলিয়া প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি তদ্বিষয়ে প্রমাণও নহে।

যাহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণের সাহায্যে গ্রহণের যোগ্য, তাহারই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে, কিন্তু অযোগ্য বিষয়ের প্রত্যক্ষ হয় না; ইহাতে সাধারণ মনুষ্যাদির সামর্থ্য এবং সিদ্ধযোগিগণের অলৌকিক শক্তি—ইহার কোনও কথাই উঠিতে পারে না। যোগিগণ অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন হইলেও ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিতে পারেন না, কারণ, উহা প্রত্যক্ষের যোগ্যই নহে। যেহেতু সর্ব্বত্র প্রত্যক্ষ-স্থলে বস্তুর বিদ্যমানতা আবশ্যক। তাহা না হইলে তাহার প্রত্যক্ষই হইতে পারে না, কারণ, বিদ্যমান বস্তুর সহিত ইন্দ্রিয়ের সন্নিকর্ষ (সম্বন্ধ) হইলে যে জ্ঞান জন্মে,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাই প্রত্যক্ষ। কিন্তু ধর্ম্মাধর্ম্ম সাধ্য অর্থাৎ অনুষ্ঠান-নিষ্পাদ্য বলিয়া তৎপূর্ব্বে বা পরে তাহা কাহারও প্রত্যক্ষ হইতে পারে না। কারণ, যাহা ক্রিয়ানিষ্পাদ্য, তাহা ভবিষ্যৎকালীনই হইয়া থাকে। অতএব যখন তাহার প্রত্যক্ষ করিবার যত্ন হইবে, তৎকালে তাহার সত্তা না থাকার দরুণ তাহা অবিদ্যমান বলিয়া প্রত্যক্ষের অযোগ্য। আর ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পাদিত হইলে তৎপরক্ষণে তাহা বিনষ্ট হইয়া যায় বলিয়া তখনও তাহা প্রত্যক্ষের অযোগ্য।

এস্থলে ইহাও জ্ঞাতব্য যে, যৎকালে বেদবোধিত ভাবে যাগাদির অনুষ্ঠান করা হয়, তৎকালে তাহা জ্ঞানগোচর হইতে পারে বটে; কিন্তু তথাপি তাহাকে ধর্ম্মরূপে জ্ঞানগোচর করিতে পারা যায় না, যেহেতু, যাগাদিকে স্বরূপতঃ ধর্ম্ম বলা যায় না, কিন্তু তাহাকে শ্রেয়ঃ-সাধন রূপেই ধর্ম্ম বলা হইয়া থাকে। ইষ্ট বা অভিলষিত স্বর্গাদি বিষয়ের সাধন অর্থাৎ নিষ্পাদক বা হেতুকে ইষ্টসাধন বা শ্রেয়ঃসাধন বলা হয়। যাগাদির সেই শ্রেয়ঃসাধনতা বেদাতিরিক্ত অন্য কোনও প্রমাণের বিষয় নহে। অর্থাৎ যাগাদি যে স্বর্গাদিরূপ শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ইষ্ট বস্তুর সাধন তাহা জানিবার অন্য কোনও উপায় নাই। এই জন্য শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

তেষামৈন্দ্রিয়কত্বেঽপি ন তাদ্রূপেণ ধর্ম্মতা।
শ্রেয়ঃসাধনতা হ্যেষাং নিত্যং বেদাৎ প্রতীয়তে॥

অর্থাৎ যাগাদি বা তদঙ্গ দ্রব্যাদি প্রত্যক্ষগোচর হইলেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেগুলি যাগত্বরূপে বা যাগাঙ্গত্বরূপে ধর্ম্ম নহে, কিন্তু শ্রেয়ঃ-সাধনরূপেই তাহাদিগকে ধর্ম্ম বলা হয়। আর তাহারা যে শ্রেয়ঃ অর্থাৎ ইষ্ট বস্তুর সাধন বা তৎপ্রাপ্তির হেতু, তাহা কেবলমাত্র বেদ হইতেই জানা যায়। এই কারণে শাস্ত্র মধ্যে যে কর্ম্ম যে ভাবে যাহার কর্ত্তব্য বলিয়া উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা যদি সেই ভাবে সেই অধিকারী কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তবেই 'ধর্ম্ম' হইবে, নচেৎ নহে।

এই কারণে শূদ্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যাগাদি ধর্ম্ম নহে, যে হেতু শূদ্র যজ্ঞে অনবক্লৃপ্ত অর্থাৎ পর্য্যুদস্ত বা অনধিকারী বলিয়া শ্রুতিমধ্যে উপদিষ্ট হইয়াছে—"শূদ্রো যজ্ঞেঽনবক্লৃপ্তঃ" (তৈত্তিরীয় সংহিতা—৭।১।১৬)। আর শূদ্র কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত যাগাদির শ্রেয়ঃ-সাধনতা (শূদ্র যে যাগ বা হোম করিবে, তাহা যে স্বর্গাদিরূপ শ্রেয়ের সাধন অর্থাৎ হেতু বা জনক হইবে তাহা) জানিবার জন্য কোনও প্রমাণ নাই। এই কারণে শূদ্র যদি স্বয়ং শ্রৌত যাগ বা হোমাদির অনুষ্ঠান করে বা করায়, তাহা ধর্ম্ম হইবে না —প্রত্যুত নিষিদ্ধ কর্ম্ম করায় তাহা অধর্ম্মই হইবে। তবে যে সমস্ত স্মার্ত্ত যাগাদি কর্ম্ম শূদ্রেরও কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, শূদ্র সেই সমস্ত কর্ম্ম ব্রাহ্মণ দ্বারা অনুষ্ঠান করাইতে পারে—কিন্তু স্বয়ং হোতা হইয়া যে হোম করিতে থাকিবে, তাহা চলিবে না। যেহেতু এতাদৃশ ব্যবস্থা কাহারও মনগড়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নহে—কিন্তু শাস্ত্র অনুসারেই এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। আর শাস্ত্রই ধর্ম্মাধর্ম্মে একমাত্র প্রমাণ। সুতরাং শ্রুতিতে যে কর্ম্মকে যেরূপ ফলজনক বলিয়া উপদেশ করা হইয়াছে, তাহাকে তদ্রূপই জানিতে হইবে. নিজ উৎপ্রেক্ষা-বশতঃ তাহার উপর অন্য অনুমান করিতে যাইলে সেই অনুমান নির্দ্দোষ হইবে না।

যদি কেহ বলেন—ব্রাহ্মণও মনুষ্য এবং শূদ্রও মনুষ্য, সুতরাং ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক শূদ্র-অনুষ্ঠিত যজ্ঞ যদি ধর্ম্ম হয়,তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক আচরিত যাগাদিও ধর্ম্ম হইবে না কেন? তাহা হইলে মীমাংসা-ভাষ্যকার শ্রীমৎশবরস্বামীর উক্তি প্রতিধ্বনি করিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব,—রামও মানুষ এবং হরিও মানুষ; অতএব রাম যখন শ্যামবর্ণ, তখন হরিও শ্যামবর্ণ হইবে না কেন? বস্তুতঃ পক্ষে এস্থলে 'মনুষ্যত্বই' যেমন শ্যামবর্ণত্বের 'হেতু' নহে (কারণ, তাহা হইলে হরিও রামের ন্যায় শ্যামবর্ণ হইত, যেহেতু সেও রামেরই ন্যায় মনুষ্য) সেইরূপ 'যাগত্ব'ই ধর্ম্মত্বের হেতু নহে, কিন্তু 'বেদবোধিত যাগত্ব'ই ধর্ম্মত্বের হেতু। অতএব বেদে বা বেদমূলক শাস্ত্রে যে কর্ম্ম যে অধিকারীকে যে ভাবে অনুষ্ঠান করিতে উপদেশ করা আছে, তাহা যদি সেই অধিকারী কর্ত্তৃক ঠিক সেই ভাবে অনুষ্ঠিত হয়, তবেই ধর্ম্ম হইবে, নচেৎ নহে। এই কারণে এ সম্বন্ধে লৌকিক যুক্তির কোনও স্থান নাই, তাহা কেবল কুতর্কই হইবে। এই জন্যই শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ বলিয়াছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এবং যে নিপুণং প্রাহুস্তৈরপ্যেতৎ পরীক্ষ্যতাম্।
বৈশ্যস্তোমেন বা কিং স্যাদ্ বিপ্ররাজন্যয়োঃ ফলম্॥
পঞ্চম্যামিষ্টিকরণা-ন্মধ্যাহ্নে চাগ্নিহোত্রতঃ।
তস্মাদ্ যদ্ যাদৃশং কর্ম্ম তৎফলোৎপত্তিশক্তিকম্।
শাস্ত্রেণ বোধ্যতে তস্য তাদৃশস্যৈব তৎ ফলম্॥"

অস্যার্থ। যাঁহারা (শাস্ত্রবিহিত হিংসার পাপজনকত্ব অনুমান করিবার জন্য) নিপুণভাবে যুক্তির উপন্যাস করেন, তাঁহারা ইহার নির্ণয় করুন যে—বৈশ্যস্তোম নামক যে যজ্ঞ আছে, যাহা বৈশ্যেরই কর্ত্তব্য, তাহা যদি ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিক কর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহার কি ফল হইবে? দর্শ-পূর্ণমাস নামক ইষ্টি (যজ্ঞ) অমাবস্যা এবং পূর্ণিমা তিথিতে কর্ত্তব্য বলিয়া বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে; কেহ যদি নিজ ইচ্ছা অনুসারে অমাবস্যা এবং পূর্ণিমাতে তাহা না করিয়া পঞ্চমী প্রভৃতি অন্য তিথিতে তাহার অনুষ্ঠান করে, তাহাতে কি সে কোনও সুফল পায়? এইরূপ প্রাতঃকালে এবং সায়ংকালে অগ্নিহোত্র কর্ত্তব্য বলিয়া বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, কিন্তু কেহ যদি মধ্যাহ্ন-সময়ে তাহার অনুষ্ঠান করে, তাহাতে কি সে কোনও সুফল পায়? কখনই নহে। প্রত্যুত শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণ করায় তাহার পাপই হইয়া থাকে। অতএব যে কর্ম্ম যে ভাবে যে ফল উৎপাদন করিতে সমর্থ বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে তাহা যদি ঠিক সেই ভাবেই অনুষ্ঠিত হয় তবেই তাহা হইতে সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'শাস্ত্র-নির্দ্দিষ্ট' ফল পাওয়া যাইবে—নচেৎ নহে। এই প্রকার অন্যান্য যুক্তি নির্দ্দেশ করিয়া উপসংহাররূপে বলিয়াছেন—

"ধর্ম্মাধর্ম্মার্থিভির্নিত্যং মৃগ্যৌ বিধিনিষেধকৌ"

অর্থাৎ যে ব্যক্তি ধর্ম্মাধর্ম্মের তত্ত্ব নিরূপণ করিতে অভিলাষী, তজ্জন্য তাহার শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধেরই অন্বেষণ (অনুসরণ) করা কর্ত্তব্য। আর শাস্ত্র বলিতে শ্রুতি এবং শিষ্টপরিগৃহীত স্মৃতি উভয়ই বুঝিতে হইবে।

বেদান্ত-দর্শনের তৃতীয় অধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদের "অশুদ্ধমিতি চেৎ ন শব্দাৎ" এই ২৫শ সূত্রের ভাষ্যে ভগবৎপাদ শ্রীশ্রীশঙ্করাচার্য্যও এইজন্য বলিয়াছেন—"শাস্ত্রহেতুত্বাৎ ধর্ম্মাধর্ম্মবিজ্ঞানস্য। অয়ঃ ধর্ম্মঃ অয়ম্ অধর্ম্মঃ ইতি শাস্ত্রমেব বিজ্ঞানে কারণম্ অতীন্দ্রিয়ত্বাৎ তয়োঃ। অনিয়ত-দেশকালনিমিত্তাৎ চ। যস্মিন্ দেশে কালে নিমিত্তে চ যো ধর্ম্মঃ অনুষ্ঠীয়তে স এব দেশকালনিমিত্তান্তরেষু অধর্ম্মো ভবতি। তেন শাস্ত্রাৎ ঋতে ধর্ম্মাধর্ম্মবিষয়ং বিজ্ঞানং ন কস্যচিৎ অস্তি।" অর্থাৎ 'কেবলমাত্র শাস্ত্রই' ইহা 'ধর্ম্ম' 'ইহা অধর্ম্ম' এই প্রকার বিজ্ঞান অর্থাৎ বিশিষ্ট জ্ঞানের কারণ হইতেছে, যেহেতু ধর্ম্ম ও অধর্ম্ম অতীন্দ্রিয় পদার্থ। দেশ, কাল ও নিমিত্ত নিয়ত (অর্থাৎ সকল কর্ম্মে সাধারণ বা একরূপ) নহে বলিয়াও ধর্ম্মাধর্ম্ম শাস্ত্রৈকসমধিগম্য। কারণ, যে দেশে (স্থানে), যে সময়ে, যে নিমিত্তে (কারণে) যে ধর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয় (অর্থাৎ যে কর্ম্ম অনুষ্ঠিত হইলে ধর্ম্ম হয়), তাহাই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অন্য দেশে (স্থানে), অন্য কালে, অন্য নিমিত্তে অধর্ম্ম হইয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে শাস্ত্র ব্যতীত কাহারও ধর্ম্মাধর্ম্ম-বিষয়ক জ্ঞান হইতে পারে না।' সুতরাং শাস্ত্রই ধর্ম্মাধর্ম্মে প্রমাণ। অতএব শূদ্রানুষ্ঠিত যাগাদি ধর্ম্ম নহে। "অবৈদ্য-ত্বাদভাবঃ কর্ম্মণি স্যাৎ" (মীঃ দঃ ৬।১।৩৭)—শূদ্রের বেদ অধ্যয়ন নিষিদ্ধ বলিয়া সে যজ্ঞাদি কর্ম্মে অনধিকারী। উপনয়নসংস্কার-বিহীন চতুর্থ বর্ণ শূদ্র স্বয়ং বেদাধ্যয়ন করিলে কিম্বা অর্থবশীকৃত কোনও লোভী গুরুর নিকট হইতে বেদ অধ্যয়ন করিলেও তাহা 'অবৈধ' বলিয়া তাহার সেই অধ্যয়নজনিত জ্ঞান ক্রতুর উপকারক হইবে না। ঠিক সেইরূপেই "ন বেদে পত্নীং বাচয়তি" (শাঙ্খায়ন ব্রাহ্মণ ৭।৩) ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ও বহুস্মৃতিবচনে স্ত্রীলোকের বেদাধ্যয়ন ও মন্ত্রপাঠ স্পষ্টতঃ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়া স্ত্রীলোকের উপনয়নে, বেদাধ্যয়নে ও যজ্ঞকর্ম্মে অধিকার নাই। এবং যাহারা বেদ অথবা বেদমূলক শাস্ত্র মানে না—অথচ ধর্ম্ম-তত্ত্বের উপদেশ দিয়া থাকে, তাহাদের উপদেশ অনাদরণীয়। অতএব শাক্য প্রভৃতি বেদবাহ্য ব্যক্তিগণের উপদেশ অনুসারে ধর্ম্মতত্ত্ব নিরূপণ করিতে যাওয়া উচিত নহে। [মীমাংসাদর্শনের ১।১।৪ সূত্রের শাবরভাষ্য এবং শ্লোকবার্ত্তিক টীকা অবলম্বনে লিখিত।]

শিষ্ট-পরিগৃহীত স্মৃতি সকলও ধর্ম্মে প্রমাণ। শিষ্ট অর্থ বেদপ্রামাণ্যবাদী; বেদই ধর্ম্মে প্রমাণ, ইহা যাঁহারা স্বীকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, তাঁহারাই 'শিষ্ট'। সেই শিষ্টগণ যখন বেদোক্ত কর্ম্মের ন্যায় একই প্রকার শ্রদ্ধা এবং বিশ্বাসের সহিত স্মৃতিবিহিত কর্ম্মকলাপেরও অনুষ্ঠান করিয়া আসিতেছেন, তখন তাহার প্রামাণ্যকে 'ন স্যাৎ' বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। আর পরম আস্তিক (বেদপ্রামাণ্যবাদী) সর্ব্বজ্ঞকল্প মনু প্রভৃতি ত্রৈবর্ণিক মহর্ষিগণ যখন তাহা নিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন এবং মনু প্রভৃতিরই ন্যায় সর্ব্বজ্ঞসদৃশ মহর্ষিগণও যখন বেদবাক্যের ন্যায় সেই সমস্ত স্মৃতিবচনেরও প্রামাণ্য মানিয়া আসিতেছেন, তখন ঐ সমস্ত শিষ্টপরিগৃহীত স্মৃতির প্রামাণ্য অবশ্যই স্বীকার্য্য। আর মূলীভূত বেদবচন না থাকিলে যখন স্মৃতি হইতে পারে না, তখন অর্থাপত্তি দ্বারা স্মৃতিবচনের মূলীভূত বেদবচনেরও অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকরণীয়। সুতরাং স্মৃতির দ্বারা বেদবচনের অনুমান হইতে পারে। এই কারণে "অপি বা কর্ত্তৃসামান্যাৎ প্রমাণমনুমানং স্যাৎ" (মীমাংসাদর্শন ১।৩।২) এই সূত্রে স্মৃতিকে 'অনুমান' বলা হইয়াছে। অনুমান যেমন প্রত্যক্ষমূলক, স্মৃতিও তেমনি প্রত্যক্ষসদৃশ বেদবচনমূলক। শাস্ত্রমতে উপলভ্যমান বেদবচন প্রত্যক্ষপদবাচ্য—যেহেতু তাহা প্রত্যক্ষের ন্যায়ই নিঃসন্দেহভাবে অলৌকিক অর্থ বিজ্ঞাপিত করিয়া থাকে; আর স্মৃতিবচন অনুমানস্থানীয়, কারণ, অনুমান যেমন প্রত্যক্ষকে আশ্রয় করিয়া পদার্থ-বিষয়ক জ্ঞান জন্মায়, স্মৃতিও সেইরূপ বেদবচনকে আশ্রয় করিয়া অলৌকিক ধর্ম্মাধর্ম্ম বিষয়ে অনুভব উৎপাদন করিয়া থাকে। [উক্ত সূত্রের অর্থ—যেহেতু বেদোক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্ম্মের অনুষ্ঠান কর্ত্তা এবং স্মৃতির নিবন্ধকর্ত্তা অভিন্ন, এই কারণে শিষ্টপরিগৃহীত মন্বাদি স্মৃতি অবশ্যই প্রমাণ হইবে।]

'মীমাংসাদর্শনে' স্মৃতিপ্রামাণ্যাধিকরণে স্মৃতিসকলের বেদমূলকত্ব স্থাপন করা হইয়াছে। তদনুসারে যদি কেহ শাক্যাদি স্মৃতিরও বেদমূলকত্ব আশঙ্কা করিয়া প্রামাণ্য ইচ্ছা করে, কারণ শাক্যসিংহ ক্ষত্রিয় বলিয়া মন্বাদির ন্যায় তাঁহারও বেদদর্শন সম্ভব, —তাহা হইলে বলিব,

"বিরোধে ত্বনপেক্ষ্যং স্যাদসতি হ্যনুমানম্" ॥

(মীঃ দঃ ১।৩।৩)

অর্থ—যদি উপলভ্যমান শ্রুতিবাক্যের সহিত স্মৃতিবচনের বিরোধ হয়, তাহা হইলে অনপেক্ষ (অর্থাৎ যাহা স্বীয় প্রামাণ্যের জন্য অন্যের অপেক্ষা রাখে না তাদৃশ বাক্য) অর্থাৎ শ্রুতিবচনই প্রমাণ হইবে, তবে বিরোধ না থাকিলে অনুমান অর্থাৎ স্মৃতিবাক্যও প্রমাণ হইবে। অর্থাৎ শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ হইলে শ্রুতিই প্রমাণ হইবে, কিন্তু স্মৃতি প্রমাণ হইবে না। যে হেতু শ্রুতি স্বতঃপ্রমাণ, আর স্মৃতির প্রামাণ্য শ্রুতিসাপেক্ষ। এই কারণে শ্রুতিই বলীয়সী আর স্মৃতি দুর্ব্বল। অপি চ, উপজীব্য ও উপজীবকের মধ্যে বিরোধ হইলে উপজীব্যই প্রমাণ হয়; কারণ, উপজীব্য উপজীবকের আশ্রয় বলিয়া উপজীব্যকে সরাইয়া বা অপ্রমাণ করিয়া উপজীবক স্থান পাইতে পারে না এবং প্রমাণও হইতে পারে না। এ স্থলে শ্রুতি উপজীব্য এবং স্মৃতি উপজীবক। এই কারণে স্মৃতি ও শ্রুতির তুল্যবলতা নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হেতুদর্শনাচ্চ" ॥

(মীঃ দঃ ১।৩।৪)

লোভরূপ হেতু দৃষ্ট হয় বলিয়াও উক্ত শাক্যাদি স্মৃতি প্রমাণ নহে।

অভিপ্রায় এই যে, শাক্যাদি স্মৃতির বেদমূলকতা অনুমান করা যায় না। কারণ, "অসতি অনুমানম্" বেদবিরোধ না থাকিলে বেদমূলকতা অনুমান করা যায় বটে, কিন্তু "বিরোধে তু অনপেক্ষ্যং" অর্থাৎ শাক্যাদির বেদবিরুদ্ধতা অতি সুস্পষ্ট, এই কারণে তদীয় স্মৃতি বেদমূলক নহে। (১) প্রথমতই দেখিতে পাওয়া যায়, ধর্ম্মোপদেশ ক্ষত্রিয়ের কর্ত্তব্য নহে—উহা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণের কার্য্য, অন্য বর্ণের পক্ষে শাস্ত্রনিষিদ্ধ। কিন্তু শাক্যসিংহ ক্ষত্রিয় হইয়াও ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে জীবন অতিবাহিত করিয়া সারা জীবন শাস্ত্রবিরুদ্ধ কর্ম্মের অনুসরণ করিয়াছেন। (২) তাহার পর, আত্মোদ্ধার সকলের পক্ষে প্রথম কর্ত্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু শাক্যসিংহ বলেন, আমি অনন্ত নরকে যাই ক্ষতি নাই, তথাপি লোকের মুক্তি হউক। যে ব্যক্তি আত্মঘাতী, যে নিজে ধর্ম্ম মানে না, নরকে ভয় করে না—সে ব্যক্তি কিরূপে ধর্ম্মোপদেশ করিবে?—সে ব্যক্তির উপদেশ কিরূপে বেদমূলক হইতে পারে? (৩) অপি চ, শাক্যসিংহ বেদ হইতেই ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়া বেদের বিরুদ্ধে প্রচার করিয়াছিলেন। মাতাপিতৃদ্রোহী পুত্র যেমন মাতাপিতাকে জনক বা জননী বলিয়া স্বীকার করে না, সেইরূপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাক্যসিংহও বেদ হইতেই ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইয়াও স্বীয় ধর্ম্মো-পদেশের বেদমুলকতা স্বীকার করেন না; এইরূপ অকৃতজ্ঞ পাপীর উপদেশ কিরূপে মান্য হইবে? (৪) আর ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রত্যক্ষের অযোগ্য বলিয়া যত বড়ই যোগী মহাপুরুষ হউন না কেন, কেহ তাহা স্বপ্রভাবে প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ দিতে পারেন না। এই কারণে শাক্যসিংহ ধর্ম্মাধর্ম্ম প্রত্যক্ষ করিয়া উপদেশ দিয়াছেন, ইহা বলা যায় না। সুতরাং শাক্য-মতাবলম্বিগণ স্বয়ংই যখন তদীয় ধর্ম্মের বেদমূলকতা স্বীকার করেন না, তখন কোনও শ্রদ্ধাজড় বর্ণাশ্রমী যদি তাঁহার উপদেশকে বেদমূলক বলেন, তাহা কিরূপে সঙ্গত হইবে? (৫) আরও "হেতুদর্শনাচ্চ"—শাক্যাদি স্মৃতির মূলে লোভাদি বহু কারণ বিদ্যমান আছে বলিয়া তাহাকে বেদমূলক বলা যায় না। আর শাক্যমতাবলম্বিগণ কুত্রাপি স্বসম্প্রদায়ানুসৃত স্মৃতিকে বেদমূলক বলিয়া প্রমাণও বলেন নাই; কিন্তু নানাবিধ হেতু-জালের দ্বারা নিজেদের উপদেশের ধর্ম্মপ্রমাণতা প্রতিপাদন করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন। কিন্তু বৈদিকগণ ধর্ম্মোপদেশকে হেতু দেখাইয়া যাগাদিকে ধর্ম্ম বলেন না, বেদোপদিষ্ট বলিয়াই যাগাদিকে ধর্ম্ম বলেন। (১।৩।৫)

ইহাতে যদি বলা হয় "শিষ্টাকোপে অবিরুদ্ধম্" [শিষ্ট অর্থাৎ অনুশিষ্ট অর্থাৎ শ্রুতিবিহিত বিষয়ের অকোপে—(অনুষ্ঠীয়মান স্মার্ত্তপদার্থের দ্বারা) ব্যাকোপ অর্থাৎ বাধা না হইলে, স্মৃতিবিহিত পদার্থ (কর্ম্ম) অবিরুদ্ধ অর্থাৎ প্রমাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বা অনুষ্ঠেয় অর্থাৎ যে স্থলে স্মৃতিবিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে শ্রুতি-অনুষ্ঠিত বিষয়ের ব্যাকোপ অর্থাৎ পীড়া বা বাধা হয় না, তথায় স্মার্ত্ত কর্ম্মের অনুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।]—সাধারণভাবে শাক্যাদিস্মৃতি অনাদরণীয় হইলেও অহিংসা, শম, দম, দান প্রভৃতি যে সমস্ত বিষয়ের কর্ত্তব্যতা উপদেশ আছে, তাহাতে বেদানুশিষ্ট বিষয়ের (কর্ম্মের) সহিত কোনও বিরোধ নাই বলিয়া সেইগুলি প্রমাণ এবং সেই সমস্ত বিষয়গুলি ধর্ম্মার্থে শাক্যাদিস্মৃতি হইতেও জ্ঞাতব্য। তাহা হইলে বলিব, "ন"—না, ঐ প্রকার বলা সঙ্গত নহে, "শাস্ত্রপরিমাণত্বাৎ"—যে হেতু শাস্ত্র সকল পরিমিত অর্থাৎ যে হেতু কোন্ কোন্ শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য, তাহা শাস্ত্র মধ্যেই নির্দ্দেশ করা আছে। সেই কারণে শাক্যস্মৃতি হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য নহে।

"মানুর্বৈ যৎ কিঞ্চন অবদৎ তদ্ভেষজম্" (তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।১।৫; কাঠক সংহিতা ১১।৫) অর্থাৎ 'মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা মনুষ্যের পাপ-ব্যাধির ভেষজ অর্থাৎ ঔষধ' ইত্যাদি বেদ-বচনেই নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া আছে—কোন্ কোন্ শাস্ত্র হইতে ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য। তদনুসারে স্মৃতিকারও বলিয়াছেন—"পুরাণ-ন্যায়-মীমাংসা ধর্ম্মশাস্ত্রাঙ্গ-মিশ্রিতাঃ। বেদাঃ স্থানানি বিদ্যানাং ধর্ম্মস্য চ চতুর্দ্দশ ॥" অর্থাৎ চারি বেদ, ছয় বেদাঙ্গ, পুরাণ, ন্যায়, মীমাংসা এবং ধর্ম্মশাস্ত্র এই চতুর্দ্দশটি স্থানই অর্থাৎ শিষ্ট-পরিগৃহীত শাস্ত্রই বিদ্যা এবং ধর্ম্মের চতুর্দ্দশটি স্থান। এইগুলি নিত্য—প্রতিকল্পেই মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণ পূর্ব্ববৎ বেদার্থ স্মরণাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবদ্ধ করিয়া থাকেন বলিয়া এইগুলি আকল্পবিচ্ছেদ-বিবর্জ্জিত। অতএব এইগুলি হইতেই ধর্ম্মতত্ত্ব জ্ঞাতব্য, শাক্যাদি গ্রন্থ হইতে নহে। অপি চ, অহিংসা, দানাদি বেদোপদিষ্ট হইলেও শাক্যাদি সংস্পর্শে সুরাভাণ্ডস্থিত গঙ্গাজলের ন্যায়, কক্কুর চর্ম্মনির্ম্মিত দৃতি (ভিস্তি) মধ্যে ধৃত গোদুগ্ধের ন্যায় তাহা অপবিত্র হইয়া যায় বলিয়া তদীয় স্মৃতি হইতে তাহা জানিলে ধর্ম্ম হইবে না। (১) কিন্তু বেদোল্লিখিত মহর্ষিগণের গ্রন্থ পড়িলেই ধর্ম্ম হইবে। এই জন্য শ্রীমৎ কুমারিল ভট্টপাদ আরও বলিয়াছেন—

"বেদেনৈবাভ্যনুজ্ঞতা যেষামেব প্রবক্তৃতা।
নিত্যানামভিধেয়ানাং মন্বন্তরযুগাদিষু॥
তেষাং বিপরিবর্ত্তেষু কুর্ব্বতাং ধর্ম্মসংহিতাঃ।
বচনানি প্রমাণানি নান্যেষামিতি নিশ্চয়ঃ॥"

অর্থাৎ যাঁহাদের কথা বেদানুসারিণী এবং যাঁহারা বিভিন্ন মন্বন্তরে যুগানুকূল ধর্ম্মসংহিতা লিখিয়া গিয়াছেন, সেই বেদপ্রামাণ্য-বাদিগণের কথাই প্রমাণ,—তদ্ভিন্ন অপর কাহারও কথা প্রমাণ নহে, ইহাই সিদ্ধান্ত।

বস্তুতঃপক্ষে বেদোক্ত অহিংসাদি এবং শাক্যোপদিষ্ট অহিংসা প্রভৃতি সমান নহে। কারণ, শাক্যমতে হিংসাত্বাবচ্ছেদে হিংসা বর্জ্জনীয় বলিয়া জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞেও হিংসা পরিত্যাজ্য। পক্ষান্তরে বেদবিধিমতে হিংসাত্বরূপে হিংসা পাপ নহে, কিন্তু বেদবিধির অবিষয়ত্ব এবং বেদনিষিদ্ধত্বরূপেই হিংসা পাপ। জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞে হিংসা বেদবিহিত বলিয়া তাহা অবশ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুষ্ঠেয়। সুতরাং শাক্যাদিস্মৃতি অনুসারে অহিংসা অবলম্বনীয় হইলে জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞাদি স্থলেও হিংসা পরিহার্য্য হইয়া উঠে।

এইরূপ, বেদাদিশাস্ত্রে ব্রাহ্মণেতরকে 'বিধিপূর্ব্বক' সম্প্রদান নিষিদ্ধ, কিন্তু শাক্যাদিস্মৃতিমধ্যে তাহাই শ্লাঘার বিষয় বলিয়া কথিত হইয়াছে। শম-দমাদি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে। অতএব বেদবহির্ভূত শাক্যাদি স্মৃতি প্রমাণ নহে। [পণ্ডিত শ্রীভূতনাথ চট্টোপাধ্যায় সপ্ততীর্থ অনূদিত ও সম্পাদিত মীমাংসা দর্শনের শাবরভাষ্যের তন্ত্রবার্ত্তিক টীকা অবলম্বনে লিখিত।]

(১) সুতরাং, 'নানা মত নানা পথ' অথবা 'যত মত তত পথ'—এই সিদ্ধান্ত অবৈদিক ও অপসিদ্ধান্ত। হাঁ, বেদবোধিত 'যত মত তত পথ'—এই সিদ্ধান্ত ত্রিকাল সত্য বটে। যবন, ম্লেচ্ছ, জৈন, বুদ্ধ, চার্ব্বাক আদি (বেদদ্বারা নিষিদ্ধ ও নিন্দিত) মত মোক্ষ-পথ নহে, সে সকল ভোগ-পথ মাত্র। এই কারণে 'মহিম্নস্তবে' মাত্র পাঁচ প্রকার বেদবোধিত মতের উল্লেখ করিয়া বলা হইয়াছে—

ত্রয়ী সাংখ্যং যোগঃ পশুপতিমতং বৈষ্ণবমিতি
প্রভিন্নে প্রস্থানে পরমিদ-মদঃ পথ্যমিতি চ।
রুচীনাং বৈচিত্র্যা-দৃজুকুটিল-নানাপথজুষাং
নৃণামেকো গম্যস্ত্বমসি পয়সার্ণব ইব ॥৭॥

অর্থ (ত্রয়ী বেদত্রয়ং—যত্র যজ্ঞেনৈব মুক্তিরিত্যুক্তং) বেদ-শাস্ত্র, (কপিলপ্রণীতং শাস্ত্রং—যত্র জ্ঞানেনৈব মুক্তিরিত্যুক্তং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাংখ্যশাস্ত্র, (পতঞ্জলিপ্রণীতং শাস্ত্রং—যমনিয়মাদ্যষ্টাঙ্গযোগেনৈব মুক্তিরিত্যুক্তং) যোগশাস্ত্র, (শিবপ্রণীতং তন্ত্রশাস্ত্রং—যত্র পঞ্চ-মকারসাধনেনৈব মুক্তিরিত্যুক্তং) পশুপতিমত অর্থাৎ তন্ত্রশাস্ত্র ও (নারদপঞ্চরত্নাদি শাস্ত্রং—যত্র বিষ্ণুপাসনেনৈব মুক্তিরিত্যুক্তং) বৈষ্ণবশাস্ত্র—এই ভিন্ন ভিন্ন পথের মধ্যে (অর্থাৎ এই সকল বেদনির্দ্দিষ্ট পথপঞ্চকের মধ্যে,—বেদবহির্ভূত অথবা বেদনিষিদ্ধ ও বেদনিন্দিত অন্য অন্য পথের মধ্যে নহে), ইহাই শ্রেষ্ঠ এবং ইহাই হিতকর—এইরূপ রুচিভেদে মনুষ্যেরা সরল বা কুটিল পথে গমন করিলেও জল যেমন সরল বা কুটিল পথে গমন করিলেও একমাত্র সমুদ্রই তাহার গম্য স্থান, সেইরূপ একমাত্র তুমি ভগবানই তাহাদের গম্য (অর্থাৎ উক্ত বেদবোধিত পথপঞ্চকের মধ্যে যে, যে মতে যাঁহারই উপাসনা করুক, তদ্দ্বারা তাহার তোমারই উপাসনা করা হইয়া থাকে)। এইরূপে (১)

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, রুদ্র আদি অভেদদর্শী ঈশ্বরগণ ; সনক, সনন্দন আদি ব্রহ্মার অভেদদর্শী মানস পুত্রচতুষ্টয় ; ভৃগু, বশিষ্ঠ, অত্রি আদি অভেদদর্শী সপ্তর্ষিগণ ; মনু, গৌতম, হারীত, পরাশর, ব্যাস আদি অভেদদর্শী মহর্ষিগণ ; শ্রীপরশুরাম, শ্রীরাম, শ্রীকৃষ্ণ-বলরাম আদি অভেদদর্শী অবতারগণ—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষণ, পালন ও স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, অধিকারিভেদে বর ও শাপ উভয়ই দিয়া গিয়াছেন এবং কেবলমাত্র ভক্তের উপরই কৃপা করিয়া গিয়াছেন ; তাঁহাদের আগমন হয় "পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্" শাস্ত্রানুগতজীবন ব্যক্তিদিগের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধারের নিমিত্ত এবং শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী যথেচ্ছব্যবহার-পরায়ণ দুষ্কৃতদিগের বিনাশের জন্য,—এই বিশ্বকল্যাণ কার্য্যে কি তাঁহাদের অভেদদর্শনের বিন্দুমাত্রও চ্যুতি হয়?—হয় না। তাঁহারা সকলেই 'সমদর্শী' ছিলেন কিন্তু 'সমবর্ত্তী' ছিলেন না, 'অভেদদর্শী' ছিলেন কিন্তু শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘন পূর্ব্বক স্বেচ্ছাবশে 'ভেদবর্ত্তী' ছিলেন না। তাঁহারা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র ও সঙ্কর জাতিদিগকে সেই সেই জাতিরূপেই (ব্যবহারকালে) দেখিতেন, তাহাদের সহিত তাহাদের জাতি অনুযায়ীই ব্যবহার করিতেন এবং তাহাদের জাতি অনুসারেই ভিন্ন ভিন্ন উপদেশ দিতেন;—ইহাতে তাঁহারা ভেদদর্শী হইয়া যান নাই, অভেদ-দর্শীই ছিলেন।

(১) 'নারদপুরাণ উত্তরভাগে' বেদবোধিত ছয়টি মতের উল্লেখ করিয়া অদ্বিতীয় ব্রহ্মের বন্দনা করা হইয়াছে—

"শিবং শৈবা বদন্ত্যেনং, প্রধানং সাংখ্যবেদিনঃ।
যোগিনঃ পুরুষং বিপ্রাঃ, কর্ম্ম মীমাংসকা জনাঃ॥
বিভুং বৈশেষিকাদ্যাশ্চ চিচ্ছক্তিঃ শক্তিচিন্তকাঃ।
ব্রহ্মাদ্বিতীয়ং তদ্বন্দে নানারূপক্রিয়াস্পদম্॥"
(৮২।৫৬, ৫৭)

অর্থাৎ—যে নিরঞ্জন পরমাত্মাকে শিবোপাসকগণ 'শিব' বলেন, সাংখ্যবেত্তা বিদ্বান্‌গণ 'প্রধান' বলেন, যোগিগণ যাঁহাকে 'পুরুষ' বলেন, মীমাংসকগণ 'কর্ম্ম' মানিয়া যাঁহার উপাসনা করেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈশেষিকমতাবলম্বিগণ যাঁহাকে 'বিভু' বলিয়া থাকেন এবং শক্তির চিন্তকগণ যাঁহাকে 'চিন্ময়ী আদ্যাশক্তি' নামে অভিহিত করেন, নানাপ্রকারের রূপ ও ক্রিয়ার চরম আশ্রয় সেই অদ্বিতীয় ব্রহ্মের আমি বন্দনা করি॥ পরন্তু,—কলিযুগীয় মনোমুখী মানুষেরা, শাস্ত্রশাসনপরিত্যাগপূর্ব্বক পশু-পক্ষীর মত যত্র তত্র ভোজন, শাস্ত্রাদেশ লঙ্ঘনপূর্ব্বক যত্র তত্র হইতে শাস্ত্রশ্রবণ এবং ধর্ম্মোপদেশ ও দীক্ষাগ্রহণ এবং শাস্ত্রনির্দ্দেশ-অবহেলন-পূর্ব্বক স্ব স্ব রুচি-অনুসারে ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসবেষ-ধারণ এবং যবন, ম্লেচ্ছ, শূদ্র আদিকেও ব্রহ্মচর্য্য ও সন্ন্যাসবেষ-প্রদানপূর্ব্বক দলবৃদ্ধিকরণ—এইরূপ শাস্ত্রবিগর্হিত কার্য্যকলাপ তৎপর থাকিয়া যাহারা শাস্ত্র-মর্য্যাদাদলনকারী, তাহাদিগকেই উদারপন্থী ও অভেদদর্শী বলিয়া থাকেন। এই কারণে কলিহত স্বেচ্ছাচারী মনুষ্যগণ নিম্নলিখিত 'হারীতস্মৃতি'র আদেশ-গ্রহণে অসমর্থ হইয়া শূদ্র, যবন, ম্লেচ্ছ প্রভৃতির নিকট হইতে শাস্ত্র পাঠে এবং দীক্ষাগ্রহণেও সাময়িক কৃতর্থতা বোধ করিতেছে।—

"পণ্ডিতস্যাপি শূদ্রস্য শাস্ত্রজ্ঞানরতস্য চ।
বচনং তস্য ন গ্রাহ্যং শুনোচ্ছিষ্টং হবির্যথা॥
শ্বচর্ম্মণি যথা ক্ষীরমপেয়ং ব্রহ্মবাদিভিঃ।
শূদ্রমুখাত্তথা বাক্যং ন শ্রোতব্যং কদাচন॥"

অর্থাৎ—গো-দুগ্ধ স্বভাবতঃ পবিত্র হইলেও কুকুর-চর্ম্মের থলিতে ভরিলে তাহা যেমন আর পবিত্র থাকে না এবং যজ্ঞশেষ হবিঃ পরমপবিত্র হইলেও কুক্কুর কর্ত্তৃক উচ্ছিষ্ট হইলে তাহা যেমন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অপবিত্র হইয়া যায় এবং এই কারণে যেমন মহর্ষিগণ ঐরূপ দুগ্ধ ও হবিঃ অতি অপবিত্রজ্ঞানে সর্ব্বদা পরিত্যাগ করিয়া থাকেন, সেইরূপ শাস্ত্রবাক্য পরম মঙ্গলকারক হইলেও, শাস্ত্রজ্ঞানরত পণ্ডিত শূদ্রেরও মুখ হইতে বহির্গত হইলে, তাহা অতি অপবিত্র হইয়া যায়, অতএব তাহা সদা ত্যাজ্য—তাহা কদাপি শ্রবণ-যোগ্য নহে। এই হেতু 'সূতসংহিতা'তেও উক্ত হইয়াছে—

"শূদ্রাণাঞ্চ তথা স্ত্রীণাং গুরুত্বং ন কদাচন।"

(মুক্তিখণ্ড ৫।৭)

অর্থাৎ—শূদ্র ও স্ত্রীগণের শাস্ত্রাধ্যাপনে কখনও অধিকার নাই।

আর—ভগবান্ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা স্থাপন করিবার নিমিত্ত অবতাররূপে প্রকট হন এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা পালন করিয়া আদর্শ স্থাপন করিয়া সশরীরে অন্তর্হিত হন। সুতরাং তাঁহার বিভূতি, শ্রী ও তেজের অনধিকারিদের দ্বারা বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা রক্ষণ, পালন ও পোষণই হইয়া থাকে যেমন বেদোক্ত মনু প্রভৃতি মহর্ষিগণকর্তৃক হইয়া থাকে—তাঁহাদের দ্বারা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ, পর্য্যুদস্ত অথবা অনাদৃত হয় না। যাঁহাদের দ্বারা বর্ণাশ্রম মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ, পর্য্যুদস্ত ও অসংকৃত হয় তাহাদের বিভূতি, শ্রী ও বল অনৈশ্বরিক আসুরিক, দানবীয় ও রাক্ষসী, যেমন হিরণ্যকশিপু, রাবণ, কংস, কালযবন দুর্য্যোধন প্রভৃতির ছিল, তাহা "ক্ষয়ায় জগতোঽহিতাঃ"।

আধুনিককালে বহু অব্রাহ্মণপন্থী অথবা আপাপন্থী কিম্বা শূদ্রপন্থী সাধুবেষীকে বলিতে শুনা যায় যে, শাস্ত্রেই ত আছে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে, কলিতে শূদ্র গুরু হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিবে, ব্রাহ্মণ শূদ্রের মুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা শ্রবণ করিবে, শূদ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। হাঁ, এই কথাগুলি শাস্ত্রে আছে বটে। কিন্তু কোন্ প্রকরণে আছে? যেখানে বলা হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণ বেদ বিক্রয় করিয়া উদর পূরণ করিবে, ব্রাহ্মণ অন্ন বিক্রয় করিয়া সংসার চালাইবে, ব্রাহ্মণ শৌচাচার ত্যাগ করিবে, যজ্ঞ ও তপস্যার ফল বিক্রয় করিবে, শূদ্রের সমান আচরণ করিবে, শূদ্রের বৃত্তিতে জীবিকা নির্ব্বাহ করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি; রাজগণ নির্ভয় হইয়া পাপাচরণ করিবে, প্রজার রক্ষক না থাকিয়া প্রজার সম্পত্তির গ্রাসক হইবে, চোরের সমান ব্যবহার করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি; বৈশ্য অর্থ পিশাচ হইবে, ব্যবসা-বাণিজ্যে ছল কপট ব্যবহার করিবে, জিনিষের মাপে চুরী করিবে, অর্থের নিমিত্ত মিথ্যা কথা বলিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিবে না, গো-সেবার ভাব ত্যাগ করিয়া দুধ বিক্রয় করিয়া অর্থ সঞ্চয়ের জন্য গরু রাখিবে ইত্যাদি ইত্যাদি; পত্নী পতির নিন্দায় মুখরা হইবে, পতিকে তিরস্কার করিবে, শাসন করিবে, ভৃত্যের মত দেখিবে, ভোগবিলাসের সামগ্রী সংগ্রহের সাধনরূপে ব্যবহার করিবে এবং গুপ্তভাবে পরপুরুষ-সহবাস করিবে ইত্যাদি ইত্যাদি; — সেই সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে যে, শূদ্র গুরু হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ করিবে, ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনাইবে, শূদ্র সন্ন্যাস গ্রহণ করিবে। [নারদমহাপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৪১তম অধ্যায়, বিষ্ণুমহাপুরাণ ষষ্ঠ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অংশ প্রথম অধ্যায়, স্কন্দমহাপুরাণ মাহেশ্বরখণ্ড কুমারিকাখণ্ড ৩৫তম অধ্যায় দ্রষ্টব্য। এইরূপ সমস্ত পুরাণেই কলিযুগ বর্ণনে এ সমস্ত কথা রহিয়াছে]। ব্রাহ্মণের পক্ষে বেদ-বিক্রয় বা অন্ন-বিক্রয় কিম্বা যজ্ঞ ও তপস্যার ফল-বিক্রয় অথবা শৌচাচার-ত্যাগ, শূদ্রতুল্য আচরণ, শূদ্রবৃত্তিদ্বারা জীবিকা-নির্ব্বাহ ইত্যাদি যেমন পাপ-কার্য্য, গর্হিত কার্য্য, নিন্দিত কার্য্য, নরকপ্রদ-কার্য্য, শাস্ত্র-বিরুদ্ধ কার্য্য ; ক্ষত্রিয় রাজগণের পক্ষে প্রজার রক্ষক না হইয়া ভক্ষক হওয়া ইত্যাদি যেমন মহাপাপ কার্য্য, নরকপ্রাপক কার্য্য, শাস্ত্রনিষিদ্ধ কার্য্য ; বৈশ্যের পক্ষে ব্যবসায়ে ছল-চাতুরী এবং যেন তেন প্রকারেণ অর্থসংগ্রহ ইত্যাদি যেমন অশাস্ত্রীয় দুষ্কার্য্য, পাপ কার্য্য, নরক-প্রেষক কার্য্য ; স্ত্রীর পক্ষে পতি-নিন্দা, পতিকে তিরস্কার বা শাসন এবং গোপনে উপপতি-পালন ও উপপতির সহিত রতি ইত্যাদি যেমন মহাপাপ ও মহানিন্দিত এবং শাস্ত্রগর্হিত অনার্য্যোচিত নরকপ্রদ দুষ্কার্য্য ; সেইরূপ শূদ্র পক্ষেও স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক গুরু হইয়া ব্রাহ্মণকে উপদেশ করা অথবা ব্রাহ্মণকে শাস্ত্রব্যাখ্যা শুনান কিম্বা সন্ন্যাসবেষ-গ্রহণ মহাপাপ-কার্য্য, মহানিন্দিত কার্য্য, শাস্ত্রবিরুদ্ধ কার্য্য, তামিস্রাদি নরকপ্রদ কার্য্য। ইহা শাস্ত্রজ্ঞানহীনতা, সদাচার হীনতা, উচ্ছৃঙ্খলতা, মনোমুখিতা, যাবনিকতা ও পাপাচারের প্রকৃষ্ট পরিচয়। ইহা শাস্ত্রবিধি নহে—ইহা শাস্ত্রনিষিদ্ধ নরকপ্রদ মহাপাপ কার্য্য।

"জন্মনা ব্রাহ্মণো গুরুঃ" (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৮।৬) 'অধিকারী' ব্রাহ্মণ জন্ম হইতেই মনুষ্যমাত্রের (ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই চারি বর্ণীয় ব্যক্তিগণের) গুরু। "বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ" —এই স্মৃতিবচন ত সর্ব্ব-আস্তিকজনবিদিত চিরপ্রসিদ্ধ শাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। "আচার্য্যত্বং ব্রাহ্মণস্য স্থাপিতং পদ্মযোনিনা। নান্য-বর্ণস্য জায়েত তপআদিভিরত্র যৎ॥" (কৌশিকসংহিতা শ্রীমদ্ভাগবতমাহাত্ম্য-প্রকরণ)—পদ্মযোনি ব্রহ্মা আচার্য্যত্বের (গুরুত্বের) স্থাপনা ব্রাহ্মণেই করিয়াছেন। এ জন্মে তপস্যা আদি দ্বারা ব্রাহ্মণেতর জাতির আচার্য্যত্ব (অর্থাৎ গুরু হইবার অধিকার) লাভ হইতে পারে না। "অধ্যাপনং...অগ্রজন্মনঃ" —'শাস্ত্র পড়িয়া শুনান একমাত্র ব্রাহ্মণেরই কার্য্য' (ইহাতে অন্য কোনও বর্ণীয় ব্যক্তির অধিকার নাই)—ইহা সর্ব্বসৎশাস্ত্র-সিদ্ধান্ত। "ব্রাহ্মণঃ প্রব্রজেৎ" (ব্রাহ্মণ সন্ন্যাস গ্রহণ করিবেন), "কাষায়ং ব্রাহ্মণস্যোক্তং নান্যবর্ণস্য কস্যচিৎ" (ত্যাগাশ্রমে কাষায়বস্ত্র ব্রাহ্মণের নিমিত্তই শাস্ত্রে উপদিষ্ট হইয়াছে, অন্য কোনও বর্ণীয় মনুষ্যের জন্য নহে), "বিপ্রস্যৈব প্রব্রজ্যাস্তি নান্যবর্ণস্য কর্হিচিৎ" (প্রব্রজ্যা—সন্ন্যাসবিধি একমাত্র ব্রাহ্মণের জন্যই শাস্ত্রে নিশ্চিত রহিয়াছে, অন্য জাতির জন্য সন্ন্যাসের বিধান শাস্ত্রে নাই)—এই সকল শাস্ত্রশাসন অমান্য করিয়া যাহারা নিজেদের ইচ্ছামত গুরুগিরি করে অথবা সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করিয়া থাকে, তাহারা কলিহত জীব, তাহারা দুরাত্মা (দূষিতান্তঃকরণ), পাষণ্ড ও অধম; এই কথা শাস্ত্র এই শব্দে বলিতেছেন—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ধর্ম্মান্ গৃহ্লন্তি পাষণ্ডা দ্বিজলিঙ্গধরাধমাঃ।
কাষায় পরিবীতাশ্চ জটিলা ভস্মধূলিতাঃ॥
শূদ্রা ধর্ম্মান্ প্রবক্ষ্যন্তি কূটযুক্তিপরায়ণাঃ।
ভবিষ্যন্তি দুরাত্মানঃ শূদ্রাঃ প্রব্রজিতাস্তথা॥"
ভৈক্ষব্রতপরাঃ শূদ্রাঃ প্রব্রজ্যালিঙ্গিনোঽধমাঃ।
পাষণ্ডসংশ্রয়াং বৃত্তিমাশ্রয়িষ্যন্তি সৎকৃতাঃ॥"

(নারদমহাপুরাণ পূর্ব্বখণ্ড)

স্ত্রীরা কলির অনুচরগণের এই সকল কবল হইতে দূরে থাকিয়া, নিজ পিতৃ-পিতামহদের আচরিত সনাতন মার্গের অনুসরণপূর্ব্বক শাস্ত্রোক্ত পরমকল্যাণ অর্জ্জনে আপ্রাণ প্রযত্ন করিয়া, কৃত-কৃত্যজীবন হইবার জন্যই, সনাতনমার্গাবলম্বিদিগকে উক্ত দুরাত্মা, পাষণ্ড ও অধমদিগের পরিচয় দিয়া শাস্ত্র পরম সুহৃদের সৎকার্য্য করিয়াছেন॥

'অঙ্গিরস স্মৃতি'তে উক্ত হইয়াছে—

"জপস্তপস্তীর্থ যাত্রা প্রব্রজ্যা মন্ত্রসাধনম্।
দেবতারাধনং চৈব স্ত্রী-শূদ্র-পতনানি ষট্॥"

অর্থাৎ 'স্ত্রীলোক ও শূদ্রের পতনের কারণ ছয়টি—জপ, তপস্যা, তীর্থভ্রমণ, সন্ন্যাস, সিদ্ধিপ্রাপ্তি কামনায় মন্ত্রজপ এবং দেবপূজা।' —এ কথা বলা হইয়াছে কেন? ইহার উত্তর এই যে,—অবিবাহিত অবস্থায় মাতাপিতার সেবা, বিবাহিত জীবনে সধবাবস্থায় পতিসেবা আর বিধবাবস্থায় পুত্রাদি অভিভাবকের সেবা,—ইহাই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। এই ধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'স্বেচ্ছায়' অন্য যে কোনও কর্ম্ম করা স্ত্রীলোকের অধর্ম্ম। তবে, বিবাহের পূর্ব্বে পিতার আদেশে, বিবাহের পর পতির আজ্ঞায় এবং বিধবাবস্থায় অভিভাবকের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক জপ, তপস্যা, তীর্থযাত্রা, মন্ত্রসাধন ও দেবপূজাতে স্ত্রীলোকের অধিকার শাস্ত্রে দেওয়া হইয়াছে, পরন্তু 'প্রব্রজ্যা' অর্থাৎ সন্ন্যাস-বেষ ধারণপূর্ব্বক ত্যাগাশ্রম-গ্রহণে স্ত্রীলোকের অধিকার নাই। "পুংসঃ প্রব্রজনং প্রোক্তং নেতরায় কদাচন"। (পৈঙ্গলোপনিষৎ ৪।৫)—'পুরুষেরই সন্ন্যাসের কথা শ্রুতিতে কথিত হইয়াছে, স্ত্রীলোক অথবা নপুংসকের জন্য সন্ন্যাসের আদেশ কোথাও নাই' এই শ্রুতিবাক্যে স্ত্রীলোকের জন্য সন্ন্যাস নিষিদ্ধ রহিয়াছে। এই কারণে দেখা যায় যে, মৈত্রেয়ী সন্ন্যাস-গ্রহণের সর্ব্বগুণসম্পন্না হইয়াও মাথা মুড়াইয়া সন্ন্যাসবেষ গ্রহণ করেন নাই, পরন্তু পতি যাজ্ঞবল্ক্যের আদেশে নিজ গ্রামের বহির্দ্দেশে কুটীর নির্ম্মাণপূর্ব্বক তাহাতে বাস করিয়া ব্রহ্মচিন্তনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন, অন্নবস্ত্রাদিদ্বারা তাঁহার দেহরক্ষার ভার কাত্যায়নীর উপর ছিল। আর এই প্রসঙ্গে একটি কথা বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য এই যে,—মৈত্রেয়ী কাহাকেও শিষ্য বা শিষ্যা করিয়া সম্প্রদায় গঠন করিয়া যান নাই। এইরূপে কোনও ঋষিকা (জন্মতঃ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্না স্ত্রীলোক—কাহারও নিকট হইতে শাস্ত্রপাঠ করিয়া উপাধিভূষিতা হইয়া বাচিক ব্রহ্মজ্ঞানাভিমানিনী নারী নহে) অথবা কোনও অব্রাহ্মণ-শরীরী সিদ্ধ পুরুষের (যেমন বিদুর, ধর্ম্মব্যাধ, লোমহর্ষণ,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উগ্রশ্রবা, জনক প্রভৃতির) প্রবর্ত্তিত বা চালিত কোনও সম্প্রদায়ের উল্লেখ কোনও সনাতনধর্ম্মশাস্ত্রে উপলব্ধ হয় না ;—তাঁহারা নিজেরাই উদ্ধার হইয়া গিয়াছেন—শাস্ত্রমর্য্যাদা লঙ্ঘনপূর্ব্বক কাহাকেও শিষ্য করিয়া উদ্ধার করিবার নরকপ্রদ ধৃষ্টতা তাঁহারা দেখান নাই। শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—"যো হীনশ্চোত্তমংবর্ণং শিষ্যত্বে বিনিযোজয়েৎ। স শূকরমুখং যাতি তাড্যমানো যমানুগৈঃ॥" (কৌশিক সংহিতা, শ্রীমদ্ভাগবত মাহাত্ম্য-প্রকরণ) অর্থাৎ যে হীনবর্ণ মনুষ্য নিজাপেক্ষা শ্রেষ্ঠবর্ণের মনুষ্যকে নিজের শিষ্য করে, সে যমরাজের দূতগণ কর্ত্তৃক প্রহার খাইতে খাইতে শূকরমুখ নরকে পতিত হয়। আর যেমন নিজ অপেক্ষা উচ্চবর্ণের মনুষ্যকে দীক্ষাদানকারী ব্যক্তি নরকগামী হইয়া থাকে, তেমনি নিজ অপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণের নিকট দীক্ষাগ্রহণকারী ব্রাহ্মণও কুম্ভীপাক প্রভৃতি বহু নরকে পতিত হয়। সাঙ্খ্যায়ন মহর্ষি বলিয়াছেন—"তে শিষ্যা নিখিলা জগ্মুর্হীনগুরুধারণাদ্ধি। ক্রমশো নরকান্ বৈশ্য কুম্ভীপাকমুখান্ বহূন্॥"—হে বৈশ্য। তোমার সেই সমস্ত ব্রাহ্মণ শিষ্য হীনবর্ণের গুরু ধারণ করার দরুণ কুম্ভীপাক প্রভৃতি বহু নরকে পতিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

(খ)

শাস্ত্রবাক্যে অনাস্থা

('সত্যপ্রদীপ'—৪র্থ বর্ষ ১০ম সংখ্যা, চৈত্র ১৩৪৮)

"সাক্ষাৎ ত্বমেব বা শাস্ত্রং ত্বদীয়ৈব সা মতিঃ।
শব্দদ্বারেণ সংক্রম্য সংকরোত্যধিকারিণঃ॥"

—ষাড়গুণ্যবিবেকঃ।

'হে পরমেশ্বর! তুমিই শাস্ত্র—শাস্ত্র তোমারই শাব্দিক রূপ, তোমার মতিই শাস্ত্র, তোমার জ্ঞান, শব্দদ্বারা সংক্রমণ-পূর্ব্বক অধিকারীর হৃদয় সংস্কৃত করে'।

এখনকার দিনের পাশ্চাত্য শিক্ষার ভীষণ স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া, যাহারা আত্মহারা হইয়াছেন, তাদৃশ কৃতবিদ্য লোকদিগের মধ্যে অনেকেই এখন বুঝিয়া হউক, বা না বুঝিয়া হউক, দৃঢ়তার সহিত শাস্ত্রবাক্যে অনাস্থা দেখাইয়া আসিতেছেন। কেবল ইহাই নহে; ঐ শ্রেণীর কৃতবিদ্য লোক-দিগের পুত্র ও ছাত্রগোষ্ঠীও তদ্রূপ শিক্ষায় দীক্ষিত হইয়া উঠিতেছেন। যাহারা স্বীয় অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান দ্বারা শাস্ত্র বাক্যের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিতে অসমর্থ, তাহারা শাস্ত্র না মানিয়া চলিলেও সংসারের তত অনিষ্টের আশঙ্কা করা যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

না। কিন্তু তত্তদ্ বংশধরগণের মধ্যে যাহাদের অন্তরে আর্য্যভাবাপন্ন বীজ এখনও সুপ্তাবস্থায় রহিয়াছে,—কালে সুযোগ উপস্থিত হইলে যাহাদের অন্তরেন্দ্রিয় শাস্ত্রীয়ভাবে গঠিত হইবার সম্ভাবনা ছিল,—তাহারা হয়ত অঙ্কুরোদ্গমেই, পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সংসর্গে পড়িয়া আর শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট পথে চলিবার সুযোগ ও অবকাশ পাইতেছে না। ইহাই সমাজের পক্ষে ভাবীকালে গুরুতর অনিষ্টের সূচনা করিতেছে।

আমি জানি, পাশ্চাত্য শিক্ষার উচ্চগ্রামে শিক্ষিত হইয়াও এখনও বহু সহস্র আর্য্য সন্তান স্বধর্ম্মে আস্থাবান রহিয়াছেন; আবার ইহাও জানি, ঐরূপ উচ্চ ডিগ্রিতে পাশ করিয়া বহু সহস্র হিন্দুসন্তান শিক্ষা ও সংসর্গ-দোষে স্বধর্ম্ম-চ্যুত হইয়া পড়িয়াছেন। এরূপস্থলে কেবলমাত্র পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষ দিয়া নিরস্ত থাকা উচিত নহে। কেন না পাশ্চাত্য শিক্ষায় সর্ব্বত্র সমানভাবে কুফল ফলিতে দেখা যায় না। সুতরাং এখানে শিক্ষার প্রকারভেদ ও সংসর্গকে বলবান্ বলিয়া বুঝিতে হইবে।

যুক্তিযুক্ত বিচারপূর্ব্বক কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করা হিন্দুশাস্ত্রের উপদেশ। মনু বলেন—"কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ। যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে॥" এই যে যুক্তিযুক্ত বিচারের কথা—বলা হইল—এই কথাটি বুঝিয়া লওয়া বড় সহজ নহে। দৃষ্টান্তদ্বারা ইহার তথ্যানুসন্ধান করা যাউক।

একজন ধীবর, একজন ব্যাধ, একজন চৌর, একজন দস্যু,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একজন সূত্রধর, একজন শাস্ত্রবিৎ স্বধর্ম্মানুষ্ঠায়ী ব্রাহ্মণ,—ইহারা একত্র এক বটবৃক্ষমূলে দৈবযোগে সমবেত হইয়াছেন। নানারূপ কথা উঠিয়াছে;—ধীবর বলিল,—বিধাতার কি অবিচার, এই অঞ্চলে কিছুমাত্র বৃষ্টি নাই, অথচ শুনিতেছি যে অমুক স্থানে অতিবৃষ্টিতে শস্যহানির সম্ভাবনা হইয়াছে; অতিবৃষ্টির প্রদেশের কিয়ৎ পরিমাণ বর্ষণ এতদঞ্চলে হইলে সমতা রক্ষা হইত। ধীবরের কথা ব্রাহ্মণ ছাড়া একে একে সকলেই অনুমোদন করিল। ইহার পর ব্যাধ বলিল, দেখ বিধাতার বুদ্ধির কি ত্রুটি! লাউ লতিকা—যে অন্যের আশ্রয় ভিন্ন তিষ্ঠিতে পারে না, তাহার ফল কত বড়! আর এই প্রকাণ্ড বটগাছ, ইহার ফল কত ক্ষুদ্র! লাউয়ের ফলটা বটগাছে, এবং বটের ফলটা লাউগাছে ফলাইলেই মানাইত ভাল। কেমন হে, তোমরা কি বল? এবারও ব্রাহ্মণ ছাড়া—আর সকলেই একবাক্যে বিধাতার এই ত্রুটি ধরিল। ইহার পর চোর বলিল—দেখ ভাই, দেশশুদ্ধ লোক অর্থাভাবে অনাহারে মরিতেছে অথচ এ দেশের রাজার ঘরে কত টাকা;—আচ্ছা রাজার ঘরে এত টাকা না দিয়া ঐ টাকাটা দেশশুদ্ধ লোকের ঘরে বিলি করিয়া দেওয়া কি কাণা বিধাতার কর্ত্তব্য ছিল না? এবারও ব্রাহ্মণ নির্ব্বাক রহিলেন। আর সকলে এ কথার অনুমোদন করিল। দস্যু ও সূত্রধর কোন কথা না বলিয়া কহিল—ও ঠাকুর মহাশয়, আমরা যা যা বলিলাম, ইহা ঠিক কিনা, আপনি বলুন। ব্রাহ্মণ কহিলেন—'তোমরা বাপু নিজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিজ বুদ্ধি বিবেচনা অনুরূপ যাহা যাহা বলিয়াছ, তাহা তোমাদের কাছে ঠিক হইলেও, সকলের কাছে এ কথা ঠিক নহে। কেন, বলি শুন। এই যে ধীবর অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির কথা বলিয়াছে, উহাতে বিধাতার কোন ত্রুটি নাই,—অতিবৃষ্টির দেশ ও অনাবৃষ্টির দেশ, এই দুই দেশের কর্ম্ম একরূপ। তাহার ফলস্বরূপ অতিবৃষ্টিতে শস্যনাশ, এবং অনাবৃষ্টিতেও শস্যনাশ। শস্যনাশ উভয়ত্রই সমান। যেহেতু বৃষ্টি হওয়ার ও না হওয়ার ফল উভয়ত্র সমান। ব্যাধ যে লাউয়ের ফল বটগাছে, ও বটের ফল লাউয়ের গাছে যোজনা করার জন্য বিধাতাকে নিয়োগ করিতেছে, ইহাও ভাল কথা নহে। বটের তলায় বিশ্রামার্থ মানুষ আশ্রয় লয়;—লাউয়ের মত ফল যদি বটের গাছে ফলিত এবং একটা পাকা লাউ ছিঁড়িয়া যদি কাহারো গায়ে পড়িত, তবে তাহার প্রাণ রক্ষা হইত না। বুঝিয়াছ, কি জন্য লাউয়ের মত বড় ফল বটগাছে হয় না? সুতরাং এখানেও বিধাতাৰ কুবিচার দেখা যায় না।

তারপর চৌর বলিতেছে যে, রাজার সঞ্চিত অর্থ রাজার ঘরে না রাখিয়া দেশশুদ্ধ লোকের ঘরে বণ্টন করিয়া দিলে কাহারো কষ্ট থাকিত না। কথা শুনিতে মন্দ নহে বটে। সকলেরই অর্থোপার্জ্জন শ্রমসাপেক্ষ ও উপভোগ নিজায়ত্ত; রাজার অর্থ তেমন নহে, রাজা আপন সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধির জন্য রাজকোষে অর্থ সঞ্চয় করেন না। প্রজাপালনই রাজার ধর্ম্ম। সূর্য্য যেমন সমুদ্র হইতে বিন্দু বিন্দু বারি আহরণ করিয়া মেঘ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সকল সৃষ্টি করেন, এবং সেই মেঘ সর্ব্বত্র বারি সেচন করিয়া জগতের কল্যাণ সাধন করে, রাজাও তেমনি তদীয় প্রজাবৃন্দ হইতে রাজকীয় প্রাপ্য কর আহরণ করিয়া প্রজাদিগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির জন্য তাহা নিয়োগ করেন। রাজার এমন সুব্যবস্থা থাকাতেই তোমরা সকলে পরম সুখে দিনপাত করিতেছ। নতুবা একের অত্যাচারে আর একজনে পীড়িত হইয়া দেশত্যাগী হইত। সুতরাং এস্থলেও বিধাতা কাণা নহেন। বরং আমাদের অপেক্ষা বিধাতা চক্ষুষ্মান।'

সকলের যুক্তি যে এক রকমের নহে, এবং অমার্জ্জিত বুদ্ধিসঞ্জাত যুক্তি, এবং মার্জ্জিত বুদ্ধি-উদ্ভূত যুক্তির যে ব্যবধান কত, তাহই দেখাইবার জন্য 'পুরাণ' হইতে এই প্রস্তাব আহরণ করিয়া দেখান হইল।

এতদ্দ্বারা পরিষ্কার উপলব্ধি হইতেছে যে, যুক্তিযুক্ত বিচারের ক্ষমতা সকলের নাই। যাহাদের আছে,—তাহাদের বুদ্ধি শাস্ত্রানুশীলনে পরিমার্জ্জিত। শাস্ত্রদ্বারা মার্জ্জিত বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিরাই তত্ত্বার্থ-নির্ণয়ের যোগ্যতা লাভ করেন। আর যাহারা শাস্ত্রবাক্য উল্লঙ্ঘন করিয়া স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী, তাহদের বুদ্ধি নিয়ত মলিন; কদাচ তাহারা তত্ত্বার্থ-নির্ণয়ের যোগ্যতা অর্জ্জন করিতে পারে না। এ ভাবকে লক্ষ্য করিয়া গীতাস্মৃতিতে কথিত হইয়াছে,—

যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ।
ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তুমিহার্হসি॥

(১৬।২৩, ২৪)

অর্থাৎ যাহারা শাস্ত্রবিধি না মানিয়া স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া স্বকর্ম্মানুষ্ঠান করে, তাহারা সিদ্ধি, সুখ ও পরমগতি প্রাপ্ত হয় না। অতএব শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট প্রমাণ-অনুযায়ী কার্য্য ও অকার্য্য বিনির্ণয় করিয়া কর্ম্ম করিতে থাক।

কর্ম্ম ও অকর্ম্ম নির্ণয়ের যোগ্যতা সকলের থাকে না; একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যেহেতু সকলের বুদ্ধি-বৃত্তিই শাস্ত্রানুশীলন দ্বারা পরিমার্জ্জিত নহে। তত্ত্বদর্শী পুরুষেরা সরহস্য শাস্ত্র-মর্ম্মজ্ঞ; স্মৃতিশাস্ত্র তাঁহাদেরই কথিত। সুতরাং কর্ম্ম ও অকর্ম্ম বিনির্ণয়ের পক্ষে শাস্ত্রই কষ্টিপাথর।

অধুনা আমরা ম্লেচ্ছাচারী, ম্লেচ্ছসংসর্গী, আমাদের মলিন হৃদয়-দর্পণে শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ প্রতিবিম্বিত হইবে কিরূপে? যাঁহারা শৈশবকাল হইতে শাস্ত্রসেবা করিয়া শাস্ত্রানুশাসনে নিয়ন্ত্রিত হইয়াছেন, তাঁহাদের হৃদয় যেমন উজ্জ্বল, যেমন পরিষ্কার, শিক্ষা ও সংসর্গবশতঃ আমাদের হৃদয় তেমন ভাবে গঠিত হয় নাই বলিয়া, আমরা আজ এত সহজে শাস্ত্রবাক্য অনাদর ও উপহাস করিয়া উড়াইয়া দিতে পারিতেছি। সুতরাং শাস্ত্র-বাক্যকে 'রাখালের গান' বলিতে কিছুমাত্র দ্বিধাবোধ করিতেছি না।

আরও একটি কথা, শাস্ত্রবাক্যে অশ্রদ্ধা করা এখনকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিনে প্রায় অধিকাংশ লোকের মজ্জাগত হইয়া উঠিয়াছে। ইহার কতকগুলি কারণ আছে। দুই একটি কারণ—এখানে নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

সাম্প্রদায়িক মত প্রতিষ্ঠার জন্য এখন শাস্ত্র মধ্যে অনেক অশাস্ত্রীয় কথা স্থান পাইয়াছে; এজন্য, যাহারা শাস্ত্র মানে না, তাহাদিগকে তত দোষ দেই না। কারণ, শাস্ত্র মধ্যে অশাস্ত্রীয় কথা থাকিলে, তাহা বিচার-পূর্ব্বক ধরিয়া লওয়া সামান্য বুদ্ধির কর্ম্ম নহে। সুতরাং সকলেই যে পরিমার্জ্জিত বুদ্ধিবলে বিচার-পূর্ব্বক শাস্ত্র মধ্যে নিবিষ্ট অশাস্ত্রীয় কথাগুলি বাছিয়া লইয়া পরিত্যাগ করিবেন, এ আশা দুরাশা মাত্র। তারপর আমাদের দেশে সংস্কৃত-চর্চ্চা এককালীন লোপ হইতে বসিয়াছে। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় দখল না থাকাও ঐরূপ বিচারের পরিপন্থী। যাহারা সামান্য সংস্কৃত জানে, তাহারা একে ত শাস্ত্রের ভাষা বুঝিতে পারে না, মর্ম্মোপলব্ধি ত তাহাদের পক্ষে দূরেরই কথা। স্মরণ হয়, একবার নর্ম্ম্যাল ত্রৈবার্ষিক পরীক্ষোত্তীর্ণ একটি ছাত্র মাইকেলের মেঘনাদ-বধের ভূয়সী প্রশংসা করিতেছিলেন। তাহাকে অপদস্থ ও নির্ব্বাক করার অভিপ্রায়ে, জনৈক কৃতবিদ্য ব্যক্তি বলিয়াছিলেন,—দেখ, যাঁহারা সংস্কৃতজ্ঞ, তাঁহারা জানেন যে, মাইকেলের মেঘনাদ-বধের চৌদ্দ আনা সংস্কৃতের অনুবাদ মাত্র। এই বলিয়া তিনি বলিলেন,—মাইকেল মেঘনাদ-বধের কোন এক সর্গের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন,—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নমি আমি কবি-গুরু তব পদাম্বুজে,
বাল্মিকি, হে ভারতের শিরচূড়ামণি—
তব অনুগামী দাস; রাজেন্দ্র-সঙ্গমে,
দীন যথা যায় দূর তীর্থ দরশনে,
তব পদচিহ্ন ধ্যান করি দিবানিশি,
পশিয়াছে কত যাত্রী যশের মন্দিরে।—

এই যে লেখাগুলি ইহা সমস্তই নিম্ন-কথিত সংস্কৃতের অনুবাদ মাত্র।—

হে ভারতশিরোরত্ন বন্দে তে চরণাম্বুজং,
তবানুগাম্যয়ং দাসঃ বাল্মিকে বুধসত্তম।
দূরং তীর্থং যথা যাতি রাজেন্দ্রেন দীনো জনঃ,
তথা তে চরণং ধ্যাত্বা গচ্ছামি যশসো গৃহম্॥

সমধিক আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই কথাগুলি শুনিয়া আর সেই ছাত্রটি দ্বিরুক্তি করিল না। বস্তুতঃ ছাত্রটির ব্যুৎপত্তি থাকিলে সে সহজে ইহা ধরিতে পারিত যে, নিম্নোক্ত কথাগুলি উপর্য্যুক্ত বাঙ্গালা কএক পংক্তির অনুবাদ মাত্র। এখানে বুদ্ধি-বিচারের ন্যূনতা দেখাইবার জন্য এই কথাগুলি বলা হইল।

এ দেশের অল্পশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদিগের বদ্ধমূল ধারণা আছে যে,—সংস্কৃত শ্লোক মাত্রই শাস্ত্র। বস্তুতঃ এইরূপ ধারণা কেবল অশিক্ষিত সম্প্রদায় মধ্যেই আবদ্ধ রহে নাই। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত বলিয়া যাহারা অভিমান করেন, তাহাদের মধ্যেও এ রোগ বড় সংক্রামক। কেবল এ কারণেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাস্ত্রের উপর তাহাদের অশ্রদ্ধার ভাব গাঢ় হওয়ার অন্যতম কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করা যায়।

এতদঞ্চলে প্রবাদরূপে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক চলিত আছে, অশিক্ষিত বা অল্পশিক্ষিত পুরুষ এবং স্ত্রী মহলে তাহা শাস্ত্র বলিয়া প্রচলিত। দৃষ্টান্তস্বরূপ তাহাদের ক-একটি সংগ্রহ করিয়া দেখান যাইতেছে ঃ—

১। সপ্তসিংহা জিতাঃ পূর্ব্বং পঞ্চব্যাঘ্রা স্ত্রয়ো গজাঃ।
পশ্যন্তু দেবতাঃ সর্ব্বা অদ্য যুদ্ধং ত্বয়া ময়া॥

২। জাতঃ সূর্য্যকুলে, পিতা দশরথঃ, ক্ষৌনীভুজামগ্রণীঃ,
সীতা সত্যপরায়ণা প্রণয়িনী, যস্যানুরক্তো লক্ষ্মণঃ।
দোর্দ্দণ্ডেণ সমো ন চাস্তি ভুবনে, প্রত্যক্ষবিষ্ণুঃ স্বয়ং,
রামো যেন বিড়ম্বিতোঽপি বিধিনা, চান্যে পরে কা কথা॥

৩। ভোজনং যত্র কুত্রাপি, শয়নং হট্টমন্দিরে।
মরণং গোমতী-তীরে, অপরস্বা কিং ভবিষ্যতি॥

৪। মাতা নিন্দতি, নাভিনন্দতি পিতা, ভ্রাতা ন সম্ভাষতে,
ভৃত্যঃ কুপ্যতি, নানুগচ্ছতি সুতঃ, কান্তা চ নালিঙ্গতে।
অর্থপ্রার্থনাশঙ্কয়া ন কুরুতেঽপ্যালাপমাত্রং সুহৃৎ,
তস্মাদর্থমুপার্জ্জয় শৃণু সখে অর্থেন সর্ব্বে বশাঃ॥

৫। অসন্তুষ্টা দ্বিজা নষ্টাঃ সন্তুষ্টা ইব পার্থিবাঃ।
সলজ্জা গণিকা নষ্টা, নির্লজ্জাশ্চ কুলস্ত্রিয়ঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৬। অপাত্রঃ পাত্রতাং যাতি যত্র পাত্রো ন বিদ্যতে।
নিরস্তপাদপে দেশে এরণ্ডোঽপি দ্রুমায়তে॥

৭। কস্য মাতা কস্য পিতা, কস্য ভ্রাতা সহোদরঃ।
কায়াপ্রাণৈ র্ন সম্বন্ধঃ, কা কস্য পরিবেদনা॥

৮। যদুপতেঃ ক্বগতা মথুরাপুরী, রঘুপতেঃ ক্বগতোত্তরকোশলা,
ইতি বিচিন্ত্য কুরুস্ব মনঃ স্থিরং নশ্বরং জগদিত্যবধারয়।

৯। চিন্তাজ্বরো মনুষ্যানাং, বস্ত্রাণামাতপজ্বরঃ।
অসৌভাগ্যং জ্বরঃ স্ত্রীণামশ্বানাং মৈথুনং জ্বরঃ॥

১০। ভদ্রং কৃতং মৌনং কোকিলৈ র্জলদাগমে।
দর্দ্দুরা যত্র বক্তারস্তত্র মৌনং হি শোভনম্॥

১১। শর্করা শতভারেণ নিম্ববৃক্ষ উপার্জ্জিতঃ।
পয়সা সিঞ্চিতো নিত্যং ন নিম্বো মধুরায়তে॥

১২। বিদ্যয়া তপসা বাপি দানেন বিনয়েন চ।
পুত্রে যশসি তোয়ে চ নরাণাং পুণ্য-লক্ষণম্॥

১৩। লেখনী পুস্তিকা জায়া পরহস্তং গতা গতা।
যদি সা পুনরায়াতি ভ্রষ্টা নষ্টা চ মর্দ্দিতা॥

১৪। অশক্তস্তস্করঃ সাধুঃ, কুরূপাচেৎ পতিব্রতা।
রোগী চ দেবতাভক্তো, বৃদ্ধা বেশ্যা তপস্বিনী॥

১৫। শর্ব্বরীদীপকশ্চন্দ্রঃ, প্রভাতে দীপকো রবিঃ।
ত্রৈলোক্যদীপকো ধর্ম্মঃ, সৎপুত্রঃ কুলদীপকঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১৬। অগাধজলসঞ্চারী বিকারী ন চ রোহিতঃ।
গণ্ডুষজলমাত্রেণ শফরি ফরফরায়তে॥

উপর্য্যুক্ত আহৃত শ্লোকাবলীর প্রত্যেকটি কথা ধ্রুব সত্য, অথচ ইহা শাস্ত্র নহে। যেহেতু ইহা পরমার্থ তত্ত্ববিদ্‌দিগের বাক্য নহে, কাব্যামোদী কৌতূহলপরায়ণ লোকদিগের চটুল মনের উচ্ছ্বাস মাত্র। তত্ত্বদর্শী লোকেরা মনের উচ্ছ্বাসদ্বারা চালিত হইয়া শাস্ত্র প্রণয়ন করেন নাই। তাঁহারা জাগতিক পদার্থের সূক্ষ্মাদপি সূক্ষ্মতম তত্ত্বের চরম ভাব স্ব স্ব সাধনালব্ধ বিজ্ঞানবলে আয়ত্ত করিয়া, তাহাই লোকহিতার্থে শিষ্যসম্প্রদায় মধ্যে প্রচার করিয়াছেন, এবং কালক্রমে তাহাই লিপিবদ্ধ হইয়া গ্রন্থ-আকারে আমাদের কাছে উপস্থিত হইয়াছে। আমরা এখন ঐরূপ গ্রন্থগুলিকেই শাস্ত্র বলিয়া মানিয়া লইতেছি। এরূপ ব্যবহারে শাস্ত্রমধ্যে যে অনেক অশাস্ত্রীয় কথা স্থান পাইতে পারে ও পাইয়াছে, তাত্ত্বিক পুরুষেরা তাহা স্বীকার করেন। কিন্তু তাই বলিয়া, শাস্ত্র মধ্যে পড়িয়া, অশাস্ত্রীয় কথাগুলি শাস্ত্রের মর্য্যাদা পাইতে পারে না। তত্ত্বদর্শী পুরুষ-দিগের চক্ষে তাহা ধরা পড়ে, কিন্তু সাধারণের পক্ষে তাহা বাছিয়া লইয়া পরিত্যাগ করা সাধ্য নহে।

সর্ব্বাংশে সত্য হইয়াও সে বাক্য শাস্ত্র হয় না। আবার সাধারণ বুদ্ধির ন্যূনতাবশতঃ প্রতীয়মান অসত্য বাক্যও শাস্ত্র বলিয়া তাত্ত্বিকের নিকট সমাদৃত হয়। তত্ত্বদর্শী মহাপুরুষেরা ইহার সমাচার রাখেন। এজন্যই সৎসংসর্গ এত ফলপ্রদ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সতের আশ্রয়ে, মহতের আশ্রয়ে থাকিলে, নিয়ত সংসর্গ-নিবন্ধন, মহতের চরিত্রের ছাপ, সাধকের গায় লাগিয়া যায়। তখন তাহারা অনায়াসে শাস্ত্রমধ্যে নিবিষ্ট অশাস্ত্রীয় কথা বাছিয়া লইয়া পরিত্যাগ করিতে সুবিধা পান। সাধারণ লোকদিগের পক্ষে সেই সুবিধাটুকু নাই।

এখনকার লোকেরা প্রায় সকলেই স্বেচ্ছাচার পরতন্ত্র; শাস্ত্রবিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া চলিতে তাহারা আশৈশব অভ্যস্ত। সুতরাং শাস্ত্রের তাৎপর্য্য পরিগ্রহ করিয়া, তদনুশীলনে তাহাদের রুচি জন্মে না। তাহারা মনে করে, আমাদের স্ব স্ব বুদ্ধি বিবেচনা মতে যাহা ভাল বলিয়া বুঝিব, আমরা তাহারই অনুষ্ঠান করিয়া যাইব,—ইহাতে শাস্ত্র রক্ষা হয় হউক, না হয় না হউক। হায়, তাহারা যদি একবারও ইহা চিন্তা করিয়া দেখিত যে,—আমরা যদি শৈশবকাল হইতে নিয়ম ব্রতপরায়ণ হইয়া, পিতৃপিতামহাদির বংশ-পরম্পরা চলিত সদাচার অনুবর্ত্তন করিয়াও যাইতাম, তথাপি কথঞ্চিৎরূপে আমাদের মস্তিষ্ক পরিষ্কার হইতে পারিত। শাস্ত্র দূরে থাকুক, বংশগত সদাচার-পরিভ্রষ্ট এবং স্বেচ্ছাচারের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা নিরন্তর চলিতেছি,—আশৈশব সৎ-সংসর্গ লাভ হয় নাই, তদবস্থায় আমাদের মলিন মস্তিষ্কে বিচারশক্তি কোথা হইতে উদ্ভূত হইবে? অন্ততঃ এইটুকু চিন্তা করিলেও, তাহারা তাহাদের আত্মকৃত ব্যাধির মূলানুসন্ধান করিতে পারিয়া কৃতার্থ হইত। তখন তাহারা বুঝিতে পারিত—"শাস্ত্রমন্তরেণ চ হেয়োপাদেয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিচারমপি ন ভবেৎ। কিং পুনস্তত্ত্বপরীক্ষণম্ ॥"—স্পন্দদীপিকা। অর্থাৎ তত্ত্বপরীক্ষার কথা ত দূরের, শাস্ত্রব্যতিরেকে কি হেয়, কি উপাদেয়, কাহারও তদ্বিচার মাত্রও হয় না।

যাঁহারা আপনার দোষ আপনি দেখিতে পায়, তাহারাই মানুষ। যাহারা তাহা পারে না, তাহাদিগকে অমানুষ বলিয়া শাস্ত্র-কর্ত্তাগণ নির্দ্দেশ করেন। এখনকার সমাজে অমানুষের সংখ্যাই ত বেশী। এজন্যই কেহ কাহারো দোষ ধরিয়া দেখাইতে সাহসী হয় না। সুতরাং অবাধে শাস্ত্রবাক্য অবহেলিত হইতেছে।

এ সকল কথা আলোচনায় যদি একজনেরও শাস্ত্রবাক্যের উপর দৃষ্টি পড়ে, এইজন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

"তস্য প্রাশং ত্বং জহি যো ন ইন্দ্রাভিদাসতি।
অধিনো ব্রূহি শক্তিভিঃ প্রাশ মামুত্তরং কৃধি॥"

(অথর্ব্বসংহিতা ২।৫।২৭।৭)

অর্থাৎ 'হে পরমৈশ্বর্য্যবান্ ইন্দ্র! হে সর্ব্বশক্তিমান্! হে দেবেশ! হে পরেশ! যে প্রতিবাদী কূটতর্কযুক্তিদ্বারা আমাদিগকে তিরস্কার করিবে, কূটতর্কযুক্তিদ্বারা আমাদিগকে পরাভূত করিবে, তাহাদিগকে তুমি প্রতিকূল প্রশ্নরূপ বাক্যদ্বারা নাশ কর, তাহাদের যুক্তিশর শতধা খণ্ডিত কর, এবং তোমার শক্তিদ্বারা আমাদিগকে অধিক বচনযুক্ত কর, প্রতিবাদিদিগের যুক্তি খণ্ডনার্থ আমাদিগকে উৎকৃষ্টতর যুক্তিযুক্ত প্রতিবচন নিপুণ কর।'

"বেদাত্মনায় বিদ্মহে হিরণ্যগর্ভায় ধীমহি। তন্নো ব্রহ্ম প্রচোদয়াৎ।"

—তৈত্তিরীয় আরণ্যক।

ওঁ তৎসৎ ওঁ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশিষ্ট

(গ)

হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা

মাঘ ১৩৪৯ সালের "উদ্বোধনে" প্রকাশিত "উদ্বোধনের নববর্ষ" নামক সুদীর্ঘ সম্পাদকীয় প্রবন্ধে এই মত প্রতিপাদন করা হইয়াছে যে, হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থাই হিন্দু জাতির দুর্গতির প্রধান কারণ। সম্পাদক হিন্দুধর্ম্ম এবং হিন্দুর সামাজিক ব্যবস্থা উভয়ের মধ্যে পার্থক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন যে, "হিন্দুধর্ম্ম শ্রুতি বা বেদের উপর স্থাপিত এবং ইহা অপরিবর্ত্তনীয়। আর হিন্দু সমাজের ভিত্তি স্মৃতি এবং ইহা যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতেছে।" স্বামিজীর এই মতটি যথার্থ নহে। কারণ স্মৃতিসকল বেদানুযায়ী, সুতরাং স্মৃতি যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইতে পারে না। দৃষ্টান্তস্বরূপ মনুসংহিতার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে—হিন্দু সমাজ-ব্যবস্থা-প্রদান-কারী স্মৃতি সকলের মধ্যে ইহাই প্রধান। মনুসংহিতাতে বলা হইয়াছে যে, মনুর সকল ব্যবস্থাই বেদানুযায়ী—

যঃ কশ্চিৎ কস্যচিৎ ধর্মো মনুনা পরিকীর্ত্তিতঃ।

স সর্বোঽভিহিতো বেদে—মনুসংহিতা ২।৭

অর্থাৎ মনু যাহার জন্য যাহা ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, সে সকলই বেদে অভিহিত হইয়াছে। কেবল যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনুসংহিতাতেই এই কথা বলা হইয়াছে তাহা নহে, মনুর যাবতীয় ব্যবস্থা স্বয়ং বেদ কর্ত্তৃক সমর্থিত হইয়াছে।

যদ্ বৈ কিঞ্চ মনুরবদৎ তদ্ ভেষজম্।

(তৈত্তিরীয় সংহিতা—২।২।১০।২)

অর্থাৎ মনু যাহা কিছু বলিয়াছেন সকলই ঔষধের ন্যায় হিতকারী। এই বেদবাক্য বেদে চারি স্থলে পাওয়া যায়,—কাঠক ১১।৫; মৈত্রায়ণীয় সংহিতা ১—১—৫; তৈত্তিরীয় সংহিতা ২।২।১০।২; এবং তাণ্ড্য ব্রাহ্মণ ২৩।১৬।৭। সকল প্রাচীন বৈদিক পণ্ডিতই ইহা মানিয়া লইয়াছেন, কেহই প্রতিবাদ করেন নাই। সুতরাং স্বামীজির যে অভিপ্রায় তিনি বেদ মানিতে প্রস্তুত কিন্তু মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতিগ্রন্থসকল মানিতে প্রস্তুত নহেন, তাঁহার এই মত পরস্পর বিরোধী। বেদ যে মনুসংহিতা সম্বন্ধে "ভেষজ" শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহার বিশেষ সার্থকতা আছে। ঔষধ যেমন অনেক সময় কটু বা তিক্ত হয়, এবং সেজন্য রোগী খাইতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে, সেইরূপ মনুর ব্যবস্থাও অনেক সময় কষ্টকর এবং সেজন্য অনেকে সেই ব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। গীতায় ভগবান্ বলিয়াছেন যে, কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য এবং কোন্ কর্ম্ম কর্ত্তব্য নহে এ বিষয়ে "শাস্ত্র"ই প্রমাণ।

"তস্মাৎ শাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ।" (১৬।২৪)

এই "শাস্ত্র" শব্দের অর্থ শ্রুতি ও স্মৃতি—এবিষয়ে সকল আচার্য্যই একমত। বৈদিক ঋষিগণ বেদের অর্থ "স্মরণ"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া এই সকল গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এইজন্য ইহাদের নাম "স্মৃতি"।

শ্রুতিং পশ্যন্তি মুনয়ঃ স্মরন্তি চ তথা স্মৃতিম্।
তস্মাৎ প্রমাণমুভয়ং প্রমাণৈঃ প্রমিতং ভুবি॥"

(মনুসংহিতা)

অর্থাৎ মুনিগণ বেদ দর্শন করেন এবং স্মৃতি স্মরণ করেন। এজন্য উভয়ই প্রামাণিক।

মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে, ধর্ম্মবিষয়ে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ প্রমাণ বেদ, তাহার পর ধর্ম্মশাস্ত্র (যাহা স্মৃতির অন্তর্গত)।

"ধর্ম্মং জিজ্ঞাসামানানাং প্রমাণং প্রথমং শ্রুতিঃ।
দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রং তু—"

স্মৃতিসকল যে শ্রুতির অনুগামী, ইহা এতদূর সুবিদিত যে, কালিদাস এই তত্ত্বকে উপমাস্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন—

"শ্রুতেরিবার্থং স্মৃতিরন্বগচ্ছৎ।" (রঘুবংশ)

অর্থাৎ বেদের অর্থ যেমন স্মৃতি অনুসরণ করে (সেইরূপ রাণী সুদক্ষিণা হোমধেনুর অনুসরণ করিয়াছিলেন)। স্মৃতিবাক্যসকল যে সকল বেদবাক্যের অনুসরণ করে অনেক স্থলে সে বেদবাক্য দেখিতে পাওয়া যায়, কোনও কোনও স্থলে পাওয়া যায় না, কারণ বেদের বহু শাখা কালপ্রবাহে (অধিকারীর অভাবে) 'বিগুপ্ত' হইয়াছে। মুক্তিকোপনিষদ্ এবং অন্যান্য প্রামাণ্য গ্রন্থে ১১৮০ শাখার উল্লেখ আছে। এক্ষণে কয়েকটি শাখা মাত্র পাওয়া যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিন্দুর সমাজ ব্যবস্থায় এক জাতির পক্ষে যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, অন্য জাতির পক্ষে তাহা নিষেধ করা হইয়াছে,—ইহা স্বামীজির মতে অন্যায়। তিনি বলিয়াছেন যে, ইহাতে নিম্ন জাতিকে ধর্ম্মবিষয়ে অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে। তিনি বোধ হয় মনে করেন যে, এই সকল ব্যবস্থা স্মৃতিগ্রন্থের উপর প্রতিষ্ঠিত, সুতরাং তিনি যদি বলেন যে, তিনি বেদ মানেন কিন্তু স্মৃতি মানেন না, তাহা হইলে তিনি এই সকল ব্যবস্থা নিন্দা করিতে পারেন। আমি পূর্ব্বে দেখাইয়াছি যে, স্মৃতির সকল ব্যবস্থাই বেদানুযায়ী। সুতরাং স্বামীজি যদি বেদ মানেন, তাহা হইলে তাঁহাকে স্মৃতিও মানিতে হইবে। অধিকন্তু বিভিন্ন জাতির মধ্যে অধিকার-ভেদ বেদেও দেখিতে পাওয়া যায়। বেদ বলিয়াছেন যে, শূদ্রের যজ্ঞ করিবার অধিকার নাই—

"শূদ্রো যজ্ঞে অনবক্লৃপ্তঃ"। (তৈত্তিরীয়ং সং ৭।১।১।৬)

অতএব স্বামীজি যদি কেবলমাত্র বেদই মানেন, তাহা হইলেও তিনি অধিকারভেদ নিন্দা করিতে পারিবেন না। এই অধিকারভেদসম্বন্ধে রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব যাহা বলিয়াছেন, তাহা কি স্বামীজি অবগত নহেন? পরমহংসদেব বলিয়াছেন যে, মা কোনও ছেলের জন্য মাছের পোলাও রাঁধিয়া দেন, আবার কোনও ছেলের শরীর রুগ্ন, পোলাও খাইলে অসুখ করিবে, তাহাকে পোলাও খাইতে দেন না, মাছের ঝোল খাইতে দেন। ইহার অর্থ এরূপ নহে যে মা একটি ছেলেকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেশী ভাল বাসেন, একটিকে কম ভালবাসেন। যাহার যেরূপ সহ্য হয়, তাহাকে সেইরূপ দেন। সেইরূপ শাস্ত্র ব্রাহ্মণকে প্রণব উচ্চারণ করিয়া, যজ্ঞ করিয়া ভগবান্‌কে পূজা করিবার অধিকার দিয়াছেন, শূদ্রকে এরূপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন, কেবল ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে বলিয়াছেন। ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়াই শূদ্র ভগবানকে পাইতে পারে। পরমহংসদেব বলিতেন, "জন্মগত দ্বিজাতি নহে, এমন ভক্তমুখে পরব্রহ্মবাচক প্রণব উচ্চারণ শুনিলেই কে যেন কাণে ছুঁচ ফুটিয়ে দেয়।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত ১৩৭ পৃষ্ঠা)।

আলোচ্য-প্রবন্ধে স্বমীজি শাস্ত্রবিহিত স্পৃশ্যাস্পৃশ্য-বিধানের নিন্দা করিয়াছেন, বলিয়াছেন, ইহা ঘৃণার উপর প্রতিষ্ঠিত। মন্দ কর্ম করিলে নীচ জাতিতে জন্মগ্রহণ করিতে হয়, এই কথা স্বামীজি অগ্রাহ্য করিয়াছেন। কিন্তু ইহা বেদের কথা। "কপূয় চরণাঃ কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরন্ শ্বযোনিং বা শূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা" (ছান্দোগ্য উপনিষদ্ ৫—১০—৭) অর্থাৎ যাহারা নিন্দিত কর্ম করে তাহারা নীচযোনিতে জন্মগ্রহণ করে। যথা কুকুরযোনি, শূকরযোনি বা চণ্ডালযোনি। "পরমহংসদেব অন্ন (ভাত) খাইবার সময় শূদ্রকে স্পর্শ করিতে বারণ করিতেন।" (শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ লীলামৃত ২২৫ পৃষ্ঠা)।

চণ্ডালকে শাস্ত্র ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিয়াছেন এজন্য অস্পৃশ্য বলিয়াছেন—ইহা মনে করা ভুল। যে শ্লোকে মনু চণ্ডালকে অস্পৃশ্য বলিয়াছেন, সেই শ্লোকে ঋতুকালে পত্নী ও ভগিনীকেও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্পৃশ্য বলিয়াছেন (মনুসংহিতা ৫।৮৫)। চণ্ডালকেও যত্নপূর্ব্বক আহার দিতে বলিয়াছেন (মনুসংহিতা ৩।৯২)। হিন্দুসমাজ ব্যবস্থা নিম্ন জাতি সকলের জন্য জীবিকা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। উচ্চজাতিকে সে জীবিকায় হস্তক্ষেপ করিতে নিষেধ করিয়াছেন। তাই ভারতে অস্পৃশ্যজাতির সংখ্যা ৪।৫ কোটি। যে পাশ্চাত্য গুরুর নিকট আমরা অস্পৃশ্যতা বর্জ্জনের শিক্ষা লাভ করিতেছি, তাঁহাদের সাম্যবাদের পরিচয় ইহা হইতেই পাওয়া যাইবে যে, তাঁহাদের সদয় ব্যবহারে Red India ও Hottentot জাতি পৃথিবীপৃষ্ঠ হইতে বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

স্বামীজি বেদান্তের প্রশংসা করিয়াছেন। বোধহয় স্বামীজি মনে করিয়াছেন, বেদান্তে অধিকার ভেদ নাই। কিন্তু ব্রহ্মসূত্র ১।৩।৩৪—৩৮ সূত্রে তিনি দেখিতে পাইবেন শূদ্রের ব্রহ্মজ্ঞানে সাধারণতঃ অধিকার নাই।

কোন্ ব্যবস্থা সমাজের পক্ষে কল্যাণকর সহজ বুদ্ধির দ্বারা ইহা নির্ণয় করা দুরূহ। কারণ মনুষ্যমাত্রের ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা আছে। বেদ কোনও মনুষ্য রচিত নহে, এজন্য বেদে ভ্রম প্রমাদের সম্ভাবনা নাই। ঋষিগণ তপস্যার দ্বারা বেদের প্রকৃত মর্ম্ম উপলব্ধি করিয়া যাবতীয় মনুষ্য সমাজের কল্যাণের জন্য, কেবল মনুষ্যসমাজ মাত্র নহে—আব্রহ্মস্তম্বপর্য্যন্ত যাবতীয় জীবের কল্যাণের জন্য—স্মৃতিগ্রন্থসকল রচনা করিয়াছেন। প্রকৃতির নিয়ম যেমন যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হয় না, সেইরূপ আধ্যাত্মিক জগতের নিয়ম সকলের—যাহা এই সকল শাস্ত্রগ্রন্থে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিপিবদ্ধ হইয়াছে—যুগে যুগে পরিবর্ত্তন হয় না। শাস্ত্রে যে ব্যবস্থা দিয়াছেন তাহা যদি কাহারও মন্দ বলিয়া মনে হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ ব্যক্তির বুঝিবার ভুল হইয়াছে। গীতায় ভগবান বলিয়াছেন যে. বুদ্ধিতে তমোগুণ বেশী হইলে অধর্ম্মকে ধর্ম্ম বলিয়া মনে হয় (গীতা ১৮।৩২)। আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে অনেকে শাস্ত্রীয় ব্যবস্থার প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন,—ইহাতে বুঝিতে হইবে—অহঙ্কারের উৎপত্তি হওয়াতে তাঁহাদের চিত্তে তমোগুণ সঞ্চারিত হইয়াছে। আমরা দেখিয়া দুঃখিত হইলাম যে, রামকৃষ্ণ মিশনের একজন প্রধান স্বামীজির মত এইরূপ বিজাতীয় ভাবে আক্রান্ত হইয়াছে। আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছি যে, স্বামীজির মত সকল পরস্পর সঙ্গতিহীন এবং শাস্ত্র-বিরোধী। যে শাস্ত্রবাক্য বাল্মীকি ব্যাস হইতে আরম্ভ করিয়া শঙ্কর, রামানুজ, চৈতন্য, রামকৃষ্ণ পরমহংস পর্য্যন্ত সকলে সমর্থন করিয়াছেন,—যে শাস্ত্রবাক্য স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ দ্বারা সমর্থিত—স্বামীজি সে শাস্ত্র বাক্যের নিন্দা করিয়াছেন। শাস্ত্র বিশ্বাসী হিন্দু অবশ্যই বলিবেন যে, (রামকৃষ্ণ মিশনের মুখপত্র 'উদ্বোধন' পত্রিকার সম্পাদক) স্বামীজির মতসকল সমগ্র হিন্দু সমাজের পক্ষে অনিষ্টকর, উচ্চজাতির পক্ষেও অনিষ্টকর, নীচজাতির পক্ষেও অনিষ্টকর, ইহলোকের পক্ষেও অনিষ্টকর, পরলোকের পক্ষেও অনিষ্টকর।

('সত্যপ্রদীপ'—৫ম বর্ষ ১১শ সংখ্যা, বৈশাখ ১৩৫০)।

[লেখক—বহুধর্ম্মগ্রন্থ সম্পাদক, সুবক্তা ও প্রবীণ সমালোচক শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম-এ]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৪	১৪	উপয়ন্তর	উপায়ান্তর
৮	১৮	সিদ্ধি	সিদ্ধ
১১	১৭	"সোঽমস্মি"	"সোঽহমস্মি"
১৩	১৯	!	!]
১৪	১৪	উপদেশ্যন্তি	উপদেক্ষ্যন্তি
১৯	২১	তন্ত্রোসারধৃত	তন্ত্রসারধৃত
২৬	১৪	অক্তিপূর্ব্ব শর	অপূর্ব্ব শক্তির
৪০	২২	২৪।২১	২।৪।২১
৪৫	১	অন্ম	জন্ম
৫২	২২	অপেক্ষ	অপেক্ষা
৫৭	৬	সন্ন্যাসশ্রম	সন্ন্যাসাশ্রম
৫৮	৪		পরন্তু—
৬৩	১৭	সাধ	সাধন
৭৬	৯	সবল	সরল
৭৯	১৩	অনধিকারিদের	অধিকারিদের
৮২	৩	নানাবর্ণস্থ	নান্যবর্ণস্থ
৮৩	৮	সাথীর কলির অনুচরগণের এই সকল	এই সকল কলির অনুচরগণের'
৮৫	৭	তাভ্যমানো	তাড্যমানো
৯০	৭	এন্থলেও	এস্থলেও
৯২	৫	স্থান	স্থান
৯৬	৪	পথচ	অথচ
৯৬	২০	ন্যূনতাবশঃ	ন্যূনতাবশতঃ
৯৭	১০	বিনেচনা	বিবেচনা
১০৪	৩	ব্যবন্থা	ব্যবস্থা
১০৪	৩	সকলকের	সকলের

সামনের মলাটের ভিতর পৃষ্ঠায় প্রথম পংক্তিতে "সম্প্রদায়বিহীনো" স্থলে "সম্প্রদায়বিহীনা" হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :—

শ্রীলালমোহন মুখোপাধ্যায়,

বিদ্যানিধি, নিষ্ঠারত্ন, তত্ত্ববিনোদ, এম-এ, বি-এল,

'শ্রীধর-ধাম', বিলাসী বৈদ্যনাথ-দেওঘর (S.P.)

পুস্তকপ্রাপ্তি-স্থান :—

১। প্রকাশক।

২। শ্রীশ্যামাদাস বাক্‌চি, বিদ্যারত্ন, সাংখ্যভূষণ, কাব্য-ব্যাকরণতীর্থ, প্রধানপণ্ডিত—রঘুনাথপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়, বসিরহাট, ২৪ পরগণা।

৩। শ্রীকালিচরণ চট্টোপাধ্যায়, এম-এ, (অবসরপ্রাপ্ত প্রধানশিক্ষক) মনোরম, পোঃ কুণ্ডা, বৈদ্যনাথধাম।

৪। রাজজ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রীহরিশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য, শাস্ত্রী জ্যোতিষতীর্থ, জ্যোতিষশিরোমণি, পরীক্ষক, গভর্ণমেণ্ট জ্যোতিষপরীক্ষা, ৪৫এ, শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি রোড, কলিকাতা-২৬

৫। শ্রীবটুকনাথ চক্রবর্ত্তী, পাণ্ডা বিলাসীটাউন, দেওঘর-বৈদ্যনাথ সাওতাল পরগণা।

মুদ্রাকর—

শ্রীরাধাবল্লভ সামন্ত

পাব্‌লিসিটি প্রিণ্টার্স

৩৫১, আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥ শ্রীঃ ॥

পরমারাধ্য অনিকেতনবাসী শ্রী১০০৮ শঙ্কর-স্বামী

শ্রীশ্রীশঙ্করতীর্থ জীউ মহারাজ লিখিত ও লিখীয়মান

—গ্রন্থাবলীর তালিকা—

১। সাধন-সহায় ৩৲
২। সাধন-সহায় পরিশিষ্ট ১৲
৩। "চণ্ডালোঽপি দ্বিজ-শ্রেষ্ঠো হরিভক্তি-পরায়ণঃ ॥০
৪। সমন্বয় ॥০
৫। ভক্তি ও জ্ঞান ॥০
৬। দীক্ষাতত্ত্ব-বিচার ১৲
৭। জগতের মূলকারণ ৩৲
৮। মৃত্যুর পরের অবস্থা ২৲
৯। বর্ণাশ্রম-প্রসঙ্গ ২৲
১০। প্রবন্ধ-রত্নাবলী ২৲
১১। বিচার-ধারা ২৲
১২। তত্ত্বনিরূপণ ১৲
১৩। শৈবদর্শন ৵০
১৪। কলিতে পশুবলি নিষিদ্ধ ৵০
১৫। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার উপদেশামৃত ১৲
১৬। আত্মপ্রসঙ্গ (হিন্দী) ২৲
১৭। ধর্ম্মপ্রসঙ্গ (হিন্দী) ২৲
১৮। যজুর্বেদি-সন্ধ্যাবিধিঃ ॥০
১৯। বলিবৈশ্বদেববিধিঃ ।০
২০। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ['মুমুক্ষু-বোধিকা'-সংস্কৃত ব্যাখ্যাসমেত] ৪৲

—প্রাপ্তিস্থান—

শ্রীপ্রফুল্লচন্দ্র লাহিড়ী
৮৮নং, যতীনদাস রোড,
কলিকাতা-২৯।

শ্রীবিষ্ণুদাস বন্দ্যোঃ
৯৪নং, কাঁসারি পাড়া রোড,
কলিকাতা-২৫।

শ্রীশিশির কুমার সুর
২৪ নং, মিডল রোড, এণ্টালী, কলিকাতা-১৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi